স্নেহের বোন মনুকে



এক

সন্ধ্যার ছায়া আঁখিপল্লবের মতো ধীরে-ধীরে ধরণীর বুকে নামিয়া আসিতেছিল। পশ্চিম আকাশে অবসিত দিনের শেষ রক্তিমাটুকু ধূসরিত হইয়া উঠিয়াছে। অবসন্ন কৃষক-দল কর্ষণের শেষ রেখাটি শেষ করিতেছে।

এমনি সময়ে শ্যাওলা-দিঘি গ্রামের ধীবর-পল্লী অপেক্ষাকৃত নীরব ও শান্ত হইয়া আসিয়াছে। পাড়াটি জনাকীর্ণ নয়। দূরে দূরে ছোট ছোট চালা, মাঝে বাঁশবন, বাব্‌লা গাছ, আলুর ক্ষেত, খেজুরের ঝোপ ইত্যাদির ব্যবধান। এক বাড়ী হইতে অন্য-বাড়ী-যাত্রী সরু সরু পথ, আঁকাবাঁকা,

ঝোপে-ঝাড়ে অন্ধকার। কোথাও কোথাও পথ একটু প্রশস্ত। কোথাও বা পথের ধারে কতকটা পোড়ো জায়গা। এই পোড়ো জায়গাগুলি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ডাং-গুলি ও হা-ডু-ডু খেলিবার আড্ডা।

এই জেলেপাড়ার এক প্রান্তে বিপিন বারিকের ঘর।

বিপিন বারিকের সংসারে কিন্তু ছোট ছেলেমেয়ে নাই। বিপিনের স্ত্রী কিরণের যথেষ্ট বয়স হইলেও এপর্যন্ত তাহার কোনো সন্তানাদি হয় নাই।

এ সম্বন্ধে কিরণ নিজেও নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। সে এক একদিন রাত্রে শুইয়া-শুইয়া বিপিনকে বলিয়াছে, "গ্যাখো, আমার তো আর ছেলেপুলে হবে না, তুমি আবার একটা বিয়ে-থা কর।"

বিপিনও যে এ সম্বন্ধে কিছুই ভাবে নাই, এমন নয়। সে নিজেও এই অভাবটা বহুদিন হইতে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিল। তবু সে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কিরণকে সাহস দেওয়ার সুরে বলে, "এরি মধ্যে ছেলে হওয়ার বয়েস পালিয়ে গেল নাকি?"

বিপিনের এই আশ্বাস-বাণী কিরণ আজ পর্যন্ত অনেকবার শুনিয়াছে, কিন্তু কোনোবারই বিশ্বাস করে নাই। এবারো করিল না।

সে স্পষ্ট অবিশ্বাসের সহিত উত্তর দিল, "ছেলেপুলে হবার হ'লে অনেক আগেই হ'তো। আজকে বাকী থাক্‌ত না।"

বিপিন তবুও কিরণের কথায় সায় দিল না, "কিন্তু এখনো সময় যায়নি,—তোর বয়স তো মোটে তেইশ।"

এ সম্বন্ধে তর্ক করিবার ইচ্ছা কিরণের ছিল না। সে বলিল, "তা হয়, হবে। তুমি আর একটা বিয়ে করো।"

বিপিন মুখে যাহাই বলুক, বিবাহ করিবার প্রয়োজনীয়তাটা সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছিল। তথাপি কিরণের মুখে পুনরায় বিবাহ করিবার

কথাটা তাহার মোটেই ভালো লাগে না। সে জানে, কিরণ এখন যাহাই বলুক, সত্য-সত্যই যখন তাহাকে আর একজন মেয়ের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে, তখন তাহার বুকে কতো বাজিবে। কিরণ যে তাহাকে পাগলের মতো ভালোবাসে!

বিপিন তিক্ত বর্তমানটাকে পরিহাসে ঢাকিয়া দেওয়ার জন্য হাসিয়া বলিল, "সতীনের ভয় ক'র্‌বে না? যদি সে বিষ খায়?"

বিপিন নীরবে হাসিতে লাগিল।

হাসি নীরব, ঘর অন্ধকার।

তবু বিপিন যে হাসিতেছে, তাহা কিরণ বুঝিতে পারে। বিপিনের বক্ষের মৃদু কম্পন কিরণ নিজের বক্ষে অনুভব করে।

হাসিটা কিরণের মোটেই ভালো লাগিল না।

যে কথাগুলি সে তাহার সমস্ত মনকে দলিত করিয়া বাহির করিয়াছে, বিপিন তাহা নিতান্ত তুচ্ছতায় পরিহাসের সহিত ফিরাইয়া দিতেছে!

কিরণ রাগিয়া গেল।

সে বলিল, "আমি যতো কিছু বলি, তুমি ঠাট্টা ব'লে মনে কর। আমি বেশ জানি, আমার ছেলেপুলে হবে না। কিন্তু তুমি তো তা বিশ্বাস ক'র্‌বে না!"

কিরণ একটু থামিল।

বিপিন মৃতের মতো পড়িয়া রহিল।

সমস্ত ঘরের অন্ধকারটাও যেন মরিয়া গিয়াছে।

কিরণ আবার বলিতে সুরু করিল, "শুধু তুমি মিছিমিছি সময় নষ্ট করো। বুড়ো বয়েসের জোগাড়টা এখন থেকেই করা ভালো। নইলে অনেক দুঃখু পুয়াতে হবে। এই গতর তো আর চিরকাল থাক্‌বে না?"

কিরণের কথাগুলা সত্য অথচ তীব্র।

যাহাদের অর্থ আছে, তাহাদের প্রেমকে স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়া এক-পত্নীক হইয়া থাকা চলে। তাহাদের ভালোবাসাকে অমরত্ব না দেওয়াই কঠিন।

কিন্তু এই দরিদ্র মানুষগুলির নিয়মকানুন সম্পূর্ণ বিপরীত।

তাহাদের বিবাহ তাহাদের বাঁচিবার অচ্ছেদ্য অঙ্গ। ঘরে ঝি-চাকরের কাজ করিবার জন্য চাই স্ত্রী, এবং সাথে সাথে সাহায্য করিবার জন্য ও বৃদ্ধ বয়সে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য চাই সন্তান। ইহাদের প্রেমের মূল্য নির্ধারিত হয় প্রয়োজনের সাথে প্রেমের সঙ্ঘর্ষে। প্রেম হার মানে, প্রয়োজনই হয় জয়ী। প্রেমের আসন ভাঙিয়া পড়ে কঠোর প্রয়োজনের আঘাতে।

সত্যই তো, দরিদ্রের আবার ভালোবাসা! যাহারা খাইতে পায় না, তাহাদের আবার প্রেম! যাহারা বাঁচে না, তাহাদের আবার বন্ধন! হাসির কথা!

কিন্তু বিপিন হাসিল না। ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া কিরণের কথার কোনো প্রতিবাদও করিতে পারিল না। কিরণও নীরবে পড়িয়া রহিল

খানিকক্ষণ এমনি চুপচাপ কাটিল। দু'জনের বুকের নিঃশ্বাস পরস্পরের সহিত কথা কহিবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিল। নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বিপিন ডাকিল, "শুনছ?"

কোনো সাড়া আসিল না।

—"ঘুমোলে নাকি?"

কিরণ ঘুমায় নাই। সে বিপিনের ডাকে সাড়া দিতে চাহিয়াও সহজে সাড়া দিতে পারে নাই। তাহার সাড়া বারবার মন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অসাড় ঠোঁটের মৃদু স্পন্দনে মরিয়া গেল।

কিরণ নিজের সহিত বহু যুদ্ধ করিয়া তবে এই কথাগুলি বিপিনকে বলিতে পারে। কিন্তু বলিতে পারিলেও সে যে তাহার মনটাকে কোনোমতে সবল করিয়া তুলিতে পারে না!

মুখের কথায় তাহার মন সাড়া দেয় না।

কিন্তু তাহাকে ভালোবাসিয়া যদি তাহার স্বামী বিবাহ না করে, তবে বুড়ো বয়সে তাহাদের খাওয়াইবে কে? যখন সামর্থ থাকিবে না, যখন শক্তি থাকিবে না, তখন তাহাদিগের চলিবে কি করিয়া?

কিরণ দিনের পর দিন নিজের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। কতো কাঁদিয়াছে, নিজেকে কতো বুঝাইয়াছে, তবু তাহার বুকের ভিতরের বেদনা এতোটুকু কমে নাই। মন এতোটুকু বুঝে নাই।

কিরণ আজও পারে না। একটা দুর্নিবার ব্যথা তাহার বুকের ভিতর হইতে ছিঁড়িয়া-ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছিল। ইচ্ছা হইতেছিল ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠে। কিরণ প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিল। অথচ মনটা যেন অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সে বাধা-বারণ মানে না, বাহিরের আপত্তি শুনিতে চাহে না।

বিপিন খানিকক্ষণ নীরব রহিল।

তার পর সে গলার স্বর উঁচু করিয়া আবার ডাকিল, "ঘুমোলে?"

কিরণ ছোট করিয়া সাড়া দিল, "কি?"

—"জেগে আছ? আমি বলিবা ঘুমিয়ে গেছ।"

বিপিন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "নেইবা হ'লো ছেলে-পুলে! বন্ধু তো আছে,—ও-কি আর বুড়া বয়সে খেতে দেবে না দু'টি? তবে এতো ক'রে পেলে-পুষে মানুষ ক'র্লাম কেন?"

—"ভাই যখন, তখন দেবে বৈকি।"

কিরণ যেন আরো কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ চুপ করিল। পরে একটু ইতস্ততঃ করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়া বলিল, "ভগবান্ এমন দুর্মতি নাই করুন, মানুষের মন তো? বৌ-ঝি ছেলে-পুলে হ'লে তখন মনটি যদি না এমন থাকে, তবে কি হবে?"

বিপিন কিরণের কথার কোনো প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সে আহত হইয়া নিজের মধ্যে নিজেকে কুণ্ডলী করিয়া পড়িয়া রহিল।

বনু, ওরফে বনবিহারী বিপিনের ছোট ভাই।

সে যখন মায়ের পেটে তখনি কলেরায় তাহার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। তার পর যখন তাহার বয়স ছয় কি সাত, তখন তার মাও মারা যায়। তাব পর হইতে বনু দাদা ও বৌদির আদরে মানুষ হইয়াছে।

বিপিন আহত কণ্ঠে কহিল, "তাও কি কখনো পারে? কুকুব-বেড়াল পুষ্‌লে তাদের আদর জন্মায়, মমতা বসে, আর ই-ত মানুষ, মার পেটের ভাই।"

ইহা লইয়া কিরণ কোনো তর্ক কবিল না।

বিপিন মুখে যাহাই বলুক, মনেব মধ্যে কেমন একটা তীব্র অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল।

বনু তাহাদের ভালোবাসিবে না?

সে তাহাদের সহিত শত্রুতা করিবে?

বিপিন এই চিন্তাটাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া ঘুমাইবাব চেষ্টা করিল।

সে রাত্রে কেহ আব কোনো কথা কহিল না।

দুই

আরো কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ একদিন সকালে কিরণ বিপিনের পাশে আসিয়া বলিল, "দু'গণ্ডা পয়সা দাও না, আমি সাঁতরা-বুড়ীর সঙ্গে একটা জায়গায় যাবো।"

বিপিন আজ বাজারে যায় নাই। বনবিহারী মাছ বেচিতে গিয়াছে। তাই এই অবকাশটুকুতে বিপিন তাহার কশ-মাখানো কালো জালের ছেঁড়া ফাঁস-গুলা মেরামত করিতেছিল।

সে জালের একটা ফাঁস ও বাঁশের পেতে-র মাঝখানে সুতার শলাটা ঢুকাইয়া দিয়া মুখ তুলিয়া কিরণের মুখের দিকে চাহিল। তাহার নূতন ফাঁসটাতে আর গেরো দেওয়া হইল না। মুখে চোখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

তাহা লক্ষ্য করিয়া কিরণ একটু মুখ টিপিয়া হাসিল।

বিপিনের বিস্ময়ের যথেষ্ট কারণ ছিল। কিরণের যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন তাহার বয়স সাত বছর। বিবাহের পর সে কদাচিৎ কখনো বাপের বাড়ী গিয়াছে। ইহা ছাড়া সে কোথাও কোনোদিন যায় নাই। তাই আজ সাঁতরা-বুড়ীর সহিত সে কোথায় যাইবে শুনিয়া বিপিন ব্যাপারটা হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

কিরণ স্বামীর বিস্ময়ের কারণটা সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারিয়াছিল। সে আবার একটু মুখ টিপিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "অমন হাঁ ক'রে দেখ্‌ছ কি?"

বিপিন তাহার বিস্ময়টা লুকাইয়া ফেলিতে চাহিল এবং তাহার অর্ধ-সমাপ্ত ফাঁসের গেরোটা এবার সমাপ্ত করিয়া বলিল, "সাঁতরা-বুড়ী কোথায় যাবে?"

সাঁতরা-বুড়ী কোথা যাইবে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে কিরণের কেমন লজ্জা করিতেছিল। সে বিপিনের প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর না দিয়া বলিল, "সাঁতরা-বুড়ী, আর তার বৌ।"

বিপিন আর একটা নূতন ফাঁস তুলিয়া বলিল, "কোথা যাবে, তাই বল না?"

কিরণ গলাটাকে যতোটা সম্ভব সহজ করিয়া বলিল, "বনকুমার শিবের পূজা দিতে। বনকুমারের পূজা দিলে নাকি ছেলে হয়। সাঁতরা-বুড়ী ব'ল্‌লে, কার কার হ'য়েছে।"

কিবণ দুই গণ্ডা পয়সা চাহিয়াছিল, বিপিন চারি গণ্ডা দিল।

সেদিন কিরণ সাঁতরা-বুড়ীদের সহিত সারাদিন অনাহারে থাকিয়া আট ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বনকুমার শিবের মাথায় তিন কলসী জল ঢালিয়া দিল এবং ডাব চিনি প্রসাদ পাইল এবং ঘবে আনিল। বিপিনকেও অতি-ভক্তিভরে প্রসাদ পাইতে হইবে। ছেলে তো একলাব নয়। ঠাকুরের সঙ্গে মানুষের চালাকি চলিবে কেন?

বনকুমারের দয়ার কথা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি আজ দুই বৎসর হইল হিন্দুদের আধুনিক দেবতাদের অপেক্ষা দয়ায় অনেক উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছেন। তিনি নাকি পুরোহিত-ঠাকুরকে স্বপ্নে বলিয়াছেন, মানুষ সব সমান। স্পৃশ্য অস্পৃশ্য বলিয়া কিছুই নাই। যে কামনা করিবে, সে নিজেই তাঁহার মাথায় জল ঢালিয়া দিবে।

বনকুমারের মাথাটা নিশ্চয় গরম হইয়া উঠিয়াছিল, নইলে তাঁহার এরূপ বদ ইচ্ছা কেন হইবে?

যাহাই হউক, বিশ্বাসীরা বলে, মানুষের প্রতি দেবতার অসীম করুণা, তাই। আবার অবিশ্বাসীরা বলে, ইহা পুরোহিত-ঠাকুরের ব্যবসাদারী।

বনকুমার কিন্তু আপাততঃ কিরণের প্রতি দয়া করিলেন না।

কিরণ তবু হার মানিল না। পাড়া-পড়শীরাও হাল ছাড়িল না। নানাপ্রকার তুক্‌তাক্ মন্ত্রতন্ত্র চলিতে লাগিল।

একদিন নিধু বৈরাগীর সেবাদাসী কি একটা মাতুলী দিয়া গেল। সে মাতুলিটি ব্যবহার করিবার আবার নিয়মকানুন আছে অনেক—মাতুলিটি লাল সুতায় বাঁধিয়া কোমরে বাঁধিতে হইবে। সে রবিবার দিন মাত্র একবেলা ভাত খাইতে পাইবে। এমনি আরো অনেক নিয়ম।...

কিরণ ধরিয়া কাটিয়া সাবধানে সমস্তই মানিল। কিন্তু তবুও কিছুই হইল না। কিরণের আঁটকুড়া-নাম অক্ষয় রহিল।

এমনি করিয়া আরো তিন বৎসর কাটিল।

বিপিন হতাশ হইয়া এবার যেন বিবাহ করিবার জন্য মত দিল। চতুর্দিকে মেয়ের অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

মেয়েও জুটিল একাধিক।

বিপিন এই মেয়েটিকে বিবাহ করে কি ওই মেয়েটিকে করে, আজ করে কি কাল করে, এমনি করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

আরো কয়েকদিন কাটিল। আরো কয়েকদিন।

এমনি করিয়া কয়েক মাস কাটিল। আরো কয়েক মাস।

বিপিন মাঝে মাঝে ইচ্ছা প্রকাশ করে, আবার অনিচ্ছায় কখনো অস্বীকার করে। কখনো সাহস করিয়া দাঁড়ায়, আবার দুর্বল হইয়া পড়ে।

অবশেষে বিপিন রক্ষা পাইল।

হঠাৎ একদিন পাড়ার মেয়েরা জানিতে পারিল, কিরণ সন্তানসম্ভবা।

পাড়া হইতে এ সংবাদটা অচিরাৎ গ্রামেও নানা স্থানে গেল।

সংবাদ পাইয়া সাঁতরা-বুড়ী পথে পড়িবে কি মাঠে পড়িবে এমনি ভাবে বিপিনের বাড়ী ছুটিয়া আসিল এবং কিরণের হাতের সাজা পানে গাল ভর্তি করিয়া চিবাইতে-চিবাইতে বলিল, "দেখ্‌লি মা, বনকুমারেব দয়া? আজকালের মাগী-মদ্দারা বাপু আর ঠাকুরস্থাবতাকে মান্‌তে চায় না। এবাব দেখুক না তারা, ঠাকুরস্থাবতার কেরামতি।"

এই পর্যন্ত বলিয়া সাঁতরা-বুড়ী এক মুহূর্ত নীরব হইল; এবং অতঃপব ফোঁস করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার বৌটা নেহাৎ অভাগী। কি জানি মা, বাবার মনে কি আছে,—কবে তাঁব দযা হবে।"

সাঁতরা-বুড়ী দুই হাত জোড় করিয়া আটক্রোশ দূরস্থ বনকুমাবকে প্রণাম জানাইল।

নিধু বৈরাগীর সেবাদাসীও যথাসময়ে উপস্থিত হইতে ভুল করিল না। সে কিরণের সম্মুখে বেশ আসর জমাইয়া বসিবা হাত নাড়িয়া গর্বিত গলায় বলিল, "দেখ্‌লি দিদি, মাদুলির গুণ? খুব সাবধানে রাখিস কিন্তু। মাঝে মাঝে ধুয়ে জল খাস্‌। আমার বৈরাগী বলে, ই নাকি পরীক্ষা করা জিনিস ভাই। দিলেই অব্যাথ কাজ। যে গাছে ফল হয়নি, সে গাছে বেঁধে দিলে ফল ধবে। সেবার এই মাদুলি দিয়েই তো আমার কুমড়ো গাছটাব ফল ধরানু।"

কিরণ একটু স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল, "সে মাদুলি তো আমি অনেক দিন খুলে রেখেছি দিদি।"

—"এঁ্যা—য়্যা! বলিস্‌ কি! খুলে রেখেছিস্‌? সে কী অলক্ষণে কথা বে?" ভয়ে ও বিস্ময়ে সেবাদাসী ঠাক্‌রুণেব পুরু ঠোঁট দু'খানা বিস্তৃত হইয়া অনেক সরু হইয়া গেল।

—"খুলে তুলে রেখেছি।" কিরণের মুখে যুগপৎ এমন একটা হাসি ও ছায়া খেলিয়া গেল যে, স্পষ্ট বুঝা গেল না, সে ভয় পাইয়াছে, কি, সাহসের কথা কহিতেছে।

সেবাদাসী ঠাকৃরুণ বলিল, "যতো সব অনাছিষ্টি কথা। নে আয় কই মাদুলি, পরিয়ে দিয়ে যাই।" তার পর কিরণকে দিয়া পরিত্যক্ত মাদুলিটা আনাইয়া আবার তাহার কোমরে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, "মস্ত অপরাধ ক'রেছিস্ কিন্তু। কি যে সব অনাছিষ্টি কাণ্ড! কি অঘটন-বিঘটন ঘ'ট্‌বে কি জানি বাবা! তারচে' তুই এক কাজ কর্ বোন্, কিছু চিঁড়ে ভোগ আর হরির লুট জরিমানা দিয়ে দে আমি না হয় বৈরাগীকে একবার ইদিকে পাঠিয়ে দিব। তাকে পয়সা কড়ি কিছু দিস্ না দিস্, সে কিছু ব'ল্‌বে না। পরের উপকার ক'র্‌তেই তো তার চিরকালটা গেল।"

কিরণ একটু হাসিয়া সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল এবং অতি সত্বর নিধু বৈরাগীর আখড়ায় একপোয়া চিঁড়ে ভোগ দেওয়া হইয়া গেল।

তিন

জ্যৈষ্ঠ মাস।

সন্ধ্যা হয় হয়।

কিরণ তাহাদের ঘরের কাঁঠাল গাছের তলায় ঝরিয়া-পড়া শুক্‌না পাতাগুলা ঝাঁট দিয়া রাশি করিতেছিল, জ্বালানি হইবে।

বিপিন ও বনবিহারী কেহই ঘরে নাই। তাহারা নদীতে মাছ ধরিতে গিয়াছে।

নদী কিরণদের বাড়ী হইতে বেশী দূর নয়। কিরণদের বাড়ীর সাম্‌নের মাঠের পর যে বাব্‌লা গাছের বনশ্রেণী রহিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া নদীর কালো জলের ধূমায়িত প্রশস্ত বিস্তৃতি দেখা যায়।

কিরণ আজ ঘরে নিতান্ত একা।

পাড়া-পড়শীর মেয়েরা এমনি প্রায় অন্যান্য দিন আসে, কিন্তু আজ কেহ আসে নাই। কেহ স্বামী-পুত্রের সহিত নদীতে মাছ ধরিতে গিয়াছে, কেহ ছেলেমেয়েদের ভাত খাওয়াইতেছে, কেহ বা রাত্রির রান্নার জন্য ভাত চড়াইয়াছে।

কিরণ অনেকক্ষণ হইল একলা কাজ করিতেছিল। কাহারো সহিত কথা কহিবার জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে মাঝে-মাঝে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু কাহারো দেখাসাক্ষাৎ মিলিল না।

কয়েকদিন হইল কিরণের মধ্যে পরিবর্তন আসিয়াছে।

আজ যেন সে বড় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আগেকার মতো অধিকক্ষণ মনযোগ সহকারে কোনো কাজই সে করিতে পারে না। সব সময়ে যেন কি একটা উন্মনা ভাব তাহাকে ছায়িয়া ফেলে।

কিরণ নিজেও তাহার এই চরিত্রবিরুদ্ধ নবাগত ভাবটা তীব্রভাবে অনুভব করিতেছিল। তাহার নিজের মন তাহার নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইহা কিরণ চায় না।

তাই যখনি সে এই উন্মনা ভাবটার আভাস পায়, তখনি জোর করিয়া নিজেকে কাজে লাগাইয়া দেয়, এবং এইরূপে সে তাহার অস্বাভাবিক ও অনভ্যস্ত অলসতার হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করে।

এখনো কিরণ তাহার উন্মনা ভাবটুকু ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল।

তাহার কাঁটাল পাতা ঝাঁটানো শেষ হইয়া গিয়াছিল। এবার সে গেল বছরের পুরানো ভাঙা চিচিঙ্গা ভারাটার বাঁশকঞ্চিগুলোকে কুচাইয়া ছোট ও পরিমিত করিয়া জ্বালানি তৈয়ারী করিতে বসিল।

কিরণ কাজের মেয়ে।

সে এতোটুকু সময়ও বসিয়া থাকিতে পারে না। কোনো-না-কোনো একটা কাজ তাহার চাই-ই। এই অবস্থার পূর্বে সে বিপিন ও বনবিহারীর সহিত নদীতে মাছ ধরিতে যাইত। ছোটবেলা হইতে সে এসব দিকে খুব পটু। বাঁশ মারিয়া ডিঙি চালাইতে, হাল ধরিতে, দাঁড় টানিতে, জাল ফেলিতে, ডুবিতে, সাঁতার কাটিতে সবদিকেই সে ওস্তাদ। সব কাজই সে অনায়াসে পারে।

কিরণের সুগঠিত দেহ, অটুট স্বাস্থ্য, মুখে সাহস ও কুশলতার দীপ্তি! চোখদু'টি স্নেহ, বিশ্বাস ও সততায় ভরা।

বিপিন যে কিরণের জন্য গর্ব অনুভব করে না, তাহা নয়। তবু সে কিরণকে লজ্জা দেওয়ার ইচ্ছায় ঠাট্টা করিয়াই বলে, "আমার বৌটি মেয়ে নয়, মন্দ।"

স্বামীর ঠাট্টায় কিরণ এতোটুকুও লজ্জিত হয় না। শুধু একটু হাসিয়া স্বামীর পরিহাসের প্রতিবাদ ও সমর্থন এক সঙ্গেই করে।

মেয়েদের নিজের সৌন্দর্যের একটা গর্ব থাকে। ইহাই কিরণের সৌন্দর্যের গর্ব।

ধনী মেয়েদের সৌন্দর্য তাহাদের গায়ের রঙে, ভ্রূর বঙ্কিমতায়, চোখের আয়ত দৃষ্টিতে। বসনে ও অলঙ্কারে। মাথার চুলে, চলিবার ভঙ্গিতে। সজ্জায় ও অবয়বে।

গরীবের মেয়েদের সৌন্দর্য স্বাস্থ্যে, সামর্থে, শক্তিতে। পথে-ঘাটে-মাঠে-হাটে,—সংসারে সর্বত্র পুরুষের সংগ্রামের পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের অস্ত্র ও ক্ষমতা যোগাইয়া সহায়তা করিতে পারার মধ্যেই তাহার আসল সৌন্দর্য।

একজন আসে জীবনে বোঝা হইয়া, আর একজন আসে জীবনের বাহক হইয়া।

আজ প্রায় এক মাস হইল বিপিন কিরণকে নদীতে যাইতে দেয় নাই। পাছে কিরণের স্বাস্থ্যের কোনো হানি হয়, পাছে তাহার পেটের ছেলেটার কোনো অমঙ্গল ঘটে।

কিরণকে নদীতে যাইতে না দিলেও তাহার কাজের বিরাম নাই। কাজ তাহার অনবরতই চলিয়াছে। হয় এটা, নয় ওটা।

কিরণ বাহিরের কাজ ছাড়িবার পর সকাল হইতেই ঘরের কাজ করে। সে ঘরের পাশের পোড়ো জায়গাটুকুতে কোদাল দিয়া চটাইয়া পুকুর হইতে জল বহিয়া আনিয়া কাদা করিয়াছে এবং সেই কাদা দিয়া একলা রান্নাঘরের কঞ্চির ছিটাবেড়াটা লেপিয়া মুছিয়া মসৃণ করিয়াছে।

ঘরের পাশের ছোট ঝিঙ্গে গাছটার গোড়ায় কয়েকটি কঞ্চি পুঁতিয়া দিয়া একটা মাচা তৈয়ার করিয়া দিয়াছে।

রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ি তুলিবার জন্য দু'টা বাঁশের তাক করিয়াছে। এমনি ছোট-খাটো আরো কতো কী!

ঘরের সম্মুখে ছোট একটি তুলসী মঞ্চ। ভগ্ন মঞ্চের তুলসী গাছটি কোন্‌কালে মরিয়া গিয়াছিল। ইদানীং কিরণ সেখানে একটি ছোট তুলসী গাছ রোপণ করিয়া মঞ্চটির সংস্কার করিয়াছে।

ঘরের কানাচে ভর্তি করিয়া জড়ো করিয়াছে রাজ্যের যতো জ্বালানি, পাতা, কঞ্চি, ঘুঁটে, কাঠ। কয়েক মাস তাহাকে জ্বালানির ভাবনা করিতে হইবে না। বিশেষত, সামনে বর্ষাকাল। সে কথাটাও কিরণ ভোলে নাই।

গেল বছর বর্ষাকালে কিরণ ঝিলের ধার হইতে একরাশি পাতিঘাস কাটিয়া আনিয়াছিল। এই অন্তরীণের অবকাশে সেই ঘাসগুলি দিয়া সে একটা বড় চাটাই বুনিবার যোগাড় করিয়াছে। চাটাই তৈয়ারী করিতে দড়ির প্রয়োজন, তাই কিরণের রাত জাগিয়া দড়ি কাটিবার বিরাম নাই।

কঞ্চি কুচানো শেষ হইলে কিরণ সেগুলি কাঁখে লইয়া ঘরে ফিরিতেছিল, হঠাৎ ঘরের দিক্ হইতে ডাক আসিল, "বৌ?"

গলা শুনিয়াই কিরণ চিনিয়াছিল। পায়ের গতি একটু বাড়াইয়া সে উত্তর দিল, "যাই।"

বনু তাহার বৌদিদিকে বৌ বলিয়াই ডাকে। কিরণ যখন এ সংসারে আসে, বনুর বয়স তখন নিতান্ত অল্প। কিরণকে তাহার শাশুড়ী ও স্বামী দু'জনেই বৌ বলিয়া ডাকিত। তাহা শুনিয়া শুনিয়া বনুও তাহাকে বৌ বলিয়া ডাকিতে সুরু করিয়াছিল।

সে আজও তাহাকে বৌ বলিয়াই ডাকে। বৌদিদি বলিতে কেমন লজ্জা করে। বৌ ডাকটা তাহার বেশ সহজ হইয়া গিয়াছে। পাড়ায় সকলের কাণে তাহা সহিয়া গিয়াছে এবং তাহার নিজের কাণেও।

কিরণেরও কোনো লজ্জা করে না। সেও সহজ কণ্ঠেই বিনা বাধায় উত্তর দেয়।

কিরণ জ্বালানিগুলা যথাস্থানে রাখিয়া আসিয়া বলিল, "কি, ফিবে এলি যে বন্থ ?"

—"দরকার আছে, ঘরের চাবি কই ?"

—"চাবি আঁচলে। দরকারটা কি শুনি ?"

—"বড় জালটা চাই। ফাঁড়িব মুখ ঘেব্‌তে জাল কম প'ড়ে গেছে। দাও শীগ্‌গির।"

কিরণ ঘবের চাবি খুলিয়া বন্থকে জাল বাহিব করিয়া দিল।

বনবিহাবী কহিল, "আমাব গামছাটায় মুড়ী বেঁধে দাও চারটি, দাদাব ফির্‌তে অনেক রাত হবে।"

—"অনেক রাত হবে কেন ? নদীতে জাল আড়্‌বে কখন ?"

—"সে রাত দু'তিন ঘড়ির আগে নয়।"

আর কিছু না বলিয়া কিরণ ঘরে গিয়া কলসী হইতে মুড়ী বাহিব করিয়া আনিয়া বনবিহারীর গামছায় বাঁধিয়া দিল।

মুড়ীর গামছা গলায় জড়াইয়া এবং জালটাকে কাঁধের উপর ফেলিয়া বন্থ চলিয়া যাইতেছিল, কিরণ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল,"দাঁড়া, দু'টা আম দি।"

দেরী হইয়া যাইতেছিল। বন্থ বিরক্ত হইয়া বলিল, "আম আবার কি হবে ?"

—"খালি মুড়ী খাবে কি ক'রে ? ঘবে একটু গুড় নেই যে দি।"

অগত্যা বন্থকে দাঁড়াইতে হইল।

কিরণ একটা কলসীতে গোটাকয় পাকা সিঁদুরে আম লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা হইতে বাছিয়া-বাছিয়া বড়ো গোটাকয় বাহিব করিয়া আনিল এবং গামছাব অপব খুঁটটায় বাঁধিয়া দিল।

বন্ধু জিজ্ঞাসা কবিল, "এতো বড়ো বড়ো আম কোথা ছিল?"

কিবণ একটু হাসিয়া বলিল, "সেদিন দুপুব বেলা সেকবাদেব বাড়ী থেকে পেড়ে এনেছি।"

—"চুবী ক'বে বুঝি?"

চুবী কবাব কথায কিবণ একটুও লজ্জা পাইল না। স্নিগ্ধ নির্মল হাসিতে তাহাব সমস্ত মুখখানি উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। সেখানে এতোটুকু লজ্জা নাই, এতোটুকু গ্লানি নাই, এতোটুকু অপবাধ নাই,—আছে অগাধ প্রেম, নিবিড় ভালোবাসা।

বনবিহাবী ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

মুখে সেই হাসিটাব জেব টানিযা কিবণ ঘবেব ভিতব গেল।

চার

দিনের আলো নিবাইয়া অন্ধকারের ছায়া ক্রমশ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। এখন আব দুবেব লোক চেনা যায় না। গাছপালাব স্বাতন্ত্র্য মিশাইয়া একটা কালিমার একত্ব আসিয়াছে। মাটিব বুকেব গর্তগুলি অন্ধকারে ভরিয়া সমতল হইয়া গিয়াছে।

পাখীর কলরব থামিয়া আসিয়াছে। সমস্ত আকাশে একটা স্তব্ধতা, ছেদহীন, সংজ্ঞাহীন। সারা পৃথিবী যেন মূর্ছিত, এক নিরবচ্ছিন্ন একতাব স্বপ্নে অবশ।

আকাশের নক্ষত্রগুলি যেন নিতান্ত অপরিচিত, নিতান্ত অবহেলিত। তাহাদের সহিত ধরণীর কোনো বন্ধন নাই। কোনো সহানুভূতি নাই। কোনো সমর্থন নাই।

এই স্তব্ধীভূত সন্ধ্যা-ই প্রলয়ের ইঙ্গিত, সৃষ্টির শেষ আভাস। রূপহীন, ছেদহীন, সংজ্ঞাহীন একত্ব, বিরাট অথচ অচঞ্চল। স্থবির অথচ ভয়ঙ্কর।

বনবিহারী ত্বরিতপদে নদীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

এখানে আশে পাশে ঘব নাই। পশ্চিমে দূরে তিনু বাবিকেব ঘর। পূর্বে পিতাম্বর বারিকের পোড়ো ভিটে। উত্তরে একটা পুকুর, দক্ষিণে রাস্তার গা ঘেঁসিয়া কর্ষিত মাঠ।

আর সবার উপরে সন্ধ্যার অন্ধকার, অস্পষ্ট, মৌন।

বনবিহারী দেখিল, কে যেন তাহার সম্মুখ দিয়া যাইতেছে।

বনবিহারী কৌতূহল সাম্‌লাইতে পারিল না। বলিল, "কে?"

প্রশ্নের কোনো উত্তর আসিল না, বোধ হয় সে শুনিতেই পায় নাই।

সে বনবিহারী অপেক্ষা অনেক দ্রুতপায়ে চলিতেছিল। অচিরেই অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

বনবিহারী সাড়া পাইল না বটে, কিন্তু অন্ধকারে যেন সে চিনিল।

সে আর নিজেও কোনো সাড়া দিল না। গতিটা বাড়াইয়া হাঁটিতে সুরু করিল।

সম্মুখে অদৃশ্য মূর্তিটি পরলোকগত নিধিরাম কৈবর্তের মেয়ে। বয়স বছর চৌদ্দ, চেহারা দেখিয়া আরো কম বলিয়া মনে হয়। নাম লক্ষ্মী।

লক্ষ্মীদের বাড়ীতে সে আর তার মা। তার বাবা মারা যাওয়ার পর তার এক মামা আসিয়া তাহাদের ঘর-সংসার দেখাশুনা করে। মামা মাছ ধরিয়া যাহা পায় তাহাতে কোনো প্রকারে টানিয়া-টুনিয়া কায়ক্লেশে সংসার চলে। লক্ষ্মীও তাহার মামার সহিত মাছ ধরিতে যায়। তাহার মা-ও।

লক্ষ্মী বড় দুর্বল। নৌকার দাঁড় টানা ভিন্ন আর কোনো কাজ সে করিতে পারে না। পাড়ার অন্যান্য সমবয়সী মেয়েরা প্রায় সবাই তাহার অপেক্ষা বেশী কাজ জানে।

তাই তাহার মা কতো সময় তাহাকে গালি দিয়া বলে, "আজো একটা কাজ শিখ্‌লিনি বুড়ো মাগী, কবে আর শিখ্‌বি কে জানে! এই ধিঙ্গি মেয়েটাকে নিয়েই তো আমাব যতো জ্বালাতন।"

লক্ষ্মীর মা একটু থামে এবং গাঢ় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলে, "সে পুণ্যি ক'রে জ'ন্মেছিল গো, তাই সে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল। আর আমি অভাগী প'ড়ে রয়্যু পুড়ে ম'র্‌তে।"

লক্ষীর মার চোখ দু'টি আর্দ্র হইয়া উঠে। একটা উদ্গত কান্নাকে চাপিবার জন্য সে মুখে আঁচল চাপা দেয়। এমনি করিয়া প্রায়ই লক্ষীর মাব রাগটা পর্যবসিত হয় স্বামী-বিধুরার ক্রন্দনে।

হইবারই কথা।

সে একলা মেয়ে-মানুষ কি কবিয়াই বা সংসাবেব এতো ঝামেলা পোহাষ? তাহাব ভাই-এব কথা ছাড়িয়াই দিতে হয়। সে কী আব লক্ষীব বাবার মতো দেখিতে পাবে? তাহাব নিজেব সংসাব আছে, স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে।

যাহাই হউক, লক্ষীব মায়েব সংসাব কোনোবকমে চলিয়া যাইতেছিল এবং ভবিষ্যতেও এদিক্-ওদিক্ কবিয়া কোনোবকমে চলিয়া যাইতে পাবে, এ-ভরসাও তাহাব ছিল। কিন্তু তাহাব যতো ভয়, যতো ভাবনা এই মেয়েটাকে লইয়া। লক্ষীব ভাবনাই একটা দুঃস্বপ্নের মতো তাহাব বুকেব উপর চাপিয়া বসিয়াছিল।

লক্ষীর বাবা যখন মারা যায়, তখন লক্ষী ছিল নিতান্ত ছোট। তখন তাহার মায়ের দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল তাহাব ছোট সংসারটি। আজ আর লক্ষী ততো ছোট নাই। সে মায়েব দুঃখদৈন্যে তাহাব পাশে আসিয়া দাঁড়ায়।

তবু লক্ষীর মার যতো বিপদ লক্ষীকে লইয়া। লক্ষীর দিকে চাহিলেই মেয়েব ধোঁয়াটে ভবিষ্যৎখানা তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

আজ লক্ষীকে মনে হয়, সে যেন তাহাব শত্রু। সে যেন তাহাব মায়েব সহিত শত্রুতা করিয়া দিনের পর দিন বাড়িয়া উঠিতেছে!

মেয়ে বাড়িয়া উঠিতেছে, বিবাহ দিতে হইবে।

কিন্তু বিবাহ করিবে কে?

হঠাৎ একটা বর পাওয়া যে দায়। দু'কাঠা জমি থাকিলে, দু'দশটা টাকা থাকিলে বরের অভাব হইত না। কিন্তু এমন অকেজো মেয়েটিকে বিনা পয়সায়, বিনা লাভে বিবাহ করিবে কে ?

লক্ষ্মীকে তাহার মা দিনের পর দিন যে স্নেহ দিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল, লক্ষ্মীর বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে সে স্নেহটুকু যেন কোথায় উধাও হইয়া যাইতেছে। আজ-কাল তাহার মা তাহার কোনো একটু ত্রুটি পাইলেই তাহাকে মারে, গালি দেয়।

লক্ষ্মীও তাহার মায়ের কাছে স্নেহ-মমতার বদলে রাতদিন ভৎ´সনা ও বিদ্রূপ পাইয়া এই অল্প বয়সেই নিজের উপর বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল। ছোটবেলা তাহার মা, শুধু তাহার মা কেন, পাড়া-পড়শীরাও সবাই তাহাকে আদব করিয়া বলিত, সে সুন্দরী।

তাহার গায়ের বঙ বেশ ফর্সা। এমন রঙ তাহার পাড়াতে কাহারো নাই। এমন কি সারা গাঁয়েও নাই। নাক, মুখ, চোখের গঠনও সুন্দর।

সে সুন্দর বলিয়াই তাহার মা চকোত্তি বাড়ীর লক্ষ্মী-প্রতিমা দেখিযা আসিয়া মেয়ের নাম রাখিয়াছিল, লক্ষ্মী।

এখন লক্ষ্মীর সৌন্দর্য আগের অপেক্ষা বাড়িয়াছে।

তাহাব সারা গায়ে যৌবনেব ঊষার তরুণ স্পর্শ লাগিয়াছে। তাহার মলিন কাপড়ের মধ্যে দিনেব পর দিন ধরিয়া তাহার গায়ের রঙ কশিয়া বাহিব হইতেছে।

লক্ষ্মী যখন ছোট ছিল, তখন সে নিজেকে সুন্দরী ভাবিয়া আনন্দিত হইত। মনে মনে গর্ব অনুভব করিত।

আজ তাহার সে সৌন্দর্যের মূল্য কি ? ··আজ তার নিজের রূপের প্রতি নিজের ঘৃণা হয়।

ভগবান্ যদি তাহাকে তাহার এই অপ্রয়োজনীয় সৌন্দর্যের বিনিময়ে একটু পটুতা, একটু সামর্থ্য, বা পুরুষসুলভ শক্তি দিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় সে সুখী হইত। তাহা হইলে তাহাকে আর এমনি মায়ের ভাবনা ও ভয়ের কারণ হইতে হইত না। কোনো রকমে তাহার বিবাহটা সহজে হইয়া যাইত।

গরীবের এতো সৌন্দর্য কেন ?…

তাই আজ-কাল লক্ষ্মী চায় প্রাণপণে কাজ করিতে। তাহার দুর্বল ক্ষীণ দেহ যতোটুকু সহিতে পারে, সে সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত তাহাকে এতটুকু অবকাশ দেয় না।

কিন্তু তাহার কাজের মধ্যে কোনো-না-কোনো একটা ত্রুটি থাকিবেই। এবং সেই ত্রুটির দায়ে তাহাকে মায়ের কাছে গালি খাইতে হইবেই।

আসলে অবশ্য লক্ষ্মীর কাজের ত্রুটি ইহার কারণ নহে। এ-গুলি অজুহাত, আসল কারণ লক্ষ্মীর বয়স।

লক্ষ্মী লুকাইয়া-লুকাইয়া কাঁদে। সে যেন দিনে দিনে মায়ের কতো পর হইয়া যাইতেছে !

আজ কয়েকদিন লক্ষ্মীর মায়ের জ্বর হইয়াছিল। তাই তাহারা কেহই নদীতে যায় নাই। লক্ষ্মীর মামা হারাণ একলা নদীতে গিয়াছে। লক্ষ্মী মায়ের শুশ্রূষা করিয়া ও গৃহকর্ম সারিয়া পুকুরে জল আনিতে যাইতেছিল।

লক্ষ্মীদের ঘরের পাশে ভালো পুকুর নাই। যে দু'একটা ছোটখাটো পুকুর বা ডোবা আছে, তাহা বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ভরিয়া উঠিতেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের খর রৌদ্রে একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে।

সমস্ত পাড়ায় এই একটি মাত্র পুকুর। এখানে একটু জল পাওয়া যায় জীবন বাঁচাইবার মতো। তাহাও আবার ভরিয়া আসিতেছে। সেদিকে কাহারো লক্ষ্য নাই। নিজেদের অবকাশ ও অর্থের যেমন অভাব, তেমনি ভবিষ্যৎ-জ্ঞানেরও দৈন্য।

ইহাদের কাছে ভবিষ্যৎটা একেবারে অস্তিত্বহীন। তাহা যেন কখনো আসিবে না। বর্তমানটাই যতো ভয়ঙ্কর ও জীবন্ত। বর্তমানের সঙ্গে ইহাদের যতো সংগ্রাম, বর্তমানের জন্য ইহাদের যা কিছু প্রচেষ্টা।

তাই পাড়ার সকলেই এই পুকুরে জল লইতে আসে।

লক্ষ্মীর এই অল্প বয়সেই চতুর্দিকে যাইয়া-আসিয়া বেশ সাহস হইয়া গিয়াছিল। সে কতোবার একলা নদীর ধার হইতে ঘরে আসিয়াছে, কতোবার ঘর হইতে নদীতীরে গিয়াছে। কিন্তু তবু এই পুকুরটার কাছে তাহার যেন কেমন ভয় ভয় করে।

পুকুরটার চতুর্দিকে বন।

অশ্বত্থ ও খেজুর গাছের সমুন্নত দেহগুলি ভীড় করিয়া আছে এবং তাহাদের চতুর্দিকে তাহাদের রাজাসন রচনা করিয়া বঁইচি গাছের ঝোপ, শিয়াকুলের ঝাড়, আকন্দ গাছের সারি, থল্‌কম্‌লীর লতাবল্লী।

এই ঝোপঝাড় ও গাছপালাগুলির সহিত মিশিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘন হইয়া উঠিয়াছে।...

উপরন্তু, এই পুরাণো অশ্বত্থগাছগুলি সম্বন্ধে অনেক অস্বস্তিকর কিম্বদন্তী লক্ষ্মীর ছোটবেলা হইতে শোনা আছে।

লক্ষ্মী যতোই পুকুরটার কাছে আসিতেছিল, ততোই তাহার গা ছম্‌ছম্ করিতেছিল।

চতুর্দিক নিস্তব্ধ, অন্ধকার।

চতুর্দিক মৃত, প্রেত।

পুকুরের দিকে আর লক্ষ্মীর পা উঠে না। তবু উপায় নাই, জল লইতেই হইবে।

ঘর হইতে বাহির হইবার সময় লক্ষ্মীর এই ভয়টাই করিতেছিল। কিন্তু লক্ষ্মীর পারিবে না বলিবার উপায় ছিল না। বলিলেই মা এক্ষুণি অগ্নিমুখী হইয়া মারিতে ছুটিয়া আসিবে।

অন্য দিন কেহ-না-কেহ এই সময় ঘাটে জল লইতে আসে। লক্ষ্মী সেই সাহসেই ঘাটে আসিয়াছিল। আজ কিন্তু আর কেহই ঘাটে নাই। তাহারা জল লইয়া চলিয়া গিয়াছে, কি এখনো আসে নাই।

লক্ষ্মী সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে ভীরু পায়ে পুকুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তার বুক ভয়ে দুরু দুরু করিতেছিল।

চতুর্দিক অন্ধকার, আর অন্ধকার।

লক্ষ্মী অনেক সাহসে ভর করিয়া ঘাটের কাছে আসিয়া পৌছিল।

পুকুরে মান্ধাতার আমলের একটা পাকা ঘাট ছিল। আজ তাহা নিশ্চিহ্ন হইতে বসিয়াছে। পাড়ার লোক ঘাটের ভাঙা, খসা ইটগুলাকে সরাইয়া বাড়ী লইয়া গিয়াছে। এখনো যে কয়েকখানি আছে, তাহা শেওলা পড়িয়া পিছল হইয়াছে, ফাটলে সাপ আশ্রয় লইয়াছে। ভয়ে ওদিকে এখন আর কেহ পা মাড়ায় না।

অনেকদিনের আনাগোনার অভাবে সেখানে ঘাস ও ঝোপঝাপ জন্মিয়া একেবারে অগম্য হইয়া উঠিয়াছে।

আগে ঘাটের অভাবে পাড়ার লোক পুকুরের একধারে কাদায় নামিয়া স্নান করিত। এখন সে জায়গাটুকুতে অনেকের উঠানামার ফলে মাটি ক্ষয়িয়া বেশ সমতল হইয়া গিয়াছে।···

লক্ষ্মী অতি সাবধানে পা টিপিয়া-টিপিয়া ঘাটে নামিতেছিল। হঠাৎ পাড়ের অশ্বত্থগাছে কী একটা শব্দ হইল। লক্ষ্মী ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

ব্যথিত অন্তরকে ব্যথিত করা যেমন সহজ, ভীরু মনকে ভীতু করাও তেমনি সহজ। সামান্য পাতার মর্মরেও সে মন শিহরিয়া উঠে।

তবু লক্ষ্মী আপনাকে সাহস দেওয়ার জন্য অবাধ্য গলাটাকে কোনো রকমে ফুটাইয়া বলিল, "আ মরণ, বাদুড়গুলার জ্বালায় আর পারা যায় না।"

লক্ষ্মী জলের মধ্যে পা দিয়া ঠিক করিয়া একটা ইঁট খুঁজিয়া বাহির করিল। তাহার উপর পা দিয়া আপনাকে শক্ত করিয়া দাঁড়াইল এবং জল ভরিবার জন্য কলসী ডুবাইল।

কলসীটা অব্যক্ত শব্দ করিয়া চতুর্দিকের অন্ধকার অবয়বে আঘাত করিল। লক্ষ্মী ভরা কলসী কাঁখে লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

হঠাৎ তাহার সম্মুখে জলের উপর একটা ঢিল পড়িবার মতো শব্দ হইল এবং জল ছিটিয়া পড়িয়া লক্ষ্মীর চোখমুখ সমস্ত ভিজাইয়া দিল। লক্ষ্মী চমকিয়া থামিল। তাহার মনে হইল, কে যেন তাহাকে ওই বনের মধ্য হইতে ঢিল ছুঁড়িয়া মারিতেছে। আতঙ্কে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল।

তাহার ইচ্ছা করিল, সে একবার চীৎকাব করিয়া কাহাকেও ডাকে। কিন্তু নিজেকে সংযত করিয়া ভীতু মনকে সাহস দেওয়ার জন্য লক্ষ্মী বলিল, "লাজ নেই মাছের—মানুষের গায়ের উপর লাফিয়ে উঠ্‌ছে।"

বলিয়াই সে সামনের বাব্‌লা-কাঠটার উপর পা দিয়া উঠিতে গেল।

লক্ষ্মী মুখে যাহাই বলুক, তাহাব দেহের সমস্ত রক্তবিন্দুগুলি ভয়ে অসাড় হইয়া গিয়াছিল।

এমন সময় আবার একটা ঢিল একেবারে তাহার পায়ের পাশে পড়িয়া জলে ও কাদায় তাহার কাপড় ও চোখমুখ ভিজাইয়া দিল।

লক্ষ্মী সভয়ে আঁ আঁ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। যে পাটা সে সামনের বাব্‌লা-কাঠের উপর টিপ দিয়া উঠিতে যাইতেছিল, তাহা ফসকাইয়া পিছলাইয়া গেল।

লক্ষ্মী গড়াইয়া সেই কাঠের উপর পড়িল।

তাহাব কোমরের কলসীটা সাম্‌নের ইঁটের উপর পড়িয়া ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল।

লক্ষ্মীর খুব লাগিয়াছিল। সে একটা আর্তনাদ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ পারিল না। তাহার হাত পা ছড়িয়া গেল।

পাশের অন্ধকার আকন্দ-ঝোপ হইতে একটা কালো মূর্তি জমাট অন্ধ-কাবের মতো বাহির হইয়া আসিল এবং লক্ষ্মীকে টানিয়া কোলে করিয়া তুলিয়া ঘাটের উপর দাঁড় করাইয়া দিল।

কালো মূর্তিটার সাম্‌নে লক্ষ্মী বাঁশেব পাতার মতো কাঁপিতে লাগিল। তাহাব গলা দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

সে আরো কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া পাষাণের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। সাম্‌নের কালো মূর্তিটাও লক্ষ্মীর মতো নীরব।

লক্ষ্মী নিজেকে নিজের মধ্যে ফিবিয়া পাইয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল এবং আর্ত ও ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "কে ?"

মূর্তি উত্তর দিল, "আমি। বাজেনি তো ?" তাহার কণ্ঠস্বরে ভীরু উদবেগ ফুটিয়া বাহির হইল।

লক্ষ্মী কণ্ঠস্বর শুনিয়াই লোকটিকে চিনিতে পারিল। ভূত নয়, দানা নয়, চোর নয়, দস্যু নয়। লক্ষ্মীর সে ভয়টা সম্যক দূরীভূত হইল।

কিন্তু তথাপি কান্না থামিল না। একটা ভয় গেলে আর একটা ভয় আসিয়া জুটিল।

লক্ষ্মী কাঁদিতে-কাঁদিতে আর্তকণ্ঠে বলিল, "তুমি ? বনুদা ? কেন আমার কলসীটা এমন ক'রে ভেঙে দিলে।"

তাহার কথাগুলিতে যে ভীতি ফুটিয়া উঠিল, তাহা চোর-ডাকাত ও ভূত-প্রেতের ভয় হইতে কোনো অংশে কম নয়।

বনবিহারী কোনো কথা কহিল না। সে লক্ষ্মীকে চিনিতে পারিয়া তাহার পিছনে-পিছনে আসিয়া পুকুর-পাড়েব আকন্দ গাছগুলার ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

ইচ্ছা, সন্ধ্যাবেলা সাহস করিয়া একলা ঘাটে আসিয়াছে, তাহাকে একটু ভয় দেখাইয়া তাহার সাহস পরীক্ষা করিবে। কিন্তু এক কবিতে গিয়া আর হইয়া গেল।

বনবিহারী দেখিয়াছিল, লক্ষ্মীর কলসীটা ভাঙিয়া গিয়াছে। সে লক্ষ্মীর কথায় কি কহিবে না কহিবে খুঁজিয়া পাইল না। শুধু বোকার মতো সেই ভাঙা কলসীর কুচিগুলা দুই হাতে কুড়াইতে লাগিল।

লক্ষ্মীর ক্রন্দন তখনো থামে নাই।

সে হাতের মুঠা দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে করুণ স্বরে বলিল, "মা কতো মার্‌বে।"

মা যে লক্ষ্মীকে মারিবে, সে কথা বনবিহারী জানিত। সে কি বলিয়া লক্ষ্মীকে সান্ত্বনা দিবে স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। ভাঙা কলসীর কুচিগুলা হাতে লইয়া হাঁদার মতো দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার না ছিল কোনো বিবেচনা-শক্তি, না ছিল কিছু বলিবার সাহস।

লক্ষ্মী চোখ দলিতে দলিতে বলিল, "মামা এই কলসীটা কাল ছ'পয়সা দিয়ে কিনে এনে দিয়েছে। মা মেরে কিচ্ছু রাখ্‌বে না।"

বনবিহারী তবু কোনো উত্তর দিল না। বন্দী অপরাধীব মতো ভীরু দুর্বলতায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বনবিহারী অনেক কষ্টে কহিল, "কাঁদিস্‌নে লক্ষ্মী, আমি তোকে কালই একটা কলসী কিনে দেব, একথা মাকে বলিস্‌।"

লক্ষ্মী ভাবিতেছিল মাকে সে কি বলিবে। বনবিহারীর দেখানো পথটা তাহার মনঃপূত হইল না। সে কোনো উত্তর দিল না। দু'এক পায় ঘরের দিকে চলিতে লাগিল।

বনবিহারীও মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাহার পিছনে-পিছনে চলিল।

অনেক অনুশোচনা, অনেক দুঃখ, অনেক সান্ত্বনা, অনেক ভরসা, অনেক সাহস তাহার বুকের মধ্যে ভিড় করিয়া একসঙ্গে কথা কহিতে সুরু করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের কোনো কথাটি তাহার মুখ দিয়া বাহিরে আসিল না। কথাটা ভাব ও ভাষার অভাবে কুঁড়ির বুকে গন্ধের মতো গুমরিয়া মরিতে লাগিল।

লক্ষ্মীর পিছনে বনবিহারী আরো অনেকটা পথ আসিল।

লক্ষ্মী হঠাৎ থামিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে ঘুরিতে দেখিয়া বনবিহারীও থামিল। শুধাইল, "আমি তোর সাথে যাবো লক্ষ্মী?"

—"কোথা?"

—"তোদের বাড়ী। আমি ভেঙে ফেলেছি, একথা ব'লে আস্‌ব তোর মাকে?"

—"না।"

লক্ষ্মী নিতান্ত অবহেলার সহিত উত্তব দিয়া পুকুরের দিকে আবাব চলিতে সুরু করিল।

বনবিহারী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওদিকে কোথা যাচ্ছিস্ আবার?"

—"ঘাটে।"

লক্ষ্মী হাঁটিয়া চলিল।

—"কেন?" বনবিহারীও পিছু লইল।

—"কাপড় ধুতে।"

—"ভয় ক'র্‌বে, দাঁড়াব ?"

—"না। তুমি তোমার কাজে যাও।"

লক্ষ্মী তাহার গতিটা আরো একটু বর্ধিত করিয়া হাঁটিয়া চলিল।

লক্ষ্মীর কথার গাম্ভীর্যে বনবিহারী আর তাহার সহিত একটি পা-ও যাইতে সাহস করিল না। সে সেখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

লক্ষ্মী অন্ধকারে কোথায় মিশিয়া গেল। বনবিহারী সেখানে আরো অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, নিশ্চয় দাদা তাহার উপর চটিয়া গিয়াছে।

সে অবশ ও অনিচ্ছুক পদে নদীর দিকে রওনা হইল।

তখন রাত্রির অন্ধকার পশ্চিমের একটা মেঘের সহিত মিশিয়া বেশ জমাট হইয়া উঠিয়াছে।

পাঁচ

রাত্রি—আল্‌কাৎরার মতো কালো, কুৎসিত।

পৃথিবী ও আকাশ গাঢ় অন্ধকার—কৃষ্ণবর্ণ মেঘের আবর্তে মগ্ন, দিশেহারা।

মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ—উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ, যেন দেবতার কশার আঘাত।

বিশ্বের যতো সৌন্দর্য আত্মগোপন করিয়াছে, ভয়ে।

মেঘের গুরু গর্জন। তাহারি প্রতিধ্বনিব আলোড়ন আকাশে, বাতাসে, ধরিত্রী-বক্ষে।

বাতাসে একটা গুমট ভাব, আসন্ন ঝড়ের লক্ষণ।

কিরণ ঘরে একলা কেরোসিনের ডিবে জ্বালাইয়া পাটের দড়ি কাটিতেছিল। সে আগেই বাহিরের ভয়ঙ্কর অবস্থাটা দেখিয়া আসিয়াছে। কিরণের বুকের ভিতরটা মেঘের গর্জনে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। এক্ষুণি নিশ্চয় ঝড়-বৃষ্টি আসিবে। কিন্তু তাহার স্বামী হয়তো এতোক্ষণে মাঝ-নদীতে চলিয়া গিয়াছে। এই জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড়, তাহার উপর বৃষ্টি, তাহারা নৌকা সাম্‌লাইবে কী করিয়া ?…

কিরণ আর দড়ি কাটিতে পারিল না। ভয়ে-ভাবনায় ঘর ও বাহির করিতে লাগিল।

হঠাৎ আশেপাশের গাছগুলায় একটা উন্মত্ততা দেখা গেল। —ঝড় উঠিয়াছে।…

চতুর্দিকে গাছপালার কড়কড় মড়মড় শব্দ। সমস্ত পৃথিবীখানা যেন সভয়ে আর্তনাদ করিতেছে।

কিবণের বুকের ভিতরটাও সভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার চোখের সুমুখ দিয়া নদীর একটা বীভৎস চিত্র ভাসিয়া গেল।

অট্টহাস্যে তরঙ্গমালা উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। তাহাবা যেন লক্ষ লক্ষ সংহারের সৈন্য!

সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেব ক্ষুধিত গর্জন আকাশের শব্দকে হার মানাইয়াছে। আর সেই তরঙ্গগুলির উপরে ছোট ছোট জেলেডিঙ্গিগুলি শুষ্ক ঝরা পাতার মতো ভাসিতেছে।

তাহারা যে এখনি তলাইয়া যাইবে! ·

বাতাসেব ঝল্‌কায় কেরোসিনেব ডিবেটা অনেকক্ষণ নিবিয়া গিবাছিল।

কিরণ ঘরের বাহিরের চৌকাঠের উপব ভর দিয়া শূন্য দৃষ্টিতে সুদূর নদীর দিকে চাহিয়া রহিল।

সম্মুখের অন্ধকারে নদীব কোনো আভাস মিলিল না।

শুধু অন্ধকার, আর অন্ধকার।

কিরণ কাণ পাতিয়া শুনিতে চাহিল, দূব নদীর উপরে দাঁড়েব শব্দ। কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইল না। শুধু সে ঝড়েব হিল্লোলে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

একটা ঝড়েব ঝট্‌কা ধূলা-মাটি আনিয়া কিরণেব চোখে-মুখে ঝাঁটাইয়া দিল। কিরণ মুখে-চোখে হাত চাপা দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সেখান হইতে নড়িল না। তাহার গায়েব কাপড় উড়িয়া যাইতেছে।

হঠাৎ কিরণের সম্মুখে ঢুপ্‌ করিয়া একটা শব্দ হইল।

কিরণ চোখের উপর হইতে হাত সরাইয়া সাম্‌নের অন্ধকারে চাহিয়া দেখিল, কে যেন তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

এই অন্ধকারে কে এখানে উঠিয়া দাঁড়াইল? কিরণ ভয় পাইল। কিরণ দেখিল, সাম্‌নের লোকটা গামছা দিয়া তাহার গায়ের ধূলামাটি মুছিতেছে।

কিরণ সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন আসিল, "কে, বৌ? অন্ধকারে এমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছ যে?"

কিরণ চিনিতে পারিয়া বলিল, "কে, বনু? তোর দাদা কই রে?"

—"দাদা ডিঙ্গিতে।"

এবং একটু থামিয়া কিরণের আর কিছু বলিবার আগেই বলিল, "চল, চল ঘরের ভেতরে যাই। এই ঝড়ে এমন ক'রে ধূলা খেতে দাঁড়িযে আছ কেন?"

কিরণ এখানে দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া কেন ধূলা খাইতেছে, ধূলা তাহার মিষ্টি লাগিতেছে কি তিত লাগিতেছে, এ ধরণের কোনো উত্তরই দিল না।

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুই চ'লে এলি যে?"

—"আস্‌তে চেয়েছিলুম নাকি? দাদা গাল দিয়ে ডিঙি থেকে নামিয়ে দিলে। ব'ল্‌লে, এই ঝড়-বিষ্টিতে মিছামিছি তোকে আর গাঙে যেতে হবে না।"

'মিছামিছি' কথাটা কিরণকে ভাবাইয়া তুলিল।

কিরণ বলিল, "মিছামিছি? তাব মানে? সে একলা ডিঙি চালাবে কি ক'রে?"

—"দাদা আজ ঘরের ডিঙিতে যায়নি।"

—"তবে?" কিরণের বিস্ময় আরো বাড়িয়া গেল।

—"পানুদের ডিঙি নিয়ে গেছে। পানু আর সে।"

—"কেন,—পানুর বাবা কোথা?"

—"পানুর বাবা পানুর মাকে নিয়ে পানুর মামাবাড়ী গেছে।"

কিরণ স্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতে লাগিল।

বনবিহারী বলিল, "সত্যি বৌ, দাদা'র যে কি বুদ্ধি! আমাকে কিছুতেই সঙ্গে ক'র্‌বে না। আমি যেন আরো সেই ছোটটি আছি!"

কিরণ বনবিহারীর কথায় যোগ দিল না।

সে তাহার নিজের ভাবনাটাকে আঁকড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কে কে গেছে সঙ্গে?"

বনবিহারী উত্তর দিল, "আরো দশবারো জন। বঙ্কুদা, হারাণকাকা জগা, হারু, তিনুখুড়ো, কৈলাসী-ঝি, রাধীখুড়ী···হ্যাঁ, পানু।"

আর কে কে গিয়াছে, বনু তাহাদেরি নাম স্মরণ করিবার জন্য ভাবিতে লাগিল।

কিরণ তখন অন্য কি ভাবিতেছিল, কোনো কথা কহিল না।

বনবিহারী আর ভাবিয়া চিন্তিয়া যখন কাহারো নাম মনে করিতে পারিল না বা মনে করা প্রয়োজন ভাবিল না, তখন বলিল, "এই ঝড়ে ডিঙ্গিতে চ'ড়্‌তে যা আরাম!"

কিরণ বোধ হয় ভাবিতেছিল, বিপিন এমনি ঝড়ে নদী না গেলেও পারিত। এমন দুঃসাহসের কাজ করাটা তাহার পক্ষে মোটেই উচিত হয় নাই।

বনবিহারীর কথাগুলা যেন কিরণের চিন্তার প্রতিবাদ করিতেছে। কিরণ চটিয়া গিয়া বলিল, "আরামের তো সীমা নেই! এক দিন মাছ না ধ'র্‌লে না চ'ল্‌ত এক সন্ধ্যা! একবেলা না খেলে মানুষ ম'রে যায় নাকি? এমন প্রাণ হাতে ক'রে গাঙে যাওয়ার মানে?"

—"তুমি তো ব'ল্‌লে!" বনবিহারী তাহার বৌদির মূঢ়তার প্রতিবাদ করিল, "এই আমস্যা কোটাল ছাড়া যায় কখনো? যতো মাছ তো আজ।"

—"মাছ না ছাই।" কিরণ চুপ্ চুপ্ করিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

বনবিহারী হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "বৌ-এর যত ভয়।"

ঘরের মধ্য হইতে কোনো সাড়া আসিল না।

ঝড়ের প্রথম অবস্থায় যে রকম ধূলা উড়িতেছিল, এখন তাহা কমিয়া গিয়াছে। বনবিহারী ঘরের মধ্যে গেল না। বাইরেই একটা বাঁশের চৌকিতে বসিয়া ঝোড়ো হাওয়ার পরিমাণ করিতে লাগিল।

অন্ধকার, চতুর্দিক অন্ধকার। আর মাঝে মাঝে চোখ-ঝল্সানো বিদ্যুৎ। বৃষ্টি আসিল। ঝড়ের শব্দ ও বৃষ্টির শব্দ একসঙ্গে মিলিয়া একটা অব্যক্ত সুরের সৃষ্টি করিল।

বনবিহারী সেই অন্ধকারে বসিয়া থাকিয়া ডাকিল, "বৌ?"

বনবিহারী নিজের ডাক যেন নিজেই শুনিতে পাইল না। সে বাহিব হইতে ঘরের মধ্যে পলাইয়া আসিল।

ঘরের ভিতরটাও বাহিরের মতো অন্ধকার। না, বাহিবের অপেক্ষাও বেশী।

বনবিহারী ডাকিল, "বৌ?"

—"কি?" অন্ধকার হইতে উত্তব আসিল।

—"আলো কই?"

—"নিবে গেছে।"

বনবিহারী হাত্ড়াইয়া একটা পিঁড়ি খুঁজিয়া বাহির করিল এবং সেটাকে ঘরের দেওয়ালের পাশে পাতিয়া দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া তাহারি উপবে বসিল।

অনেকক্ষণ চুপচাপে কাটিল।

কিরণ যে পাশে কোথায় আছে বনবিহারী তাহা আন্দাজ করিতে পারিল না। চতুর্দিকে অন্ধকার ভিন্ন আর কোনো বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না।

হঠাৎ বনবিহারীর গায়ের একদম পাশ হইতেই কিরণের গলার ভয়াতুর স্বর ভাসিয়া আসিল, "কি হবে বন্ধু ?"

বনবিহারী কিরণের আর্তভাবটা অনুভব করিল। সে বলিল, "কিসের গো ?"

—"এই ঝড়ে ডিঙ্গি যদি না টিকে ? যে ঢেউ, এতে কি ওরা সাঁতার দিতে পার্‌বে ?"

বনবিহারী রাগিয়া গিয়া বলিল, "ওসব অলুক্ষণে কথা মুখে আনো কেন বল তো ? গাঙের কথা, ওসব ব'ল্‌তে আছে ?"

বনবিহারী চুপ করিল।

কিরণ নিজেই অমঙ্গল সূচনা করিতেছে, এই কথাটা তাহাকে একেবারে ভাঙিয়া দিল। সে ভয়ে মুহ্যমান্ হইয়া পড়িল।

বনবিহারী আরো খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। পরে বৌদিদিকে ও নিজেকে ভবসা দেওয়ার জন্য নিতান্ত অবজ্ঞার স্বরে বলিল, "হ্যাঃ, এই ঝড়ে নাকি আবার ডিঙ্গি ডুবে যায় ! এর চাইতে কত বড় বড় ঝড়ে দাদারা ডিঙ্গিতে ক'রে মাছ ধ'রে, আর ইকি আজ নূতন ?"

কিরণ তাহাব ভীতির তন্দ্রা হইতে ঈষৎ জাগিয়া উঠিয়া বলিল, "নূতন তো নয়, কিন্তু আজকে এতো ভয় ক'র্‌ছে কেন ?"

—"হাঁ, আজকাল তুমি ভারী ভীতু হ'য়েছ। দেখো, তোমার ছেলেটা ভারী ভীতু হবে কিন্তু।"

বনবিহারীর প্রদর্শিত কারণটা কিরণের মোটেই মনঃপূত হইল না। অন্য সময় হইলে সে একটু হাসিত। কিন্তু এখন তাহার মনের অবস্থাটা হাসিবার মতো নয়।

সে নীরবে বসিয়া রহিল।

কিরণ নিজেও বুঝিতে পারিয়াছে, এই কয়েক মাসে তাহার মধ্যে পরিবর্তন আসিয়াছে।

আজিকার ঝড়ের মতো কতো ঝড়ে তাহারা বছর বছর ডিঙি বাহিয়া মাছ ধরিয়াছে। ঢেউ-এর তালে নৌকা নাচিয়াছে, দুলিয়াছে। সেই তালে তালে ডিঙির সকলে গান ধরিয়াছে। সে যেন নদীর বুকে তাহাদের জয়যাত্রা!

সেদিন তো তাহার এতোটুকুও ভয় করে নাই? তবে আজই বা এতো ভয় করে কেন?—কেন?—

আজকাল সে এতটুকু ভয়েই শিহরিয়া উঠিয়া হাজার অমঙ্গলের দুঃস্বপ্ন দেখে। একটু আঘাত পাইলেই কাঁদিয়া ফেলে।

শুধু কী তাই? আজকাল তাহার কাজ করিবার সময় বেড়াইতে ভালো-লাগে। আগে সে কতো গম্ভীর ছিল। পাড়া-পড়শীরা সবাই তাহাকে 'দিদি' 'মা' ভিন্ন কোনো কথা কহিতে সাহস কবিত না। কতো সমীহ করিত। আজকাল সে তাহাদের সহিত ঠাট্টা তামাসা করিয়া হাসিয়া লুটাপুটি করিয়া আনন্দ পায়।

এই পরিবর্তনগুলার কারণ কিরণ অনেক বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

এ তাহার বিরাট একটা পবিবর্তন। দুর্বোধ্য অথচ স্বভাব-প্রসূত। অজ্ঞাত অথচ অবান্তর নয়। ··

অনেকক্ষণ বসিয়া-বসিয়া কাটিয়া গেল। বাহিরে ঝড়ের বেগ তেমনি চলিতেছিল। বৃষ্টির বেগ যেন একটু বাড়িয়াছে।

বনবিহারী বলিল, "ভাত রাঁধ্‌বে তো?"

কিরণ যেন অনেক দূর হইতে কথা কহিতেছে, এমনিভাবে উত্তর দিল, "হুঁ।"

কিরণের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বনবিহারী বুঝিল, কিরণ এখনো কি ভাবিতেছে বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাব্ছ তুমি?"

কিরণ যেন স্বপ্নে কথা কহিল, "কিছু না।"

আবার অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল।

সেই অন্ধকার ঘরে ঝড়ের শব্দ দু'টি প্রাণীব নিঃশ্বাসকে কোথায় ডুবাইয়া দিল।

দুই জনেই ভাবিতেছিল। এই অন্ধকাবে এমনি নির্জনে কর্মহীন মন না ভাবিয়া পারে না। ভাবিতে বেশ লাগে।

কিরণ ভাবিতেছিল, নদীর কথা, ডিঙ্গির কথা, সংসাবের কথা। কখনো একটি চিন্তা অন্যান্য চিন্তাগুলি হইতে বিচ্ছিন্নভাবে, কখনো বা সমস্ত চিন্তাগুলি একসঙ্গে এক নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে, হাজার-রঙ্গা ফুলের মতো।

বনবিহারী ভাবিতেছিল, ভাঙা-কলসীব কথা, লক্ষ্মীর কথা, তাহার মাব কথা, মামার কথা, মার খাইবার কথা, কান্নাব কথা।

হঠাৎ বনবিহারী কথা কহিল, "ছ'টা পযসা দেবে বৌ?"

কিরণ ঠিক এই সময় তাহাদের সংসাবের কথা ভাবিতেছিল। গ্রামের কতো লোক এই সময় গদী-আঁটা খাটে শুইযা আরাম করিযা ঘুমাইতেছে। স্বপ্ন দেখিতেছে, সুখেব—আনন্দের—অতীতেব—ভবিষ্যতের···

আর তাহারা?

তাহাদের নিদ্রা নাই, স্বপ্ন নাই, সুখ নাই, আনন্দ নাই, অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই।

আছে শুধু সংগ্রাম, দুঃখ ও ভয়ঙ্কর বর্তমান্।

প্রাণ হাতে করিয়া নদীর সহিত যুদ্ধ না করিলে চলে না।

বনু আবার বলিল, "ছ'টা পয়সা দেবে বৌ?"

কিরণ এবার শুনিতে পাইল। বলিল, "কি?"

—"ছ'টা পয়সা দেবে ?"

—"কি হবে পয়সা ?"

—"ধার কচ্ছিলাম। শুধ্‌ব।"

কিরণ চটিয়া উঠিল, "যতো সব লক্ষ্মীছাড়া কথা! কেন, ধারটা আবার হ'লো কিসে? দাদা ম'রে-পুড়ে যা দরকার সব এনে দিচ্ছে, তাতেও চলেনি বুঝি ?"

কিরণ কথাগুলা একটু কঠিন সুরেই বলিল।

কিন্তু বনবিহারী সে কঠিনতাটুকু অনুভব করিল না। বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি বৌ, ছ'টা পয়সা যদি ধার দাও, তাহ'লে ভারি উব্‌গার হয়। আমি পয়সা পেলেই শুধ্‌ব।"

অন্য সময় হইলে কিরণ হাসিয়া বলিত, "তুই আবার পয়সা পাবি কোথা? দাদাব থলি থেকে চুরি ক'রবি তো ?"

কিন্তু হাসিয়া কথা কহিবার অবস্থা তখন ছিল না কিরণের।

যে দারিদ্র্যের কথাগুলি কিরণ আপন-মনে ভাবিতেছিল, বনবিহারী পয়সার কথা তুলিয়া তাহারি একটি তারে রূঢ় আঘাত কবিয়াছে।

এই ছ'টা পয়সার দাম কতো কিরণ তাহা অন্তরে তীব্রভাবে অনুভব করে।... এই ছ'টা পয়সা থাকিলে বিপিনকে একসন্ধ্যা এমনি মৃত্যুর মুখে নদীতে না-ও যাইতে হইতে পারে।

কিরণ গম্ভীর সুরে উত্তর দিল, "কোথা পাবো পয়সা ?"

এবারও বনবিহারী কিরণের গাম্ভীর্যকে অতি হাল্‌কাভাবেই গ্রহণ করিল। "কোথা পাব মানে? দাদার সব পয়সা তো তোমার কাছে। আজ না থাকে, কাল মাছ বিক্রি ক'রে বাজার থেকে আন্‌লে দিয়ো।"

কিরণ বিরক্ত হইয়া বলিল, "যার পয়সা, তাকে চেয়ে নিস্‌। আমি দিতে পারব না।"

কিরণের বিরক্তিটা এতোক্ষণে বনবিহারীর কাণে ধরা পড়িল।

ছোট বেলা হইতে বনবিহারী দাদা ও বৌদিদির কাছে আদর পাইয়া বড়ো অভিমানী হইয়া উঠিয়াছিল। সে রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "দেবে না— এই আসল কথাটা ব'ল্‌লেই তো ফুরিয়ে যায়। তার আবার অতো মারপ্যাঁচ কেন? ভারী তো ছ'টা পয়সা, তার জন্ম আবার অত।"

— "তাতো তুই ব'ল্‌বি বনু।" বনবিহারীর অভিমানপূর্ণ কঠিন কথাগুলি কিরণকে রাগাইয়া দিল, "নিজের ঘাড়ে তো সংসার পড়েনি, প'ড়্‌লে বুঝতিস—সংসারে একদিন তেল না থাক্‌লে, একদিন চাল বাড়ন্ত হ'লে কি দশাটা হয়। সে-সব ভাব্‌তে হ'লে বুঝতিস্। যাকে ভাব্‌তে হয় সেই বুঝে! এই এতোবেলা হ'ল, তাই প্রাণ হাতে ক'রে গাঙে প'ড়ে আছে। তোর কি ভাবনা বল্?"

কিরণের নিজের কঠিন কথাগুলি কিরণকে ফিরাইয়া আঘাত দিয়া গেল। কিরণ বনবিহারীকে এতো সব কঠিন কথা বলিতে চায় না। কিন্তু কখন দুর্বল মুহূর্তে অতর্কিতে বলিয়া ফেলিয়াছে

বনবিহারী কিন্তু বৌদির এমনি সব গালিতে অভ্যস্ত।

বিপিনের বাজার হইতে ফিরিতে দেরী হইলে, নদী হইতে আসিতে রাত হইলে কিরণের যতোটা রাগ না হইত সংসারের উপর, দারিদ্র্যের উপর, ততোটা রাগ হইত বনবিহারীর উপর।

বনবিহারী যে বিপিনের বাজার হইতে দেরী করিয়া ও নদী হইতে রাত্রি করিয়া ফিরিবার কারণ, তা নয়। নদীতে গেলে বিপিন বনবিহারীকে অনেক সময় সঙ্গে লইয়া যায় না, নয়, তাহাকে তাড়াতাড়ি ঘর পাঠাইয়া দিয়া নিজে দুপুর পর্যন্ত মাছ বিক্রি করে।

সে রাগটা গিয়া পড়ে বনবিহারীর উপর। বনু অনর্থক গালি খায়।

তবে কিরণ যতো গালি দেয়, তাহার অপেক্ষা স্নেহ করে অনেক বেশী।

এবার কিরণ তাহার কঠিন কথাগুলিকে স্নেহমাখা স্নিগ্ধ হাসি দিয়া লুকাইয়া ফেলিতে চাহিয়া বলিল, "কি হবে তোর পয়সা? তা সকাল বেলা নিস্।"

এ বয়স পর্যন্ত বনবিহারী নিঃসহায় ও রিক্ত। কিন্তু সে বৌদিদি বা দাদার কাছে আবদার ও অভিমান করিত অজস্র। এইবার সে তাহার অভিমান-টুকু গাম্ভীর্যের সুরে লুকাইয়া ফেলিয়া বলিল, "চাই না।"

কিরণ তাহার আদুরে ঠাকুরপোটির রাগ ভাঙাইবার জন্য আবার একটু মৃদু হাসিয়া বলিল "ইস্, রাগ হ'য়ে গেল যে!"

বনবিহারীর গাম্ভীর্য তথনো কমিল না। বরং বাড়িল। "রাগ ক'রেছি ব'লে ব'লছি নাকি?"

—"না, বলিসনি। তবে পয়সা নিবি না ব'লছিস্ কেন?"

—"আমার ইচ্ছে।"

মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহারো কিছু বলিবার আইন-কানুন দেশে থাকিলেও বনবিহারীদের সংসারে ছিল না।

তাই কিরণ আর তর্ক করিল না। বনবিহারীও চুপ করিল।

বাইরে ঝড়ের বেগ অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে।

কিরণ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া অন্ধকারে হাত্ড়াইয়া কেরোসিনের ডিবা ও দিয়াশলাই বাহির করিয়া আলো জ্বালাইল।

বৃষ্টিও প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে।

কিরণ ঘরের ছাঁচের বাহিরে হাত বাড়াইয়া বৃষ্টির পরিমাণ আন্দাজ করিল এবং ডিবা হাতে বনবিহারীর পাশে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বাবুর রাগটা প'ড়্ল?"

বনবিহারী তাহার বৌদিদির উপর রাগ করিলেও সে রাগটা তাহার বেশীক্ষণ থাকে না। দপ্ করিয়া জ্বলিয়াই নিভিয়া যায়। আজও রাগটা পড়িয়া গিয়াছিল। বন্ধু একটু হাসিয়া বলিল, "প'ড়্ল।"

রাগ যে পড়িয়াছে, কিরণ তাহা আগেই জানিত। সে একটু স্নেহপূর্ণ আবদারের সুরে বলিল, "একটা কাজ কর্ না ভাই?"

বিরহের পর মিলনটা যেমন বেশী গাঢ়, কলহের পর বন্ধুত্বও তেমনি নিবিড়। বনবিহারীও একটু হাসিয়া বলিল, "হুকুম করো?"

কিরণ কহিল, "বিষ্টি ধ'রে গেছে।"

—"হুঁ।"

—"একবার গাঙের দিক থেকে ফিরে আয় না ভাই।"

আর বেশী কিছুই বলিতে হইল না। বনবিহারী একবার বৌদির চিন্তা-মলিন মুখখানির দিকে চাহিল, তার পর একটা লাঠি হাতে লইয়া নদীর দিকে রওনা হইল।

কিরণ রান্নাঘরে আসিয়া উনান ধরাইয়া ভাত বসাইল।

বনবিহারী পথ চলিতে লাগিল।

ছয়

ঝটিকাশ্রান্ত গাছগুলার গা হইতে ঘামের মতো বৃষ্টির জল টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতেছে। পথও বেশ পিছল। কাদা ও এঁটেল মাটির উপর দিয়া চলিবার সময় বারে বারে বনবিহারীর পা পিছলাইয়া যাইতেছিল।

রাস্তার দুই দিকে ঝোপ ঝাড়। বনজঙ্গল। অজস্র কাঁটাখোঁচা। কোনো রকমে একবার তাহার উপর গড়াইয়া পড়িলে অক্ষত দেহে উঠিবার মতো আশা বা সম্ভাবনা নাই।

বনবিহারী পায়ের ও লাঠির টিপে পথ চলিতে লাগিল।

চতুর্দিক অন্ধকার। ঘর বাড়ীগুলি সব নিস্তব্ধ। বনবিহারীর একটু একটু ভয়ও করিতে লাগিল।

বনবিহারী পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইল।

সম্মুখেই লক্ষ্মীদের কুঁড়ে ঘর। অন্ধকারের স্বপ্নে কোন্ প্রিয়ার পত্র-বাহিকা কপোতী! বনবিহারী ঘরটার দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

লক্ষ্মীর ক্রন্দনাতুর মুখখানিতে যে ব্যথা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই ব্যথাই যেন এই কুটীরখানিকে আবেশের মতো ঘেরিয়া আছে। এই ঘরখানির প্রতি অণু-পরমাণুতে সেই করুণ ভীত মুখখানি ফুটিয়া উঠে।

চতুর্দিকে কোনো সাড়াশব্দ নাই। মাঝে মাঝে শুধু কলাগাছের পাতার জলবিন্দুগুলি অন্য পাতায় পড়িয়া স্তব্ধতার হৃৎ-স্পন্দনের মতো শুনাইতেছে।

সন্ধ্যাবেলার সকল কথাগুলিই বঙ্কুর মনে পড়িল। সে যেন একটা স্বপ্ন! লক্ষ্মী আছাড় খাইয়া গাছের উপর পড়িয়া গিয়াছে। সে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে তুলিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছে।

বনবিহারীর মনে পড়িল, লক্ষ্মীর ভীতিব্যাকুল দেহের কোমল স্পর্শ! তাহার সমস্ত দেহের উপর দিয়া একটা পুলক ভাসিয়া গেল। দেহের চাইতে বেশী মনে।

বনবিহারী মায়াহতের মতো দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, লক্ষ্মীকে তাহার মা হয়তো কতো মারিয়াছে। সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিশ্চয় কিছু খায় নাই। না খাইয়া ক্ষুধায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

অথচ লক্ষ্মীর এতোটুকু দোষ নাই; যতো দোষ তাহারি। লক্ষ্মীর বারণ না শুনিয়া যদি বনবিহারী নিজে গিয়া লক্ষ্মীর মাকে সমস্ত ঘটনাটা বলিয়া আসিত, তবে নিশ্চয় লক্ষ্মীকে আর মার খাইতে হইত না।

বনবিহারী আরো অনেকক্ষণ পাথরের মতো সেই ঘরটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। লক্ষ্মীর কান্নার শব্দ যেন এখনো তাহার কাণে ভাসিয়া আসিতেছে। অস্পষ্ট, করুণ।

অবশেষে বনবিহারী স্থির করিল, কাল সকালেই সে বৌদিদির কাছে হইতে ছয়টা পয়সা লইয়া লক্ষ্মীকে একটা কলসী কিনিয়া দিবে।

বঙ্কু আবার নদীর দিকে অগ্রসর হইল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই নদীর ধারে আসিয়া পৌঁছিল। মাটির উপরে গাছ-পালার গর্জন থামিয়া গেলেও, তখনো নদীর গর্জন থামে নাই। হাজার ধারায় বৃষ্টির জল নদীতে আসিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে এবং তাহাদের সম্মিলিত শব্দে একটা গর্জনের সৃষ্টি হইয়াছে।

বনবিহারী দেখিল, ডিঙ্গিগুলা যেখানে থাকে সেখানে কিছুই নাই। শুধু জোয়ারের বেগে উদ্যত ঢেউগুলা আস্ফালন করিতেছে।

দাদারা নিশ্চয়ই ডিঙি বাহিয়া মাঝ-নদীতে চলিয়া গিয়াছে

বনবিহারী সেই অন্ধকারের মধ্যে চোখ খিতাইয়া নদীর দিকে চাহিল, কিন্তু ডিঙির কোনো আভাস পাইল না। শুধু সেই জমাট অন্ধকারে দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। সে অত্যন্ত মনযোগের সহিত নদীর দিকে কাণ পাতিয়া শুনিল, যদি দাঁড়ের শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুই শোনা গেল না।

বনবিহারী আরো অনেকক্ষণ দেখিল, আরো অনেকক্ষণ কাণ পাতিয়া শুনিল।

পাঁচছয়টা ডিঙির এতোটুকুও আভাস বা দাঁড়ের শব্দ মিলিল না। কোথায় গেল তাহারা ?

বনবিহারী চিন্তিত পায় নদীতীরে ঘুরিতে লাগিল। ঝড়ে সমস্ত ডিঙি-গুলাই ডুবিয়া গেল নাকি ? অসম্ভব।

বনবিহারী আরো অনেকক্ষণ ঘুরিল কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না।

সে ধীর ও চিন্তাজড়িত পদে বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল।

সে দাদার জন্য বিশেষ কিছু ভাবে না। দাদারা তো অনেক সময় এমনি দাঁড় তুলিয়া চুপচাপ জাল আড়িয়া বসিয়া থাকে। তাহার ভাবনা হইতেছিল, বৌকে সে কি বলিয়া জবাব দিবে। সে কোনো একটা নিশ্চিত সংবাদ লইয়া যাইতে পারিল না, এমন অকর্মণ্য সে !

বৌদিদির কাছে অকর্মণ্য প্রমাণিত হইতে তাহার লজ্জা করে।

তাছাড়া, তাহার বৌদিদি আজকাল কেমন ভীতু হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিন্ত কুশল জানিতে না পারিলে সে ভয়ে ফ্যাকাশে হইয়া যাইবে।

বনবিহারীর অনিচ্ছুক পাদু'টা অবশেষে তাহাকে ঘরে পৌছাঁইয়া দিল।

কিরণ সেই সবে মাত্র উনান হইতে ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া ফেন গড়াইতেছিল হঠাৎ কপাট খুলিবার শব্দ পাইয়া সে হাঁড়িটাকে সোজা করিয়া বসাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে? বন্ধু?"

—"হ্যাঁ।" বনবিহারী আবার কপাটবন্ধ করিয়া খিল আঁটিল।

বিপিনের সংবাদের জন্য কিরণ উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। তাই বন্ধু যখন স্বেচ্ছায় কোনো সংবাদ দিল না, সে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় তারা?"

—"কই দেখিনি, সাড়া শব্দও নেই।"

—"সাড়া শব্দ নেই? কোথায় গেল তবে?" কিরণ ভীত হইয়া উঠিল।

—"কোথা আবার যাবে ছাই!"

কিবণেব ভীতির আতিশয্যটা বনবিহারীব মোটেই ভালো লাগিল না। সে বিরক্ত হইয়া বলিল, "জাল এড়ে দিয়ে কোথা চুপচাপ ব'সে আছে আর কি!"

কিরণ আব কোনো কথা কহিল না। নীরবে রান্নাঘরে চলিয়া গেল। বনবিহাবী হাতের লাঠিটা দেওয়ালে ঠেসাইয়া রাখিয়া একটা চাটা টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ কাটিল। বৌদি আর রান্নাঘর হইতে ফিরে না!

বনবিহারীর ক্ষুধা প্রবল। জোব গলায় বিবক্তির সহিত ডাকিল, "বৌ?"

কোনো সাড়া আসিল না।

বনবিহারীব কণ্ঠস্বর ও বিবক্তি যুগপৎ বর্ধিত হইল। সে আবাব ডাকিল, "বৌ?"

তবু কোনো উত্তর নাই।

বনবিহারী তাহার গলার সুর আবো চড়াইল।

কিন্তু তাহার বিরক্তিটা আর বাড়িল না, যেন অনেকটা কমিয়াই গেল। বিরক্তির শূন্য স্থানটুকু পূর্ণ করিয়াছে বিস্ময়।

—"বৌ? অ বৌ! শুনতে পাওনা নাকি?" পরে বনবিহারী আপন মনে বিড় বিড় করিয়া কহিল, "ঠিক ঘুমিয়েছে। আজকাল বৌ যেন কি হ'য়েছে! ঘুম-ও বাড়ছে দেখছি।"

বনবিহারীর বিস্ময় আবার বিরক্তিতে পরিণত হইল।

সে কয়েক মুহূর্ত সেখানে গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু বেশীক্ষণ আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। সে রান্নাঘরে আসিল।

কেরোসিনের ডিবাটা একলা বিরহিণীর অন্তরের মত মিটু মিটু করিয়া জ্বলিতেছে। আর কোথাও কেহ নাই। কোথা গেল বৌ?

বনবিহারী বৌ বৌ করিয়া অনেক বার ডাকিল। কোনো উত্তর আসিল না।

হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল, খিড়কি-দোরটা খোলা। বৌ যে বাহিরে গিয়াছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ রহিল না।

কিন্তু বাহিরে কোথায় গেল এই অন্ধকারে?—ঘাটে?···

কিন্তু ঘাটেই বা যাইবে কেন? রাত্রিতে তো বৌ কোনো দিন ঘাটে যায় না? তাহা ছাড়া, জলের ঘটি ও বালতি জলে ভর্তি রহিয়াছে। পুকুর দূরে বলিয়া কিরণ প্রত্যহ বেলা থাকিতে জল তুলিয়া রাখে। আজো রাখিয়াছিল।

কোথা গেল তবে?

হঠাৎ ছ্যাঁৎ করিয়া বনবিহারীর মনে পড়িল, নদীধারে যায় নাই তো! দাদা বকিয়া কিছুই রাখিবে না। এই জল কাদা, তার উপর অমাবস্যা রাত্রি, পেটের ছেলেটার কথাটা কি মনেও নাই নাকি?···

বনবিহারী বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল, "যতো সব পাগলামি কাণ্ড। এমনটা আর কখনো দেখিনি বাপু।"

বমু আরো কতোকগুলা কি বিড় বিড় করিল। পরে, পাছে রান্নাঘরে শেয়াল ঢুকিয়া সব নষ্ট করিয়া দেয়, তাই খিড়কির দোরটা ভেজাইয়া দিয়া

আবার তাহার নিজস্ব স্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিল এবং ক্ষুধায়, রাগে ও বিরক্তিতে অবশ হইয়া ঝিমাইতে লাগিল।

একটু বাদেই খিড়কির কপাট খুলিবার শব্দ পাওয়া গেল।

বনবিহারী তাহার তন্দ্রা হইতে চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বৌ?"

—"হ্যাঁ।"

কিরণ খিড়কির দোরে খিল্ দিয়া ভিতরে আসিল।

বনবিহারী বিরক্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা গেছ্‌লে এত রাত্তিরে?"

কিরণ বেশ ধীর ও শান্ত গলায় বলিল, "পানুদের বাড়ী।"

—"ব'ল্‌লাম না তাদের বাড়ীতে কেউ নেই? তারা তো সবাই মামা-বাড়ী গেছে। পানু একলা ঘরে ছিল, সেও দাদার সঙ্গে গেছে গাঙে।"

—"গাঙ থেকে ফিরেছে কিনা, তাই দেখ্‌তে গেছ্‌লাম।"

—"ফিরেছে নাকি?"

—"না।"

—"তোমার যেমন বুদ্ধি! এখন ফির্‌বে কি ক'রে? এই তো মোটে জুয়ার হ'য়েছে। জুয়ার ভাটালে তবে জাল তুল্‌বে। তার পর আস্‌বে। তখন রাত শেষ হ'য়ে যাবে।"

কিরণ সে কথার কোনো উত্তর দিল না।

বনবিহারী নিজেও এই আলোচনা মোটেই পছন্দ করে না। সে বলিল, "ভাত দাও—বড্ড খিদে লাগ্‌ছে।"

কিরণ কোনো কথা না বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া বনবিহারীর জন্য ভাত বাড়িল। গরম ভাত, আর সেই সঙ্গে ওবেলার বাসি তরকারি।

বনবিহারী ভাত খাইতেছিল, একলা, নিতান্ত নীরবে।

অন্যান্য দিন ভাত খাইবার সময় কিরণ পাশে বসিয়া গল্প করিত, এবং পাড়ার মেয়ে-মহলের সংবাদগুলি স্বামী ও ঠাকুরপোকে অতি পটুতার সহিত জানাইত।

কিন্তু আজ সে ভাতের থালাটা বনবিহারীর সম্মুখে রাখিয়া দিয়া সেই যে কোন্ কালে রান্নাঘরে অদৃশ্য হইয়াছে, আর বাহিরে আসে নাই।

বনবিহারীর পাতের ভাতগুলি শেষ হইয়া গেল, তবু সে আসিল না। বনবিহারী বিরক্তির সহিত বলিল, "ভাত দিয়ে যাও বৌ।"

কিরণ যেন কি একটা স্বপ্ন হইতে চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, এমনি গলায় বলিল, "যাই ভাই," এবং ছুটিয়া আসিয়া ভাত দিয়া গেল।

বনবিহারী বলিল, "তুমি এতো ভাব্‌ছ কেন বল তো?"

কিরণ অস্বীকার করিল, "কই না তো?"

—"তবে?"

কিরণ কোনো জবাব দিল না। রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে।

বনবিহারী বোধ হয় ঘুমাইয়াছে। কিরণের চোখে ঘুম নাই। সে কাণ পাতিয়া শুনিতেছিল, কখন বিপিন মাছ ধরিয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে ডাকিবে।

কিরণের চোখদু'টা কতবার ক্ষীণ তন্দ্রায় জড়াইয়া আসিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। বিপিন যেন তাহাকে দোর খুলিয়া দিবার জন্য ডাকিতেছে। কিরণ উদ্‌গ্রীব হইয়া কাণ পাতিয়া শুনিল, কিন্তু কোনো সাড়া আসিল না।

রাত্রি হইয়া আসিল, অমাবস্যার অন্ধকারে অদূর প্রভাতের শুভ্র ছায়াপাত হইল, তবুও বিপিন ফিরিল না।

সাত

বিপিন অনেক সময় নদীতে মাছ ধরিয়া রাত্রি বেশী না থাকিলে সেই পথেই মাছ ভাগ করিয়া বাজারে চলিয়া যায়। কিন্তু কাল রাত্রিতে বিপিন ঘরে আসে নাই। সে কেবল মুড়ি খাইয়া সারা রাত্রি কাটাইয়াছে। আজ বাজারে যাইবার আগে নিশ্চয় সে একবার ঘরে আসিবে এবং খাইয়া-দাইয়া পরে বাজারে যাইবে।

তাই কিরণ তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া রান্নাঘরে গেল এবং হাঁড়িতে ভাত তরকারি কি আছে, তাহাই দেখিয়া-শুনিয়া বন্দোবস্ত করিতে লাগিল।

কালিকার রান্নাভাতে কিরণ জল ঢালিয়া রাখিয়াছিল। বিপিনের বাজারের বেলা হইয়া যাইবে এবং সে আসিয়া ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি করিবে, তাই সে একটা থালায় করিয়া ভাত বাড়িয়া রাখিল। কড়ায় ঢাক্‌নি চাপা তরকারি ছিল, কিরণ তাহা বাহির করিতে গিয়া দেখিল, একেবারে দুর্গন্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

সকাল হইয়া গিয়াছে। রৌদ্রের সোণা ঝরিয়াছে তেঁতুল গাছের আগায়, নারিকেল গাছের পাতায়, সুপারীর থোকায়।

বিপিন এখনো আসে নাই।

তাহার আসিতে এতো দেরী হইয়াছে বটে, কিন্তু আর বেশী দেরী হইবে না। বাজারের সময় হইয়া গেল। বাজার এখান হইতে প্রায় তিন মাইল।

কিরণ তাড়াতাড়ি উনান ধরাইয়া বিপিনের জন্য বেগুন আর লঙ্কাভাজা করিল এবং গোটাকয় পিঁয়াজ ছাড়াইয়া রাখিল।

পরে কিরণ একটা চাটা পাতিয়া তাহার সম্মুখে একটু জল ছড়াইয়া ভাতের থালা রাখিয়া চাপা দিয়া গেল।

সব প্রস্তুত।

বিপিন কিরণের বুদ্ধির তারিফ করিবেই!

আরো অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। তবুও বিপিন আসিল না। কিরণ বার বার বাহিরে আসিয়া পথের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিল, বিপিন আসিতেছে কি না, কিন্তু কোথাও তাহার কোনো নাগাল পাইল না। সে কি আজ সকালেও ঘরে আসিবে না? কিন্তু কাল হইতে ভাত খায় নাই যে?...

কিরণ আরো অনেকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

অবশেষে ঘরের ভিতরে আসিয়া বনবিহারীর বিছানার পাশে গেল। বনবিহারী বিছানায় নাই। কখন উঠিয়া গিয়াছে। কিবণ অনেকক্ষণ ঘর বাহির করিল, তবু বিপিন ফিরিল না।

রাত্রি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালকার রাত্রির ঝড়বৃষ্টি যতোই অতীতের বস্তু হইয়া যাইতেছিল, ততোই কিরণের বুক হইতে কালিকার ভয়টাও অপসারিত হইতেছিল। বিপিন আসিল না দেখিয়া হঠাৎ কিরণের বুকের মধ্যটা আবার একটা অজ্ঞাত শঙ্কায় দুলিয়া উঠিল।

কিরণ ভয়ে ভয়ে চাটার সম্মুখ হইতে ভাতের থালা রান্নাঘরে আনিয়া হাঁড়িতে তুলিয়া রাখিল। বনবিহারী বাহিরে গিয়াছে, সে নিশ্চয় অনতি-বিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিবে, বিপিন বাজারে গিয়াছে, কি, তাহার অন্য কিছু ঘটিয়াছে।

কিরণ যতোটা পারিল, তাহার অশুভ আশঙ্কাটাকে দূরে সরাইয়া রাখিল। কিন্তু বনবিহারীও ফিরিল না।

কিরণের কোনো কাজে মন বসিতেছিল না। ভয়াতুর পক্ষীশাবকের মতো তাহার সমস্ত দেহটা জড়সড় হইয়া যাইতেছিল। তবু সংসারের কাজগুলি না করিয়াও উপায় নাই। প্রভাতের আলোর আভাস পাইয়া গোয়ালে গোরুটা তাহার আবেদন জানাইতেছে। ওদিকে রাত্রির বাসনগুলা মুখের দিকে তাকাইয়া আছে।

ঘরের কাজ সারিয়া কিরণ দোরে তালা দিয়া পাড়ার দিকে বাহির হইল, নদী হইতে কেহ ফিরিয়াছে কি না, তাহাই জানিবার জন্য।

কিরণ পানুদের ঘরের সম্মুখে আসিল। পানুদের ঘরে চাবি-লাগানো। সে এখনো ফিরে নাই।

তাইতো, পানুও কই এখনো আসে নাই! কিরণের মনটা একসঙ্গে ভয়ে ও সাহসে দুলিয়া উঠিল। কিরণ আগাইয়া চলিল।

পূর্বদিকে সূর্য অনেকখানি উঠিয়া পড়িয়াছে। গাছপালায়, মাঠে, পথে রৌদ্র দীপ্তি। সর্বত্র লোকজন ছেলে-মেয়ে বাহির হইয়াছে। চতুর্দিকে কর্মের আয়োজন ও আরম্ভ।

কিরণ লক্ষ্মীদের ঘরের সম্মুখে আসিয়া পৌছিল।

লক্ষ্মীর মা দুর্গামণি জ্বরের দাপটে জড়সড় হইয়া দোরের পাশে বসিয়া আছে। লক্ষ্মী গোবর-জল দিয়া ঘরে চৌকা দিতেছে।

দুর্গামণি কিরণকে এই সকালবেলা পাড়ার দিকে যাইতে দেখিয়া বিস্মিত হইল, এবং তাহার জ্বরাক্রান্ত দুর্বল গলাটা একটু সরল ও উচ্চ করিয়া ডাকিল, "অ বড় বৌ, উদিকে কোথা যাচ্ছ ?"

কিরণ দুর্গামণির দিকে আগাইয়া আসিয়া বলিল, "এই একটু পাড়ার দিকে মা। মামা মাছ ধ'রে ঘরকে এসেছে ?"

—"কই নাতো মা! কাল রাতে অত ঝড়-বিষ্টি গেল! দাদা যে কেন এখনো ফিরেনি, ভেবে পাইনে মা। তাই এক্ষুণি লক্ষীকে পাড়ার দিকে যেতে ব'লছি। কি জানি, ঘর চ'লে গেছে হয়তো। তাই বা, এখানে কি আর একটা সম্বাদ দিয়ে যায়নি? কি জানি বাপু,—কি বুদ্ধি-ব্যাচনা, ওরাই বুঝে।"

কিরণ বলিল, "তোমার বড়ছেলে শুদ্দো, মা, গাঙে গেছ্ল, এখনো ফিরেনি। তাই একবার পাড়ার দিকে এলাম। যদি কেউ ফিরে আসে, একটা সম্বাদ পাব।"

দুর্গামণি বলিল, "তোর মামাব সম্বাদটাও নিস্‌তো মা, ঝড়-বিষ্টির দিন, ভয় করে। লক্ষীকে আব মিছামিছি পাঠিয়ে কি হবে? উ ততক্ষণ একটু বাল্লি ক'র্‌বে।"

কিরণ ত্রিলোচন বা তিনু বারিকের বাড়ীর দিকে হাঁটিয়া চলিল।

কয়েকটা আম গাছ ও তিনটা অ্যাসশ্যাওডা গাছ পার হইলে তিনু বারিকের বাড়ী।

পাড়ার মধ্যে তিনু বাবিকেব অবস্থাই একটু ভালো। কথায় বলে, পাত বাড়িলে ভাত বাড়ে। ত্রিলোচনেব যোয়ান যোয়ান তিন তিনটা ছেলে এবং ত্রিলোচন নিজে খাটিয়া খুটিয়া নদীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যাহা পায় তাহা জমাইয়া দু'পয়সা কবিয়াছে।

তাহার সংসারে ভাতের অভাব নাই, কাপড়েব অভাব নাই, এমন কি মেয়েদের গায়ে দু'খান গহনাও উঠিয়াছে। সে গেল বছর দুই বিঘা জমি কিনিয়াছে। সামনের পৌষে কোথায় ধান তুলিবে তাহাই ভাবিয়া অবসর সময়ে তিনু ছোট একটা গোলা বাঁধিতে সুরু করিয়াছে।

কিরণ তিনু বারিকের দোরে আসিয়া পৌছিল।

তিনু বারিকের দুই পুত্রবধূ মেনকা ও চাঁপা এবং স্ত্রী সত্যভামা বাসয়া বসিয়া কি গল্প করিতেছিল। হঠাৎ কিরণকে আসিতে দেখিয়া তাহারা চুপ করিয়া গেল।

সত্যভামা বলিল, "কোথা যাচ্ছিস দিদি?"

—"এই ইদিকে এলাম আই।"

—"সকাল সকাল যে?"

কিরণ সত্যভামার কথার উত্তরে কিছুই বলিল না। তাহাদের আসরের একপাশে একটু স্থান দখল করিয়া বসিল।

আজ কয়েকদিন হইল, ত্রিলোচন বারিকের বড় বৌ মেনকার বাপের বাড়ী হইতে মেনকাকে একটা রূপার তাবিজ দিয়াছে। তাই সে হাতের উপরের ঝুলিয়া পড়া আঁচলটা সরাইয়া সাদা চক্‌চকে তাবিজটা বাহির করিয়া দিল। ইচ্ছা, কিরণ তাহার তাবিজ দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায় এবং সোচ্ছ্বাসে প্রশংসা করে।

কিরণ তাবিজটা দেখিল। কিন্তু সে তখনো বিপিনের কথা ভাবিতেছিল, তাবিজ সম্বন্ধে আলোচনা হইল না।

মেনকা মনঃক্ষুণ্ণ হইল। অন্তরে অন্তরে সে কিরণের উপর চটিয়া গেল।

সত্যভামা কিরণকে বলিল, "তা কি মনে ক'রে এসেছিস দিদি?"

—"গাঙ থেকে এরা এসেছে?"

—"সে কথাই তো হ'চ্ছে দিদি!"

—"আসেনি?"

—"না, এসেছে। এক্ষুণি মোরা তোর বিপিনের কথাই কইছিলাম।"

কিরণ ভয় পাইয়া বলিল, "কি কথা?"

সত্যভামা হাত নাড়িয়া মহাভারত খুলিয়া বসিল, "আচ্ছা, ছোকরা বটে! যেমন চেহারা, তেমনি সাহস, তেমনি কায়দা। যাকে বলে

ওস্তাদ। অমন একটা ছেলে দু'খানা গাঁ উজাড় ক'র্‌লে মিল্‌বে কিনা সন্দেহ।"

পাখীর ছানা মায়ের মুখ হইতে আহার্য লইতে যে ব্যগ্রতা প্রকাশ করে, কিরণের মুখে চোখে সেই ব্যগ্রতা ও আগ্রহ ফুটিয়া উঠিল।

সত্যভামার মুখ হইতে তবুও আসল কথাটি বাহির হইল না। ভণিতা না করিয়া কোনো কথা কহা তাহার অভ্যাসের বাহিরে। সে তেমনি হাত নাড়িয়া ও নাকের নথ দুলাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, সাহস বটে! বাপের ব্যাটা না হ'লে কী ই সাহস হয়? অর বাপও ছিল অমনি।"

ব্যাপারটা কিরণের কাছে পূর্ব অপেক্ষা অনেক তরল হইয়া গেল। সত্যভামাব কথার সুবে ও কহিবাব ভঙ্গীতে কিরণ বুঝিল, তাহাব স্বামী কি একটা বীরত্বের কাজ করিয়া আসিয়াছে। কিরণেব বুকের ভিতরটা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে একটু হাসিয়া বলিল, "কেন, কি ক'রেছে?"

—"তুই জানিস্‌নি বুঝি? কেন, বিপিন কি ঘর যায়নি?"

—"কাল সন্ধ্যে থেকে আব ঘরমুখো হয়নি দিদি। কোথা আছে, সেই জানে।"

সত্যভামা কিরণের সমস্ত চিন্তাব সমাধান করিয়া বলিল, "বাজারে গেছে তাহ'লে। কিন্তু যে মাছ ধ'চ্ছে, হাঁ, মাছ বটে! সে বছব গাঙে ডুব দিয়ে তোর আজা-দাদা ঠিক এমনি—বরং ইটার চাইতেও বড়—একটা ধর্‌ছিল। আর কেউ অত বড় মাছ ধত্তে পারেনি।"

কিরণ স্বামীর গৌরবটুকু আত্মসাৎ করিয়া হাস্যে গণ্ড দুইটি ঈষৎ স্ফীত করিয়া বলিল, "কত বড় মাছ?"

—"তা হবে না কি ভাই! তিরিশ পঁয়ত্রিশ সের একটা ভেট্‌কি।"

—"সত্যি?" কিরণের আনন্দ আর ধরে না। সে তাহার আয়ত চোখ দু'টাকে গর্বে আরো আয়ত করিয়া বলিল, "সত্যি?"

—"হ্যাঁ। জুয়ার ভাটালে সবাই মিলে জাল টান্‌ল। না, কি যেন মস্ত একটা ধাক্কা দেয় জালে…"

সত্যভামা এইবার মাছ ধরিবার কাহিনী বিবৃত করিতে সুরু করিল, "সক্‌কলে তো ভাই ভয় পেয়ে গেল। বিপিন ব'ল্‌ল, উ মাছ, আর কিছু নয়। তোর আজা-দাদাও কইল। কিন্তু অরা কি কেউ বিশ্বাস ক'র্‌তে চায়? সবাই বলে, কুমীর কি হাঙ্গর। মোটা জাল, তাই ছিঁড়্‌তে পারেনি। জাল টেনে আন্‌লে ধারে। না, কী ভা-র! জাল ছিঁড়ে ছিঁড়ে। কেউ নেবে দেখ্‌তে চায় না। আর তোর আজা-দাদা তো বুড়া মানুষ। তাই বলি, বয়েসের সঙ্গে মান্‌সের সব যায়। গায়ের খ্যামতা, মনের জোর, সব। বিপিন সাহস ক'রে জলে নাব্‌ল। ধ'রে তুলে ফেল্‌ল আর কি! সবাই তো অবাক।"

কিরণ তাহার স্বামীর কীর্তিটা অতি মনযোগের সহিত শুনিতেছিল। সত্যভামা একটু থামিতেই বলিল, "তার পর?"

আবার কাহিনী সুরু হইল—"হ্যাঁ, মাছ বটে!" সত্যভামা হাত নাড়িয়া দেখাইল, "এই এমনি মটা, আর য়্যাত্ত লম্বা। গা-র রঙ কি! লাল, ডগ্‌ডগ ক'চ্ছে। যেন সিঁদুর!"

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা দেখ্‌লে দিদি? গাঙে গেছ্‌লে নাকি?"

—"নারে না। মাছ বাঁট্‌বার আগে কাট্‌বার তরে আন্‌ছিল যে এখানে। ছোট বৌ তো কাট্‌তে পার্‌ল না, বড় বৌও বলে, আমার খ্যামতায় নয় মা। আর আমি এই বুড়া গতরে পারি কি ভাই? শেষে বিপিন আবার নিজেই কাট্‌ল। কোনো কাজে যদি একটু ত্রুটি আছে!"

মেনকা ও চাঁপা নিজেদের অক্ষমতার কথা শুনিয়া অপমানে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল ও শাশুড়ীর উপর মনে মনে চটিয়া গেল। মা যে কি! কেউ যদি আসিয়াছে তো দরবার বসাইয়া দিল!

কিরণ যেন তবু শুনিতে চায়, "তার পর?"

—"আমরা সবাই দেখ্‌নু। বৌরা দেখ্‌লে, পাড়ার ছেলে-মেয়েরা সব জুট্‌ল।"

শুধু বাদ পড়িল কিরণ!

অথচ সেখানে কিরণের দাবীটাই তো বেশী। তাহার স্বামীই এতোবড়ো একটা মাছকে কায়দা করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু পাড়ার সবাই যখন আনন্দ করিল, সে একটা সংবাদও পাইল না!

কিরণের বুকের ভিতরটা অভিমানে ভরিয়া গেল।

সত্যভামা সকাল বেলাব মাছটার কথা ভাবিতে ভাবিতে বলিল, "বিপিন তাহ'লে আর ঘরকে যায়নি?"

—"না।" কিরণের বেশী কথা কহিবার মতো ক্ষমতা ছিল না। তাহার বুকেব ভিতরেব সমস্ত বক্তগুলাই অভিমানে ছাপাইয়া গিয়াছে।

সত্যভামা বলিতে লাগিল, "এই পাশ দিয়াই বাজাব গেছে আর কি! কাজের ছোক্‌রা। আর এই আমার ঘরের ছোঁড়াগুলা বোন্, যতো কুঁড়েব গাছ। বাবা না ব'ল্‌লে কিছু একটা কাজ যদি ক'ব্‌বে! কত্তা যদ্দিন আছে, ই সংসারও তদ্দিন। কত্তা গেলে সংসাবের ছিবি যে কি হবে ভাই খালি ভেবে মরি।"

কিরণের পরিপূর্ণ অভিমান একটা বাতাস-ভবা ফানুসের মতো মুহূর্তে ফাটিয়া গেল—"ঘরে যাবে কেন? ঘরে কি তার কেউ আছে? থাক্‌লে যেত।"

কিরণের গলার গাঢ়তা ও চোখের ঘনায়মান ভাব দেখিয়া সত্যভামা বিস্মিত হইল ও তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্ত বলিল, "তুই রাগ করিস্ কেন লাৎ-বৌ?"

কিরণ তেমনি গাঢ় গলায় বলিল, "রাগ করবার থাক্‌লে রাগ ক'র্‌তে হয় বৈকি আই! গোটা রাতটা গাঙে রইল। আর আমি মুখপুড়ী ভয়ে বাঁচিনি। সারাটি রাত যদি একটু ঘুম আস্‌ত পোড়ার চোখে!"

কিরণের চোখ দিয়া দু'ফোটা জল টপ্‌ টপ্‌ করিয়া গড়াইয়া পড়িল।

সত্যভামা হতভম্ব হইয়া বলিল, "তা উগুলা ভাই স'য়ে নিতে হয়। পুরুষ মানুষের কি সব সময় সব কথা মনে থাকে বোন্‌? তোর 'আজা-দাদাও কতো সময় অমনিটি ক'র্‌ত। রাগ হয়, দুঃখ হয়। হ'লে কি ক'র্‌বো? সব স'য়ে নিতে হবে।"

কিরণ নিজের অভিমানটাকে কোনো মতেই দমন করিতে পারিল না। আরো দু'ফোটা চোখের জল তাহার কপোল ভিজাইয়া দিল।

কিরণের আসিবার পর হইতে চাঁপা ও মেনকা দু'জনে একটি কথাও কহে নাই। তাহারা শাশুড়ী ও কিরণের কথোপকথন নীরবে হজম করিতেছিল এবং নিজেদের পরাজয়ের গ্লানিতে নিজেরা ক্ষতবিক্ষত হইয়া রাগে ফুলিয়া উঠিতেছিল।

তাহারা কিরণের কান্না দেখিয়া দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে তাকাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিল এবং ঘোমটার এককোণে মুখ লুকাইয়া সে-হাসি লুকাইতে চেষ্টা করিল। তাহা কিরণের চোখ এড়াইল না। কিরণের উদ্যত ক্রন্দনটাকে কে যেন চাবুকের ঘায়ে থামাইয়া দিল। সে আর একটি মুহূর্তও সেখানে বসিল না, এক রকম ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

কিরণ চলিয়া যাইতেই চাঁপার এতোক্ষণের কণ্ঠরুদ্ধ হাসিটা ফাটিয়া বাহির হইল। মেনকাও উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিতে লাগিল।

চাঁপা বলিল, "মাগীর ঢং দ্যাখ।"

মেনকা বলিল, "মুখে আগুন ঢঙের। কেউ কারু ভাতারকে ভালোও বাসেনি, আর কারু ভাতার গাঙেও যায়নি!"

চাঁপা ও মেনকা দু'জনেই অবজ্ঞার সহিত ঠোঁট কুঁচ্‌কাইল।

সত্যভামা বলিল, "না মা, ঢং নয়। পোয়াতি হ'য়েছে কিনা, তাই একটু ভীতু হ'য়েছে। অভিমানটাও বেড়েছে।"

চাঁপাও ও মেনকা কাজে গেল।

সত্যভামাও উঠিয়া পড়িল।

আট

কিরণকে সংবাদটা দেওয়াব জন্য বিপিনের মনের মধ্যে প্রবল তোড়জোড় চলিতেছিল, কিন্তু সে তাহা কোনো রকমে চাপিয়া বাখিল।

ইচ্ছা, বাজাব হইতে আসিযা কিবণকে চমকাইয়া দিবে। মাছ বিকিয়া কিবণেব জন্য সে একখানা কাপড় আনিবে, একপোয়া বাতাসা আনিবে। এবং এতো পযসা কোথায় ছিল. ভাবিয়া কিরণ অবাক্ হইয়া যাইবে।

কিরণ যখন সব শুনিবে, তাহাব মুখে হাসি আর ধবিবে না। কিবণকে এতোটুকু হাসাইতে বিপিনেব কতো ভালো লাগে!

কিন্তু উল্‌টা হইয়া গেল। কিবণ হাসিবে কি আরো কাঁদিল।

বিপিন আজ তাড়াতাড়ি মাছ-বিক্রি শেষ করিয়াছে। বাড়ী ফিরিবার জন্য তাহার মন ছট্‌ফট কবিতেছিল। এতো বড় একটা সংবাদ সে কিরণকে না দিযা কতোক্ষণ থাকিতে পারে?

বিপিন মাছ বিক্রি শেষ কবিয়া মাছেব ঝুড়ি গোছাইতেছিল, তিনু বাবিকেব বড়ছেলে শ্রীধব আসিয়া বলিল, "খুড়ো কি মাছ বিক্রি শেষ ক'র্‌লে নাকি?"

—"হ্যাঁ। সস্তায় ছেড়ে দিছি। বড্ড খিদে লাগ্‌ছে।"

—"আমি ন' আনার কম ছাড়্‌ছি না বাপু। খুড়া কিন্তু একটু বাজার নাবিয়ে দিলে।"

—"কতক্ষণ আর ব'সে থাকি ছাই ! কাল থাক্‌তে পোড়া প্যাটে ভাত জুটেনি দু'টি।"

ভাত না জুটাই যে বিপিনের তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিবার কারণ, তাহা নয়। এমনি ভাত না খাইয়া বিপিন আরো কতো দিন একটি পয়সা বেশী দামের জন্য বাজারের শেষ পর্যন্ত বসিয়া কাটাইয়াছে।

আজ কিন্তু মোটেই ভালো লাগিতেছিল না।

বিপিন তাড়াতাড়ি কিরণের জন্য এক খানা কাপড ও বন্ধুর জন্য এক খানা ধুতি কিনিয়া এক পোয়া বাতাসা লইল। এবং সবার আগে ঘরের দিকে রওনা হইল।

কিরণ তিনু বারিকের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘরের কাজ করিতেছিল। কিন্তু কোনো কাজে তাহার মন বসিল না। কিরণের অভিমানটা চাঁপা ও মেনকার পরিহাসে আরো বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, সে ছুটিয়া গিয়া বাজারেই হাঁক ছাড়িয়া বিপিনের সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দেয়। বনবিহারী আসিলে তাহাকে কারণে অকারণে গাল দিয়া নিজের বুকের ভারটা হালকা করে। কিন্তু বনবিহারীও আসিল না।

কিরণ বাসন মাজিতে বসিল।

হঠাৎ কাহার সাড়া পাইয়া কিরণ চমকিয়া উঠিয়া বাসন মাজা বন্ধ করিল। বাহির হইতে কে ডাকিল, "বৌ ?"

কিরণ কোনো সাড়া দিল না

বাসন মাজিবার সময় হাতের শাঁখা বাসনে লাগিয়া শব্দ করিতেছিল। তাই কিরণ বাসন মাজা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আবার ডাক আসিল, "বৌ ?"

কিরণ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বিরক্তির সহিত সাড়া দিল, "কি ?"

বিপিন বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া কিরণকে ডাকিতে-ডাকিতে ঘরের মধ্যে আসিতেছিল। বিপিনের কণ্ঠস্বর চিনিতে কিরণের বিলম্ব হয় নাই। সে বিপিনকে এতো তাড়াতাড়ি ফিরিতে দেখিয়া কম বিস্মিতও হয় নাই। কিন্তু তাহার সমস্ত বিস্ময় রাগ ও অভিমানের তলায় চাপা পড়িল।

বিপিন কাপড় ছু'খানা ও মিষ্টির ঠোঙাটা হাতে লইয়া ঘরে ঢুকিতেছিল, কিরণের সাড়া দিবার সুরে সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

কিরণ মুখ তুলিয়া দেখিল, বিপিনের মুখের উপর একটা আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সে নিজেও আহত হইয়া মাথা নাবাইয়া ফেলিল।

বিপিন তখনো হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়াছিল। কিরণ বাসন মাজা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বিপিনের হাত হইতে কাপড় ছু'খানা ও বাতাসার ঠোঙাটা হাতে লইয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

বিপিন স্পষ্ট লক্ষ্য করিল, কিরণের মুখখানা ভার। সে কাপড় ও বাতাসা দেখিয়া এতোটুকুও হাসিল না, একটুকুও বিস্মিত হইল না অন্যান্য দিন ছল করিয়া ছু'চার কথা বকিত, মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে উপদেশ দিত, কিন্তু আজ তাহাও করিল না।

বিপিন অপমানিত ক্ষুধিত ভিখারীর মতো বাহিরে চলিয়া আসিল, এবং একটা বাঁশের চৌকী টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। সে কতো আশা করিয়াছিল, কিরণ কাপড় পাইয়া আনন্দিত হইবে, হাসিবে। কিন্তু কিরণ তাহাকে কেন এমন করিয়া আঘাত দিল, বিপিন বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার আহত ভালোবাসা অভিমানে ও অপমানের লজ্জায় ফুলিয়া মরিতে লাগিল।

কিরণ ঘরের মধ্যে আসিয়া জিনিসগুলা হাতে লইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বিপিন তাহার জন্য ফুল পেড়ে একখানা কাপড় আনিয়াছে। মিষ্টি আনিয়াছে। তাহার সমস্ত অভিমানটা নিমিষে ধুইয়া গেল।

বিপিন যে তাহার উপর রাগিয়া গিয়াছে, তাহা তাহার বুঝিতে বাকী ছিল না। কেন সে অমন কঠিন ভাব দেখাইল ? কেন সে জিনিসগুলি হাসিয়া হাতে লইল না ?

কিরণের একবার ইচ্ছা হইল, বাহিরে আসিয়া বিপিনের সহিত হাসিয়া কথা কয়। কিন্তু অবাধ্য পাগুলা কোনোমতে উঠিতে চায় না।

কিরণ আরো কতক্ষণ সেই আব্ছা অন্ধকারে ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনের কথা দেহ মানে না। কিরণ কী করিবে !

বিপিনের সমস্ত মনটা মুহূর্তের পর মুহূর্ত ধরিয়া বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। অন্ধকার অমাবস্যা রাত্রে যেমন নক্ষত্রের আলোগুলি জাগিয়া উঠে, তেমনি সেই বিরক্তির উপর আশার ক্ষীণরেখাগুলি মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠিতেছিল। কিরণ অনুতপ্ত হইয়া এখনি আসিয়া তাহার সহিত আগের মতোই হাসিয়া কথা কহিবে।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটিল।

বিপিনের আশা অবশেষে বিরক্তি ও ক্রোধের সহিত মিশিয়া বিরক্তি ও ক্রোধটাকে দ্বিগুণ করিয়া বাড়াইয়া তুলিতে লাগিল।

আরো অনেকক্ষণ কাটিল।

হঠাৎ বিপিন তাহার পাশেই শাঁখার ঠুন্‌কি শব্দ শুনিয়া চমকিয়া চাহিল। কিরণ হাতে মুড়ির পাত্র ও জলের ঘটি লইয়া আসিতেছে। কিরণ তাহার শুষ্ক মুখখানা অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু বিপিনের গম্ভীর মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার মুখের স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যটুকু কোথায় নিঃশেষ হইয়া গেল।

সে মুখ ভার করিয়া কোনোরকমে মুড়ীর বাটি ও জলের ঘটিটা সশব্দে বিপিনের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া একপ্রকার ছুটিয়া পলাইল।

বিপিন কিরণের ভার মুখখানা দেখিয়া আরো চটিয়া গেল।

কিরণ বাহির হইতে একদম খিড়কিতে পলাইয়া আসিয়াছিল।

সে পেয়ারা গাছটার পাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিল, নিজেও বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। এমনি অবস্থায় সে আরো কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়া রহিল।

পরে চুপি চুপি ঘরের মধ্যে আসিল এবং কপাটের ফাঁক দিয়া ধীরে ধীরে সন্ত্রস্ত চোখদু'টা মেলিয়া দেখিল, বিপিন মুড়ী খাইতেছে কিনা।

কিন্তু বিপিনকে দেখিতে পাইল না।

দরজার ফাঁক দিয়া মুখ বাহিব করিল।—কই, বিপিন নাই তো! চৌকা খালি পড়িয়া আছে।

কিরণ দরজা ঠেলিয়া বাহিবে আসিল। বিপিন মুড়ী খায় নাই। জলের ঘটিতে হাত দেয় নাই। কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

কিরণ এক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পরে মুড়ীর বাটি ও জলের ঘটি ঘরের ভিতরে আনিয়া মুড়ী কলসীতে তুলিয়া রাখিল।

বাগে তাহার মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল

নয়

বনবিহারী যে সেই সকাল বেলা ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল, দুপুর হইয়া গেল তবুও বাড়ী ফিরিল না। যখন ফিরিল, তখন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে।

সে সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া নদীর দিকে যাত্রা করিয়াছিল। দাদার খবর লইবে এবং দাদা যদি বলে, তবে বাজার যাইবে।

কিন্তু বনবিহারী পাড়ায় আসিয়া শুনিল, তাহার দাদা বাজার চলিয়া গিয়াছে। সে তখন নদীধারের দিকে দু'এক পা করিয়া চলিতে লাগিল।

আজ কোনো কাজেই তাহার মন লাগিতেছে না। শুধু বেড়াইতে ইচ্ছা করিতেছে। একলা।

বনবিহারী পাড়া ছাড়াইয়া, চর ছাড়াইয়া নদীর ধারে আসিয়া পৌছিল। জ্যৈষ্ঠের দক্ষিণ বাতাসে নদীতে ঢেউ উঠিয়াছে।

বনবিহারী ঘাসের চাপ্ড়ার উপর বসিয়া পড়িল।

সে একলা। কিন্তু তাহার চিন্তা অনেকগুলি। নদীরও অবস্থা ঠিক তেমনি। নদী একলা। ঢেউগুলি তার অজস্র চিন্তা।

বনবিহারীর শুধুই ভাবিতে ভাল লাগে। কী ভাবিবে সে? আর কতো ভাবে? নাঃ, ভাবিতে আর ভালো লাগে না।

বনবিহারী চুপ করিয়া নদীর দিকে তাকাইল। না-ভাবিতেও আবার ভালো লাগে না।

এ যেন একটা নেশা!

মদ খাইতে ভালো লাগে না। অথচ তাহার নেশার আকর্ষণ আছে। ভাবিয়া ভাবিয়া বনবিহারী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তবু তাহার ভাবিতে ভালো লাগে।

লক্ষীর সেই মুখ! সেই আর্ত কথাগুলি! সেই ভয়ব্যাকুল স্পর্শ! বনবিহারী ভাবে আর ভাবে।

বনবিহারীর আরো অনেকক্ষণ এমনি ভাবেই কাটিল। সে দুইবার নদীর দিকে তাকাইল, দুইবার পাড়ার দিকে তাকাইল, চারিবার কোথায় তাকাইল বুঝিল না।

বনু বাড়ী ফিরিল।

কাল তাহার বৌদিদি ছ'টা পয়সা দিবে স্বীকার করিয়াছে। সেই ছ'টা পয়সা লইয়া সে লক্ষীকে একটা কলসী কিনিয়া দিবে।

বনু তাড়াতাড়ি পাড়ার মধ্য দিয়া পথ চলিতেছিল। হঠাৎ তাহার পিছন হইতে কে ডাকিল, "বনুদা?"

বনু তাকাইয়া দেখিল, লক্ষী তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসিতেছে।

বনু লক্ষীর মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল। লক্ষীর মুখে কালিকার সেই ভয়ের এতোটুকু চিহ্নও নাই। বনবিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া লক্ষী বরং হাসিতেছে। স্নিগ্ধ, চপল, দুষ্টামিভরা হাসি। চোখে হাসি, মুখে হাসি। এই চোখমুখ যে কাল অমন করিয়া কাঁদিয়াছিল, এ যেন বিশ্বাস হয় না। চারিদিকের রোদে যেমন উজ্জ্বল শাদা হাসি, লক্ষীর মুখে চোখেও তেমনি।

বনবিহারী কিন্তু লক্ষীর মুখের দিকে চাহিয়া মোটেই হাসিতে পারিল না। সে যে অপরাধী। তাহার মাথাটা তাহার অজ্ঞাতে ঝুঁকিয়া পড়িল। বনু কোনো রকমে কহিল, "কী?"

লক্ষ্মীকে যেন হাসির ভূতে পাইয়াছিল। সে অকারণে আবার বনবিহারীর মুখের দিকে তাকাইয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। হাসিয়া বলিল, "মা তোমাকে ডাকৃতেছে।"

বনু বলিল, "কেন?"

লক্ষ্মী আবার এক ঝলকা হাসিয়া ফেলিল। "কলসীর পয়সা আদায় ক'র্‌বে তাই।" লক্ষ্মী হাসিয়া লুটিয়া পড়িল।

বনবিহারী ফ্যাকাশে হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বনবিহারীর মুখের অবস্থা দেখিয়া লক্ষ্মী নিজের হাসি সংযত করিয়া বলিল, "না গো না। মিছিমিছি ব'ল্‌ছি। মা তোমায় কি ব'ল্‌বে, তাই ডাকৃতেছে।"

লক্ষ্মী আগে আগে চলিল। বনু চলিল তাহার পিছু পিছু।

লক্ষ্মী ঘরে আসিয়া মার উদ্দেশ্যে ডাকিয়া বলিল, "এই যে মা, বনুদা এসেছে। কি ব'ল্‌বে, বল।"

দুর্গামণি একটা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়া শুইয়া কাঁপিতেছিল। বনবিহারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "বাবা বনু, একটি কাজ কর না বাবা?"

দুর্গামণির জ্বর দেখিয়া বনুর যথেষ্ট দয়া হইতেছিল, কালকার কলসীটার কথা মনে হইতেই তাহার দয়াটা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। কাল সে ইহাদের ক্ষতি করিয়াছে, আজ যদি কোনো উপকার করিতে পারে।

বনবিহারী দুর্গামণির মাথার পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "বল না মাসী, কি ক'র্‌তে হবে।"

দুর্গামণি পাশ হইয়া শুইয়া বলিল, "তুই পার্‌বি বাবা? বিপিন আবার ব'ক্‌বে না তো?"

—"না, দাদা বাজার গেছে। তার ফির্‌তে অনেক দেরী। আমারও কোনো কাজ নেই। বল কি ক'র্‌তে হবে।"

দুর্গামণি দুর্বল হাতটা কপালের উপর রাখিয়া বলিল, "বড় মাথার যাতনা বাবা। মাথা তুল্‌তে পারিনে। যদি একবার তুই হরেকিষ্ট ডাক্তারকে ডেকে দিতিস্, সে একবার দেখে কি ব'ল্‌ত।"

—"এই কথা?" বনবিহারী বীরদর্পে উঠিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল লক্ষ্মীর দিকে। লক্ষ্মী ঘরের কপাটে ঠেস্ দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তার মুখে-চোখে এক অস্পষ্ট কৃতজ্ঞতার ছায়া।

বনবিহারী ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার দুর্গামণির জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিল। বনবিহারী আবার ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারিতে ঔষধের জন্য গেল।

ডাক্তার ঔষধ দিতেও যথেষ্ট দেরী করিল। বনবিহারী মাঝে মাঝে তাহাকে তাড়া দিয়া বলে, "ডাক্তার বাবু, আর কতোক্ষণ ব'স্‌ব?"

ডাক্তার-বাবু হোমিওপ্যাথিক প্র্যাক্‌টিশ করে; নাকি কলিকাতার কলেজে পাশ কবিয়া আসিয়াছে। তবে অনেকে আড়ালে বলে, আগে কলিকাতার কোন্ মাড়োয়ারি দোকানে খাতা সারিত। যাহাই হউক, ডাক্তার হবেকিষ্ট চন্দ অতি সহজে ঔষধ দেয় না। রোগীর বাড়ীর লোক অনেকক্ষণ বসিযা থাকিবার পর তবে সে ঔষধ বাহির করে।

আজো বনবিহারীকে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল।

বনবিহারীর ডাক্তারের বাড়ীতে বসিতে কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি ঔষধটা লইয়া যাইতে পারিলে দুর্গামণি তাড়াতাড়ি ঔষধ খাইয়া সুস্থ হইতে পারে। ডাক্তার-বাবু কোনো কথা কয় না। মাঝে মাঝে কেবল চসমার অভ্যন্তর দিয়া তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। মহাদেবের দৃষ্টিতে মদন পুড়িয়া ছাই হইয়াছিল, ডাক্তারের দৃষ্টিতে বনবিহারী ভয়ে কুঁক্‌ড়াইয়া গেল।

ডাক্তাব-বাবু অনেকক্ষণ পরে বলিল, "ব্যস্ত হ'লে চলে না, বুঝ্‌লে? এ সব কি কব্‌রেজি পেয়েছ না য়্যালোপ্যাথিক পেয়েছ! এ হ'চ্ছে বাপু হোমিওপ্যাথিক। এর মাত্রা সম্বন্ধে কতো ভাব্‌তে হয়। এক ডাইল্যুসনে কতো ষ্ট্রেংথ্‌ বেড়ে যায়।"

অবোধ্য কথাগুলা শুনিয়া বনবিহারী ডাক্তার-বাবুব দিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া তাকাইল। উঃ, ডাক্তার-বাবু কতো না জানে!

হরেকিষ্ট ডাক্তার বলিল, "হোমিওপ্যাথিক ওষুদেব ডাইল্যুসনই হ'চ্ছে আসল জিনিস। ডাইল্যুসন্‌·· ডাইল্যুসন্‌ জানিস্‌?"

বনবিহারী কাঁচু মাচু কবিয়া বলিল, "আমরা কি ক'রে জান্‌ব বাবু?"

আত্মম্ভরিতার চটুল হাস্তে গোঁফযুগল স্ফীত কবিয়া ডাক্তার বলিল, "হুঁ। তা আর তোরা জান্‌বি কিসে?"

অবশেযে বনবিহারীকে চাবটা পুরিয়া কবিয়া দিয়া চার গণ্ডা পয়সা পকেটে ফেলিয়া ডাক্তার অন্দরেব দিকে চলিল। পয়সাব জন্ত গৃহিণী অপেক্ষা কবিতেছেন। পয়সা পাইলে তেল আনাইতে পাঠাইবেন। তেল আসিলে তরকারি হইবে।

বনবিহারী ঔষধ লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, ঔষধ কেমন করিয়া ও কখন খাওয়াইতে হইবে জানিয়া লওয়া হয় নাই।

হবেকিষ্ট-বাবু অন্দর হইতে বাহিবে আসিতে বনবিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "কখন খাওয়াবো বাবু।"

—"এক্‌খুনি গিয়ে একটা। তাব পর দু'ঘণ্টা ছাড়া, বুঝ্‌লি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

বনবিহারী চলিয়া যাইতেছিল, হরেকিষ্ট ডাক্তার তাহাকে পেছন হইতে ডাকিয়া বলিল, "ওরে, শুন্‌ছিস্‌?"

—"কি বাবু?" বনবিহাবী ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—"আজকাল কি মাছ পাওয়া যায় ব'লত ?"

—"যা চাইবেন বাবু। ইলিশটি বাদে।"

হরেকিষ্ট-বাবু মাথা চুলকাইয়া বলিল, "আমার বড়ো মেয়েটা সেদিন শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে। মা আমার কই, সিঙি, মাগুর—এই সব জ্যান্ত মাছ খেতে ভারি ভালোবাসে। তা যদি প্রত্যেক দিন কিছু কিছু দিতে পারিস্।"

বনবিহারী সবিনয়ে বলিল, "তা বাবু পার্‌ব বৈকি।"

হরেকিষ্ট-বাবু আপ্যায়িত হইয়া বলিল, "বেশ। বেশ। আমি কি বলি জানিস্? ওর কঠিন রোগ। ওষুধ-পত্তব লাগ্‌বে ঢের। তোরা গরীব মানুষ। পয়সা কোথা পাবি? তার চেয়ে প্রতিদিন যদি সের খানেক কইমাছ দিস্, আর তাহ'লে কোনো ভাবনা থাক্‌বে না। আর কই, সিঙ্গি না হ'লেও যে কিছু ব'য়ে যাবে, তা না। পোনামাছ পাস, ভালো। ভেট্‌কী পাস, ক্ষতি নেই। তবে মাছটা চাই। মাছ না হ'লে মা আমার খেতে পারে না।"

গরীব লোকদের কাছে ডাক্তাদের সম্মানটা চিরকাল বেশী। তাহারা তাহাকে দেবতা বলিয়া মনে করে। বনবিহারীও মনে করিত। ডাক্তার-বাবুর প্রস্তাবটা তাহার কাছে ভীতিকর বলিয়া মনে হইলেও তাহার উপর কোনো কথা কহিবার শক্তি ছিল না। বনবিহারী কিছু না কহিয়াই বাড়ী-মুখো চলিতে লাগিল।

যাক, বনবিহারী ফিরিয়া আসিয়া লক্ষ্মীকে তাহার মায়ের ঔষধ হাতে দিয়া ও ঔষধের নিয়মাবলীর নির্দেশ জানাইয়া বাড়ী ফিরিল।

বনবিহারী বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, ঘর খোলা পড়িয়া আছে, ঘরে দাদা বা বৌদি কাহারো সাড়া নাই। বনু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ডাকিল, "বৌ?"

সাড়া নাই।

বনু রান্নাঘরের দিকে আসিল ও রান্নাঘরের বাঁশের কপাট ঠেলিয়া দেখিল, রান্নাঘরের উনান গোড়া বেশ ঝাড়ামোছা, ধোয়া, পরিষ্কার। সেখানে ভাতের হাঁড়ি নীচে নাই। তরকারি রাঁধিবার কড়া ধোয়া হইয়া পড়িয়া আছে।

বনবিহারী কিছুই বুঝিল না। ডাকিল, "বৌ, অ-বৌ ?"

ঘরের ভিতর হইতে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কিরণের সাড়া আসিল, "কি ?"

বনবিহারী ঘরের দোরের পাশে আসিয়া বলিল, "এরি মধ্যে শুয়ে প'ড়্‌ছ যে ? দাদা কোথা ?"

কিরণ গম্ভীরভাবে বলিল, "আমি কি জানি ?"

বনবিহারী বুঝিল, বৌদিদি তাহার আসিতে দেরী দেখিয়া চটিয়া গিয়াছে। সে চুপি চুপি তেলের শিশিটা খুঁজিয়া বাহির কবিল, এবং কোনো রকমে মাথায় তেল ঢালিয়া পুকুরের দিকে চলিল।

বনু কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা ডুব দিয়া পৌঁছিয়া গেল, এবং কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে কিরণকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "ভাত দিবে চলো বৌ।"

ঘর হইতে কোনো সাড়া আসিল না।

বনবিহারী কাপড় ছাড়িয়া ঘরে আসিয়া বলিল, "ওঠ ?"

কিরণ আঁচল পাতিয়া মেঝেয় শুইয়াছিল। তেমনি পড়িয়া থাকিয়া বলিল, "আমি পারব না।"

বনু বুঝিল, বৌদি চটিয়া গিয়াছে। অন্য সময় হইলে সে নিজেও চটিয়া যাইত। কিন্তু আজ ফিরিতে বেলা হইয়াছে বলিয়া সে কিছুই কহিতে সাহস পাইল না। চুপে চুপে রান্নাঘরে আসিয়া তাক্ হইতে হাঁড়ি নামাইয়া ভাত বাহির করিতে বসিল।

দেখিল, হাঁড়িতে মাত্র চারটি পান্তা ভাত পড়িয়া আছে। বনবিহারী বুঝিল, আজ ঘরে ভাত হয় নাই। নিশ্চয় দাদা ও বৌদির মধ্যে ঝগড়া হইয়াছে।

বনবিহারী হাঁড়ির পান্তাভাতগুলার মধ্যে হাত দিয়া দেখিল, তাহাতে পেট ভরিবে না।

বনবিহারীর ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছিল। তাহার উপর আবার রাগও জ্বলিয়া উঠিল। সে ভাতের হাঁড়িটা দুপ্ করিয়া তাকের উপর বসাইয়া দিয়া ঘরে আসিয়া বলিল, "খাব কি?"

—"ছাই! যে খাবে রান্না ক'রে খাবে। আমি যে চার চিরকাল পার্‌ব এমন কি কথা আছে?"

বনবিহারী কিছুই কহিল না। ছাই যে একটা খাদ্যবস্তু তাহাও মানিল না। কি করিবে না করিবে স্থির করিতে না পারিয়া অন্যমনস্কভাবে পথে বাহির হইল।

মাথায় জ্যৈষ্ঠ মাসের সূর্য আগুন ঢালিতেছিল। বনবিহারী সেই রৌদ্রে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল। পরে দু'একপা করিয়া লক্ষ্মীদের বাড়ীর দিকে চলিল। লক্ষ্মী আর লক্ষ্মীর মার সহিত গল্প করিয়া কোনো রকমে ক্ষুধা সহিয়া লইবে।

বনবিহারী লক্ষ্মীদের বাড়ীতে আসিল।

লক্ষ্মীর মা তেমনি শুইয়া আছে। লক্ষ্মী তাহার পাশে বসিয়া গা টিপিয়া দিতেছে। বনবিহারী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ক'ম্‌ছে মাসী?"

—"না বাবা। সারা গাটা যেন পাকা ফোড়া হ'য়েছে। কি ব্যথা! পাশ ফির্‌তে পারিনে। তাই লক্ষ্মীকে দিয়ে একটু হাত বুলিয়ে নিচ্ছি।"

বনু একটা ছোট চৌকী টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল।

দুর্গামণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দিয়ে ভাত খেলি বাবা? বৌমা কি রান্না ক'র্‌ছে?"

বনবিহারী কি কহিবে খুঁজিয়া পাইল না।

লক্ষ্মী বনবিহারীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "খাওনি বুঝি?"

বনবিহারী বলিল, "কেন খাবো না?"

লক্ষ্মী বলিল, "তবে তরকারির নাম ব'ল্‌তে পার না কেন?"

দুর্গামণিরও সন্দেহ হইল। মাথাটা তুলিয়া বলিল, "খাসনে, নয়? হ্যাঁ, এই তো গেলি, এরই মধ্যে সান্‌-খাওয়া কি ক'রে হ'লো?"

বনবিহারী দুর্গামণিকে আর মিথ্যা কথা বলিতে পারিল না। কেমন যেন বাধিল। সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

লক্ষ্মী তাহার ব্যাকুল চোখদু'টি তুলিয়া বলিল, "খাওনি?"

—"না।"

দুর্গামণি শুধাইল, "কেন?"

—"ভাত হয়নি। বৌদি রাগ ক'রে শুয়ে আছে।"

—"বিপিনের সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌ছে বুঝি? সত্যি, বৌটা যে কি!"

লক্ষ্মী কি করিবে খুঁজিয়া পাইল না। দুর্গামণি বলিল,"ভাত আছে রে লক্ষ্মী?"

—"না।"

দুর্গামণি ধমক দিয়া উঠিল, "তা আর থাক্‌বে কেন? রাতদিন গিল্‌লে ভাত আর হাঁড়িতে থাকে ক'থেকে!"

লক্ষ্মী কিছুই কহিল না। মায়ের কাছে এমন গালি খাওয়া তাহার অভ্যাস আছে। তাহার মুখের উপর এতোটুকু প্রতিবাদ বা অপ্রতিভতার আভাস বনবিহারী খুঁজিয়া পাইল না।

দুর্গামণি বলিল, "ছাখ্‌ত লক্ষ্মি, চালের কলসীটা। চাল আছে নাকি।"

লক্ষ্মী এই কথাটাই ভাবিতেছিল। কিন্তু ভয়ে বলিতে পারে নাই। পাছে মা বকে। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আছে। রেঁধে দি?"

বনবিহারী বলিল, "না। আমি খাবো না।"

লক্ষ্মী ধম:কর সুরে বলিল, "থামো।"

বনবিহারী চুপ করিল।

লক্ষ্মী ভাত বসাইতে গেল।

দুর্গামণি বলিল, "বাবা, মেয়েটাকে নিয়েই আমার যতো জ্বালাতন। অত বড় হ'য়েছে; ওকে দেখ্‌লে আমার গলায় ভাত চলে না। ওর মামা এক সম্বন্ধ ক'চ্ছে। দেখি, দেখে শুনে এই জষ্ঠি মাসের মধ্যেই ওকে বিদেয় ক'র্‌ব।"

বনবিহারী তেমনি চুপ করিয়া রহিল।

দুর্গামণি কহিতে লাগিল, "তবে জানিস্‌ কি বাবা বনু। ছেলেমেয়ে উ একলা। তাই ভাবি, কাছে রাখ্‌ব। যদি একটা ঘর-জামাই পাই। কিন্তু সেও কি জুটে? কি আছে অর বাপের যে লোক এখানে এসে থাক্‌বে। দাদাও ব'ল্‌ছে, আর থাক্‌তে পার্‌বে না। সত্যি আর কতদিন বা থাকে? তার ঘর আছে, সংসার আছে, মাগ আছে, পো আছে। এখানে এমন ক'রে প'ড়ে থাক্‌লে আর চলে কি ক'রে?"

বনবিহারী তবু কিছুই কহিল না।

দুর্গামণি দম লইয়া আবার সুরু করিল, "না জুটে, আর কি ক'র্‌ব? যা আছে ভাগ্যে তাই হবে। আমার ভাগ্যি যদি ভাল হ'ত তবে কি আর ওর এমন দশা হয়?"

বনবিহারী আর চুপ করিয়া থাকা সুশোভন বিবেচনা করিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "বরের ঘর কোথা?"

—"গাঙের উ-পারে বাবা। হঠাৎ ইচ্ছা ক'র্‌লে যে চলে যাবো, তার উপায় নেই। আর না দিয়েই বা উপায় কি? অত বড় ধাড়ী মাগীকে আর ক'দিন পুষে রাখি। আর আমারও যে কাল জ্বর ধ'র্‌ছে, ই-ও ছাড়্‌বে, তা মনে হয় না। একমাস কি পনের দিন গেল, তো আবার ফিরল। এতে কি আর লোক বাঁচে?"

বনবিহারী বলিল, "বরকে তুমি দেখ্‌ছ মাসী ?"

দুর্গামণি বলিল, "হ্যাঁ। এই চোত মাসে যে মনসার যাতে গেছনু, তায় দেখ্‌ছি। মাছ বিক্‌তেছেল। সে আর তার মা। মাটা একেবারে বুড়ী।"

—"বরের বয়েস কত ?"

দুর্গামণি বলিল, "তা বয়েস একটু হোচে বাবা। পুরুষ মানসের বয়েসের কি বলো ? অদের আশী বছরেও বে-র বয়েস যায় না।"

বনবিহারী হাসিয়া বলিল, "বুড়ো নয়তো ? দ্যাখো মাসী, লক্ষ্মীটাকে বুড়া বরে দিয়ো না যেন।"

দুর্গামণি বলিল, "তোর যে-কথা বনু! বুড়া হ'তে যাবে কেন ? যোয়ান, খুব যোয়ান। আর ছেলেটা নেহাৎ বাচ্চা।"

—"ছেলে ? ছেলে কি মাসী ?"

—"জামায়ের পো। আগের বৌটা মাস-দেড়েক হ'লো ম'রে গেছে। তার কি হবে আর! দোজপক্ষে কি কারু বে হয়নি নাকি ? আর লক্ষ্মীকে তাদের খুব পছন্দ হোচে। ভালোয় থাক্‌লে হ'লো। এক বিঘা জমি আছে বরের, খাওয়ার কষ্টটা থাক্‌বে না। আর গয়না ছিল সে বৌয়ের। তাবিজ, মাকড়ি, নাক-ছাবি। সব দিবে।"

বনবিহারী কিছু কহিল না।

দুর্গামণি আরো অনেকক্ষণ অনেক বকিল।

লক্ষ্মী আসিয়া বলিল, "খাবে এসো বনুদা ?"

—"এরি মধ্যে তুই রাঁধ্‌লি কি ক'রে লক্ষ্মী ?"

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, "খালি ভাত যে! বেগুন ভাতে দিয়েছি। আর কিচ্ছু নেই। লঙ্কা খাও তো দেব। কাঁচা লঙ্কা।"

বনবিহারী আসিয়া খাইতে বসিল।

লক্ষ্মী ঘর হইতে পেঁয়াজ আনিয়া পেঁয়াজ ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিল, "কি দিয়ে খাবে তুমি বনুদা ?"

বনু উত্তরে এক থাবা ভাত মুখে পূরিয়া দিল।

লক্ষ্মী বনুর পাতে ছাড়ানো পেঁয়াজগুলি দিয়া তাহার পাশে থপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

বনবিহারী কি বলিতে যাইতেছিল, লক্ষ্মী বলিল, "কলসী কোথা বনুদা ? নতুন কলসী কিনে দেবে ব'ললে যে ?" বলিয়া লক্ষ্মী ফিক্ করিয়া হাসিল।

বনবিহারী বলিল, "দেব'খন।"

লক্ষ্মী আবার মুখ টিপিয়া হাসিল।

বনবিহারী কি ভাবিতেছিল, বলিল, "তোর বব পছন্দ হ'ল লক্ষ্মী ?"

—"হবে না কেন ? বেশ তো।"

বনবিহারী চুপ করিল।

লক্ষ্মী বলিল, "আমার ভারি পছন্দ হ'য়ে গেছে।"

বনবিহারী মুখের ভাত গিলিয়া বলিল, "দেখতে কেমন রে ?"

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, "পাহাড়ের মত।"

—"ধ্যেৎ।"

—"সত্যি !"

বনবিহারী আর কিছুই কহিল না।

লক্ষ্মীও কিছুই কহিল না। নীরবে বসিয়া বসিয়া বনবিহারীর ভাত-খাওয়া দেখিতে লাগিল।

বনবিহারী খাইয়া-দাইয়া সেই রোদে পাড়ার দিকে চলিয়া গেল। সেদিন সে আর লক্ষ্মীদের বাড়ীর দিকেও আসিল না।

দশ

কিরণ ও বিপিনদের সংসারে আবার কেমন করিয়া শান্তি ফিরিয়া আসিল, তাহা জানি না। যাহাই হউক, সমস্ত ঝগড়া-কলহ ও রাগ-অভিমানের আপোষ-নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। কিরণ আবার রান্না ও ঘরের কাজ সুরু করিয়াছে। বিপিন মাছ ধরিয়া আনিতেছে। বনবিহারী কখনো দাদার সহিত কখনো বৌদিদির সহিত, কখনো বা একলা ঘুরিতেছে।

পরন্তু বনবিহারী সেই যে লক্ষ্মীদের বাড়ী হইতে আসিয়াছে, আর সে-মুখো হয় নাই। বনবিহারী কেন যে যায় না, তাহা বনবিহারীও হয় তো নিজে স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিবে না। তাহার যাইতে ভালো লাগে না, এই মাত্র সে বলিতে পারে।

আজ বনবিহারী সকাল বেলা নদীর দিক হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল। একটা ফুলগাছের পাশে লক্ষ্মী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; বনবিহারীকে দেখিয়া বলিল, "বনুদা, আচ্ছা মানুষ তুমি বটে ?"

বনবিহারী থতমত হইয়া গিয়া বলিল, "কেন ?"

—"নইলে কি আর মাকে একবার দেখ্‌তে আস্‌তে না ? মার জ্বর একটুও কমেনি, বরং বাড়্‌ছে।"

—"ডাক্তার-বাবু আসেনি ?"

—"হ্যাঁ। নাকি আরো অনেক ওষুধ খেতে হবে। এক সের কই মাছ নিয়ে গেল। মামা ধ'রে রাখ্ছিল। ডাক্তার-বাবু ব'ল্ছে, ওষুদের দাম আর দিতে হবে না।"

বনবিহারী লক্ষ্মীর কথায় কোনো সায় দিল না। বলিল, "চল, মাসীকে দেখে আসি।"

লক্ষ্মী আগে আগে চলিল। বনবিহারী তাহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। লক্ষ্মী বলিল, "মা তোমাকে কতবার খুঁজ্ল। তুমি একটি বারও যদি আস্তে। তুমি ভারী নিষ্ঠুর।" হঠাৎ লক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "মা তোমাকে খাটায়, তাই যাও না, নয়?"

—"না। এমনি।"

—"ও, বুঝ্ছি।"

—"কি?"

—"পয়সা দেওয়ার ভয়ে, না? কলসীর পয়সা এনেছ আজ?"

—"হ্যাঁ।" বলিয়া বনবিহারী তাহার কোমর হইতে ছ'টা পয়সা বাহির করিয়া বলিল, "এই যে।" এবং লক্ষ্মীকে দেওয়ার জন্য হাত বাড়াইল।

লক্ষ্মী তামাসা করিতেছিল। বনবিহারী সত্য সত্য পয়সা বাহির করিতেছে দেখিয়া তাহার মুখের হাসি শুকাইয়া গেল। সে বলিল, "কি হবে পয়সা?"

—"কলসীর দাম।"

—"চাইনে।"

—"বেশ। তবে মাসীকে দেব।"

লক্ষ্মী ভয় পাইয়া বলিল, "মাকে?"

—"হ্যাঁ।"

বনবিহারী আগাইয়া চলিল।

লক্ষ্মী পিছনে যাইতে যাইতে বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি বনুদা, মাকে পয়সা দিয়ো না। মা তা হ'লে মেরে আর কিচ্ছু রাখ্‌বে না।"

বনবিহারী অবাক হইয়া বলিল, "মার্‌বে কেন?"

—"মাকে আমি মিছে কথা ব'লেছি।"

—"কি?"

—"পা ফস্‌কে প'ড়ে ভেঙে গেছে।" বনবিহারী আগাইয়া চলিল। লক্ষ্মী মিনতি করিল, "তোমার পায়ে পড়ি, মাকে দিয়ো না।"

বনবিহারী বলিল, "বেশ, তুই নে।"

বনবিহারী লক্ষ্মীর একটা হাত ধবিয়া ফেলিয়া তাহার হাতের মধ্যে ছ'টা পয়সা গুজিয়া দিল।

লক্ষ্মী হতভম্ব হইয়া গিয়া বলিল, "কি হবে আমার পয়সা?"

—"কলসী কিন্‌বি।"

—"না।"

লক্ষ্মী পয়সাগুলা মাটির উপর ফেলিয়া দিয়া ঘরের দিকে চলিযা গেল। বনবিহারী পয়সাগুলা কুড়াইয়া লইয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে ঘরেব দিকে ফিরিল। লক্ষ্মীর বাড়ী আর গেল না।

সারাট দিন বনবিহারী আর লক্ষ্মীদের বাড়ীর দিকে পা দিল না। লক্ষ্মী তাহাকে রীতিমত অপমান করিয়াছে। কেন লক্ষ্মী অমন করিল? তাহার কাছ হইতে পয়সা ছ'টা লইলে কি এমন ক্ষতি হইয়া যাইত? বনবিহারী নিজের মনে মনে অনেকক্ষণ জল্পনা করিল। শেষে স্থির করিল, থাক্‌, লক্ষ্মীটা বোকা মেয়ে, তাহার উপর রাগ করিয়া কি হইবে?

বনবিহারী সন্ধ্যাবেলা লক্ষ্মীদের বাড়ী বেড়াইতে আসিল।

লক্ষ্মী বনুকে দেখিয়া বেহায়ার মত হাসিয়া উঠিল, "রাগ ক'রোনি?"

বন্নু হাসিয়া বলিল, "রাগ ক'র্‌তে পার্‌লে কর্‌তাম। আচ্ছা, কেন পারিনি বল্‌তো? তোর উপর রাগ ক'র্‌তে আমার কষ্ট হয়।"

লক্ষ্মী গম্ভীর হইবার ভান করিয়া বলিল, "বুঝ্‌তে পেরেছি।"

বনবিহারী বলিল, "কি?"

লক্ষ্মী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা কবিল, "কি বল তো?"

—"আমি জান্‌বো কি ক'রে?"

—"জান। তুমি ঠিক জান।"

বনবিহারী বলিল, "আচ্ছা, কই বল্।"

—"ধ্যেৎ, ব'ল্‌তে নেই।"

লক্ষ্মী ছুটিয়া কোথায় পলাইয়া গেল।

বনবিহারী মাসীর সহিত কথা কহিতে গেল। কথাবার্তা শেষ করিয়া বাড়ী আসিবার আগে লক্ষ্মীর এদিক ওদিক সন্ধান করিল, কিন্তু লক্ষ্মী যে কোথায় লুকাইয়াছে, তাহার নাগাল মিলিল না।

বনবিহারী পথ চলিতেছিল। তৃতীয়াব ক্ষীণ জ্যোৎস্না মবে মরে। বনবিহারীর মন বলিল, লক্ষ্মী তাহাকে ভালো বাসে।

আর সে? সে তো বাসেই! বন্নু লক্ষ্মীর মুখখানা ভাবিতে-ভাবিতে ঘরে ফিরিল।

কিন্তু ভালো বাসিয়াই বা লাভ?

লক্ষ্মীর তো বিবাহ হইয়া যাইবে! এমন ভালোবাসা যে পাপ। না, বনবিহারী ভালো বাসিবে না।

এগারো

বনবিহারী ভালো বাসিবে না স্থির করিলেও, লক্ষ্মীর মুখখানা সে কোনো মতে ভুলিতে পারে নাই। লক্ষ্মীর ছায়া তাহাব মনেব চারিধাবে ফিরিতেছে।

সেদিন সকাল সকাল বাজার হইতে ফিরিয়া বনবিহাবী তেল, মুন ও মসলা কিরণের হাতে দিয়া ঘাটে হাত-মুখ ধুয়িতে গিয়াছিল। কিরণ তেলটা দেওয়ালে পেরেকে ঝুলাইয়া রাখিয়া, মুনটা একটা নারিকেল মালায় ঢালিয়া রাখিতে গেল। হঠাৎ রান্নাঘরের দোরের পাশে হাতেব চুড়িব শব্দ হইতেই সে ফিরিয়া তাকাইল। "লক্ষ্মী যে?"

—"হ্যাঁ, বৌদি।. বনুদা কোথা?"

—"বনু? কেন, কি ক'র্‌বে?"

—"মা ডাক্‌ছে। ওষুদ এনে দেবে।"

—"হ্যাঁ, একটা লোক ঠাউবেছিস্‌ বটে। সে এই মাত্তব বাজাব থাক্‌তে এল, এখন না যেয়েও ছাড়ে!"

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, "যাবে। কই সে?"

—"ঘাটে গেছে। মুখ ধুতে।"

বনবিহারী ঘাট হইতে আসিয়া বলিল, "মুড়ী দাও বৌ। বড্ড খিদে লাগ্‌ছে।"

লক্ষ্মী ডাকিল, "বনুদা ?"

—"কিবে লক্ষী ?"

—"মা তোমাকে ডাক্‌তেছে।"

—"চল্‌।"

—"মুড়ি খাবে না ?"

—"এসে খাব'খন। চল্‌। বোদ বেড়ে যাবে।"

কিবণ মুড়ি আনিযা দেখিল, বনবিহাবী আর লক্ষ্মী কেহ নাই। কিবণ আশ্চর্য হইল, বনু মুডি না খাইয়াই কোথায় গেল ? পবে একটু মুখ টিপিয়া হাসিল।

লক্ষ্মী মায়া কবিয়াছে।

বনবিহাবী লক্ষ্মীদেব ওখানে আসিয়া লক্ষ্মীব মায়েব জন্য ঔষধ আনিতে গেল এবং ঔষধ আনিয়া দিয়া যখন বাড়ী ফিবিল, তখন বেলা প্রায় দুপুব।

বনু স্নান করিয়া আসিয়া ভাত খাইতে বসিয়াছে। কিরণ পাতেব গোড়ায় বসিয়া পড়িয়া একটু হাসিয়া বলিল, "আব আমি একলা খাটতে পারিনে বনু।"

বনবিহাবী মুখ তুলিয়া কিবণেব মুখেব দিকে চাহিল।

কিবণ বলিল, "আমি একটা মেয়ে যোগাড় ক'চ্ছি। বে' ক'ব্‌বি বনু ?"

মুখের ভাতগুলা গিলিয়া ফেলিয়া বনু বলিল, "ধ্যেৎ !"

—"ধ্যেৎ কেন ? মেয়ে যদি তোব পছন্দ হয় ?"

—"ইস্‌ পছন্দ হ'লো আবকি।"

—"হবে। মেযেটি কে জানিস্‌ ?"

—"কে ?"

—"লক্ষ্মী। লক্ষ্মীকে বিয়ে ক'ব্‌বি ?"

—"যাও, কি যে বল !"

—"কেন? লক্ষ্মীর মারও কোনো অমত হবে না। তোর দাদাকে আমি ব'ল্‌ব।"

—"খবরদার বলো না বৌ।" বনবিহারী একটু থামিয়া বলিল, "লক্ষ্মীর বে'র সব ঠিক হ'য়ে গেছে। সাম্‌নের বুধবারে। এক্ষুণি তার মামা ফিরে এসে ব'ল্‌ল।"

—"সত্যি?"

—"হ্যাঁ গো।"

কিরণ বলিল, "লক্ষ্মী কি বলে?"

—"কি আর ব'ল্‌বে। তাকে অনেক গয়না দেবে। তাছাড়া তাদের জমি আছে। ঘরে চারটা কোঠা। লক্ষ্মীর খুব ফুর্তি।"

বনবিহারী আর ভাত খাইল না।

কিরণ বলিল, "ভাত প'ড়ে রইল যে?"

—"আর খাবো না বৌ। খিদে নেই।"

বনবিহারীর বিবাহের কথাটা কিরণের এতোদিন বড়ো একটা মনে হয় নাই। আজ কিন্তু এই কথাটা তাহাকে পাইয়া বসিল। কিরণ ভাবিল, বেশ হবে সে। ছোট একটা বৌ তাহার পিছনে পিছনে ফিরিবে—আর সে গিন্নিপনা করিবে! সে তাহাকে আদর করিবে, শাসন করিবে, গাল দিবে, চুল বাঁধিয়া দিবে, সাজাইবে। ঘর-সংসারের কাজ কর্ম শিখাইবে।

বিপিন বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া খাইয়া-দাইয়া তামাক খাইতে বসিয়াছিল। কিরণ পাশে আসিয়া বলিল, "আর কতোদিন আমি খেটে-খুটে মরি বলতো? গিন্নিপনা ক'র্‌তে বড় সাধ হ'চ্ছে।"

বিপিন হুঁকাতে একটা টান দিয়া বলিল, "হবারই কথা। আমিও তাই ভাব্‌তেছি।"

—"ঠাট্টা নয়।" কিরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল।

"মোটেই না।" নিজের কথায় গুরুত্ব প্রমাণ-কল্পে বিপিন হুঁকায় এক টান দিল।

কিরণ বলিল, "বয়স তো বয়েস হ'লো। একটা বৌ ক'রে আনো না। আমি একলা আর তোমার সংসারে কতো খাটি ?"

—"আমিও তাই ভাব্‌তেছি বৌ। কন্যাও ঠিক কচ্ছি।"

কিরণ বলিল, "সত্যি ? না, ঠাট্টা কচ্ছ ?"

—"ঠাট্টা নয় বৌ, সত্যি। মেয়েও পছন্দ হবে। অপছন্দ হবার মেয়েই সে নয়।"

—"কে বল তো ?"

বিপিন একটু হাসিল। পরে বলিল, "আচ্ছা সে পরে ব'ল্‌ব।"

কিরণ আর বেশী পীড়াপীড়ি করিল না। সেটা তার স্বভাবের বাইরে।

কিরণ ভিতরে গেল না। স্বামীর পাশেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিপিন যদি মেয়েটির সম্বন্ধে কিছু বলে, তাহা হইলে সে শুনিবে।

বিপিন কিন্তু কিছুই কহিল না। নীরবে হুঁকা টানিতে লাগিল। কিরণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া ভিতরে যাইবার জন্য পা বাড়াইল।

বিপিন বলিল, "হাটে বাবার সঙ্গে দেখা হ'ল।"

কিরণ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবা ? কেমন আছেন তিনি ?"

—"ভালো। ডাক্‌লাম এতো ক'রে, আস্‌তেই চাননি, আমি কি ক'র্‌ব ?"

—"ফুলী কেমন আছে ?"

—"ভালো। সে সুদ্দো হাটে তো।"

ফুলী কিরণের ছোট বোন্। কিরণ বলিল, "সেও আস্‌তে চায়নি বুঝি ? সেদিকে আস্‌ত তবু, আজ বছর দু'এক আর আস্‌তে ব'লে চায় না।"

বিপিন বলিল, "আস্‌বে। আস্‌বে বৈকি।"

বারো

আজো দুর্গামণির জ্বর সারে নাই। হরেকিষ্ট ডাক্তার প্রত্যহ আসিতেছে এবং মাছ লইয়া ঘরে ফিরিতেছে, অথচ জ্বর কমিতেছে না। দুর্গামণি দিনে দিনে দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিয়াছেন, কঠিন ব্যারাম, সারিবে, তবে সারিতে সময় লাগিবে।

লক্ষ্মীর মাতুল হারাণ বিবাহের জোগাড় করিতেছিল। সে বার বারই দুর্গামণিকে বলিয়াছে, "তুই সেরে উঠ্, তার পর বে হবে।"

দুর্গামণির ভয় ছিল, লক্ষ্মী ক্ষীণকায়া, যদি আবার কোনো রকমে অপছন্দ হইয়া যায়, তাহা হইলে বিবাহ ভাঙিয়া যাইবে। তাই বিবাহটা যাহাতে তাড়াতাড়ি হইয়া যায়, সে জন্য দুর্গামণি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জ্বর সারিবারও সবুর নাই। তা ছাড়া, জ্যৈষ্ঠ মাসের পর আষাঢ় মাস হইতে কয়েক মাস বিবাহ হইবে না, ততোদিন মানুষের মন অতি সহজেই বদল হইয়া যাইতে পারে।

হারাণ সেদিন সকালে ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "কিন্তু বে তো হবে, তার টাকা পয়সার কি হবে?"

দুর্গামণি জ্বরের দাপটে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়াছিল। মাথার পাশে বসিয়াছিল বসু। দুর্গামণি অতিকষ্টে মাথাটা তুলিয়া বলিল, "তাদের তো গয়না-পত্র সব আছে। তা এই তাবিজ দু'টা আর কমরের বিছাটা বিচে

যা পাও তায় হাট-বাজার করো। আমি আর পাই কোথা? আমার কি আর আছে?"

হাবাণ মাথা নত কবিষা বসিয়াছিল। চিন্তাপূর্ণ মাথাটাকে তুলিয়া বলিল, "কিন্তু ক'টা টাকাই বা হবে অতে?"

দুর্গামণি বালিশেব মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বলিল, "যা হয়। আমি আর কি ক'বব?"

—"কাউকে ডাক্ না ডাক্, পাড়াব লোকগুলাকে কি না ব'লে পাব্বি?"

—"কাউকে ব'লতে পাব্ব না আমি। কাউকে না। শুধু বামুন আস্বে, আব মন্তব প'ড্বে। ব্যস্! আব কিছু না। আব কিছু না।"

—"তুই তো ব'ল্লি। কিন্তু ওই একটা মেয়ে তোব। নিধু যদি বেঁচে থাকৃত, তাহ'লে কি সে অমনি সব পাবৃত, একটা মাত্তব মেষে, তাব বেব খবর শিয়াল-ও জান্বে না বে? আমিও কি কবি—আমাবও হাতে কি আছে ছাই?"

দুর্গামণি কাতব কণ্ঠে বলিল, "যা কব্বাব তুমি কব দাদা, আমার কিছু কব্বাব নাই। মনে কব, আমি ম'বে গেছি।"

হাবাণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিষা বলিল, "দেখি কি ক'ব্তে পাবি। যদি ববেব কাছ থেকে কিছু পণ আদায় ক'র্তে পাবা যাষ।"

দুর্গামণি ভয পাইযা বলিল, "না দাদা। তাহ'লে তাবা হয়তো আর বে ক'ব্তে চাইবে না।"

—"না, চাইবে না! চুপ কব্ তুই। আমি সব কচ্ছি। দেশে ববেব কি অভাব? আমি তোকে বব জুটিয়ে দিব।"

—"কি যে বল তুমি! তাইতে আজ পজ্জন্ত মেযেটাব বে হয়নি।"

—"বব আমাব নজবে আছে। তুই চুপ ক'বে ভ্যাখ্ না। পণ না দিলে বুড়া ববে কেন দিব? আর পণ বা দিবে না কেন? দোজপক্ষের বে কি

এমনি ক'রে হয়? তোকে আমি ঠিক কইছি, এই জোষ্ঠিতে অর বে দিবই দিব।"

বনবিহারী একটাও কথা বলিল না। সে অনেকক্ষণ আসিয়াছিল। এবার বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিয়া পড়িল। দুর্গামণি ও হারাণ দু'জনেই নিজেদের চিন্তায় মগ্ন। বনবিহারীও তাহাদের সে চিন্তাস্রোতে বাধা দিল না। নীরবে ঘর হইতে বাহির হইল। ভাই-বোনের কথাগুলা যেন তাহার কাছে বিষের মতো লাগিতেছিল।

বনবিহারী ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইবার সময় দেখিল লক্ষ্মী ঘরের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া সমস্ত আলোচনা শুনিতেছে।

বনুকে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। এবং লজ্জাটাকে লুকাইবার জন্য সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বনুকে কে যেন চাবুক মারিল! লক্ষ্মী বোধ হয় এই লোকটাকে বিবাহ করিবার জন্য উৎসুক ও উদ্‌গ্রীব। তাই কপাটের আড়ালে সে এমন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছে।

সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "চুরি ক'রে শুন্‌ছিস্ যে?"

লক্ষ্মী হাসি থামাইয়া বলিল, "বেশ কচ্ছি।"

—"বের কথা শুন্‌তে খুব ভালো লাগে, না?"

—"লাগেই তো!"

বনবিহারী আহত হইল। একটু পরে হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিল, "তবু বর যদি না বুড়া হ'ত!"

লক্ষ্মী বলিল, "হ'লই বা। বুড়া হ'লে কি হবে? তা খুব বুড়াই বা কিসে?"

বনু অবাক হইল। লক্ষ্মী তাহার বরের হইয়া তর্ক করিতেছে? বনুর সমস্ত মনটা যেন নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। তবু সে হাসিল। বলিল, "এরি মধ্যে বরের জন্তে টান্ প'ড়্‌ছে দেখ্‌ছি।"

—"প'ড়্বেই তো।" লক্ষ্মী হাসিতে হাসিতে পলাইয়া গেল।

বনবিহাবী পথে নামিল। তাহাব সমস্ত মনটা তখন ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

লক্ষ্মী একটা বুড়া ববকে বিবাহ করিয়া সুখী। হ'ক্ সুখী। তাহার দুঃখ কি!

বনবিহারী পথ চলিতে লাগিল।

তেরো

হারাণ দুর্গামণির বিছা ও তাবিজ বিক্রি করিয়া যাহা পাইয়াছিল, তাহা দিয়া বিবাহের হাট-বাজার করিয়া ফেলিল। দুর্গামণির জ্বর আজও সারে নাই। সে শয্যাগত। বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে গেলে তাহাকে ধরিয়া তুলিতে হয়। তাই লক্ষ্মীর উপরই নিজের বিবাহের সমস্ত জিনিসপত্র গুছাইবার ভার। দুর্গামণি শুইয়া শুইয়া চেঁচামেচি করিতে লাগিল।

এই কয়েক দিনের মধ্যেই বনু লক্ষ্মীকে ভালো বাসিয়া ফেলিয়াছিল। লক্ষ্মীকে পাইবার ইচ্ছাও তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহার মনে হইয়াছে, লক্ষ্মী-ও তাহাকে ভালোবাসে। আবার পর মুহূর্তে তাহার সন্দেহ জন্মিয়াছে, না, সে তাহাকে ভালোবাসে না। কেন বাসিবে ?

বনবিহারীর অন্তর্দ্বন্দ্বের বিরাম ছিল না।

লক্ষ্মী যখন বনবিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসে, সে হাসিতে যেন অগাধ ভালোবাসা ঝরিয়া পড়ে। লক্ষ্মী যখন তাহার পাতের পাশে বসিয়া তাহাকে খাওয়াইতেছিল, তখনো বনবিহারীর মনে হইয়াছে, লক্ষ্মী তাহাকে না ভালো বাসিয়া পারেই না।

কিন্তু পরক্ষণে বনবিহারীর ভয় করিয়াছে। না, লক্ষ্মী তাহাকে ভালো বাসে না। ছোট বেলা হইতে তাহার সহিত ভাবে মিলিয়াছে মিশিয়াছে,

হাসিয়াছে, খেলিয়াছে তাহার মনে কোনো পরিবর্তন আসে নাই। নইলে বিবাহের কথা শুনিয়া লক্ষ্মী অতো হাসে কেন? বিবাহের কথা শুনিতে লক্ষ্মীর অতো ব্যাকুল উদ্‌গ্রীবতা কেন? বর বুড়া নয় বলিয়া ঝগড়া করিতে আসে কেন?

বনবিহারী আর ভাবিয়া পায় না। অবশেষে স্থির করে, লক্ষ্মীকে সে ভুল বুঝিয়াছিল। লক্ষ্মী তাহাকে ভালো বাসে না।

মনটা বড় অবিশ্বাসী। সে আবার নিজের সঙ্গে ঝগড়া করে। তবে কলসী ভাঙার দিন তাহার নাম না বলিয়া নিজে মার খাইল কেন? সে তো তাহার নাম বলিলেই পারিত? সব দোষ তাহার চুকিয়া যাইত?

সেদিনই বা লক্ষ্মী কি বলিল? বনবিহারী বলিয়াছিল, লক্ষ্মীর উপর সে রাগ করিতে পারে না। লক্ষ্মী বলিয়াছিল, রাগ না করিবার কারণটা সে জানে। কী জানে সে? সে কি জানে বনবিহারী তাহাকে ভালোবাসে? জিজ্ঞাসা করিতে লক্ষ্মী বলিয়াছিল, বলিতে নাই। সত্যই তো তাহার বিবাহ হইতে চলিয়াছে। এখন অন্য একজন ভালোবাসে, এ কথা সে নিজ মুখে বলে কি করিয়া?

বনুর মনে হইল, লক্ষ্মীর কাছে সে ধরা পড়িয়াছে।

কিন্তু লক্ষ্মী কী তাহাকে ভালোবাসে?

যদি না বাসিত, তবে এ কথা জানিবার পরও লক্ষ্মী তাহার সহিত হাসিয়া কথা কহিত না। লক্ষ্মী তাহাকে নিশ্চয় ভালোবাসে।

বনবিহারী লক্ষ্মীদের বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল। আজ সে তাহার ভালোবাসার কথা লক্ষ্মীকে জানাইবে। দোষ কী? এখনও লক্ষ্মীর বিবাহ হয় নাই। এখনো তো তাহার সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ হইতে পারে? বৌদিদিরও লক্ষ্মীর সহিত তাহার বিবাহে মত আছে এবং বৌদিদির মত থাকিলে কখনো দাদার অমত হইবে না।

তবে লক্ষ্মীকে সে হারাইবে কেন ?

সারাজীবন তাহারো যেমন কষ্ট, লক্ষ্মীরো তেমনি।

বনবিহারী স্থির করিল, লক্ষ্মীকে সে জানাইবে, সে তাহাকে ভালোবাসে। তার পর লক্ষ্মীর মাকে। এ-বিবাহটা ভাঙিতে কতক্ষণ ? একটা বুড়া বরের তুলনায় সে সহস্র গুণ ভাল।

কিন্তু কি বলিয়া সুরু করিবে ?

বনবিহারীর সমস্ত রক্তস্রোতে একটা আনন্দপ্রবাহ খেলিয়া গেল। একটা সুন্দর জীবন তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। প্রজাপতির পাখ্‌নার মতো বিচিত্র রঙ করা একটা জীবন।

লক্ষ্মীর সাথে তাহার বিবাহ হইয়াছে। ঘর-সংসার তাহাদের। দু'টি জীবনের একটি স্রোত। দু'জনের একই ব্যথা, একই হাসি, একই গান, একই সুর। তাহার দুঃখে লক্ষ্মীর চোখদু'টি কাঁদিয়াছে। তাহার আনন্দে লক্ষ্মীর ঠোঁটদু'টি হাসিয়াছে। তাহার যুদ্ধে লক্ষ্মী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার বিজয়ে লক্ষ্মীর ললাটে জয়ের গৌরব হাসিয়াছে। বনু স্বপ্ন দেখিতেছে। স্বপ্নের নেশায় বিভোর হইলা সে লক্ষ্মীদের ওখানে আসিল।

লক্ষ্মীর কণ্ঠস্বরে তাহার স্বপ্ন ভাঙিল। লক্ষ্মী তাহার মায়ের সহিত কথা কহিতেছিল। বনু দোরের পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

লক্ষ্মী হলুদ বাটিতেছিল। সে হলুদ বাটা বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কতোটা বাট্‌ব মা ?"

দুর্গামণি ঘরের মধ্যে শুইয়াছিল। দুর্বল গলায় বলিল, "একটা আন্দাজ ক'রে নে না মা। আমি যে পারিনে যেতে। এক থান কাপড় রাঙাতে আর কত লাগ্‌বে ?"

লক্ষ্মী হলুদ বাটিতে লাগিল।

বন্নুর স্বপ্নটা মুহূর্তে উবিয়া গেল। সম্মুখে দেখিল, তাহার জীবন সাহারার মতো অকরুণ চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে।

আর দু'দিন পরে লক্ষ্মীর বিবাহ। তাই লক্ষ্মী তাহার নিজের বিবাহের শাড়ী হলুদরঙে কশাইতেছে। বন্নু সন্ধ্যার ম্লান আলোকে লক্ষ্মীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ পায়ের কাছে আদর জানাইয়া একটা বিড়াল ডাকিল, "ম্যা-ও।"

লক্ষ্মী বিড়ালটার দিকে ফিরিয়া দেখিল। কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। লক্ষ্মী বলিল, "কে, মামা?"

—"না, আমি।"

বন্নুকে দেখিয়া লক্ষ্মী বিপদে পড়িল। সে যেন হলুদ ও শাড়ীটা একসঙ্গে লুকাইয়া ফেলিতে চায়।

বন একটু চেষ্টা করিয়া হাসিল। বলিল, "হলুদ কি হবে রে লক্ষ্মী?"

লক্ষ্মী অন্যান্য দিন হাসিত। আজ হাসিল না। বলিল, "কিছু না। এমনি।"

—"মিছে কথা ব'ল্‌ছিস কেন রে? আমি জানি, কি হবে। বে-র শাড়ী রঙাবি,—নয়?"

লক্ষ্মী হাসিল না। কিছুই বলিল না। শিলের সুমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বন্নু-ও নীরব।

প্রায় এক মিনিট নীরবে কাটিল। লক্ষ্মী যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে। বন্নু লক্ষ্মীকে দেখিতেছিল। কিন্তু দেখিতে ভালো লাগিতেছে কি খারাপ লাগিতেছে বুঝিল না। শুধু চাহিয়া রহিল। পলকহীন।

লক্ষ্মী মুখ তুলিল। ধীর কণ্ঠে বলিল, "ঘরে যাও। মার কাছে।"

বন্নু ঘরে দুর্গামণির কাছে গেল।

লক্ষ্মী আরো অনেকক্ষণ তেমনি পাথরের মতো বসিয়া রহিল। বন্নু যেন তাহার হাতের কাজ ছাড়াইয়া লইয়াছে। হলুদ আর কাপড় সেখানেই

পড়িয়া রহিল। লক্ষ্মী উঠিয়া বাহিরে খিড়কিতে আসিল। বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা—কি তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারিল না। শুধু তাহার চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। লক্ষ্মী ভয়ে ভয়ে নিজের চোখের জল মুছিল, পাছে কেহ দেখিতে পায়।

বনু দুর্গামণির সহিত কথা কওয়া শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিবে বলিয়া বাহির হইয়াছিল। দেখিল, লক্ষ্মী কোথাও নাই। শিলের উপর হলুদ ও পাশে কাপড়খানা পড়িয়া আছে।

অন্ধকাব হইয়া গিয়াছিল। বনু ডাকিল, "লক্ষ্মী ?"

খিড়কির অন্ধকার হইতে সাড়া আসিল "কি ?"

বনু সেই দিকে গেল। আবার ডাকিল, "লক্ষ্মী ?"

লক্ষ্মী চুপ করিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইয়াছিল। ধীরকণ্ঠে বলিল, "কি ?"

বনু হাসিয়া বলিল, "কিছু না। তুই এমন অন্দকারে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন রে ?"

—"এমনি।"

—"ববের কথা ভ্যব্‌তে—নয় ?"

—"হ্যাঁ।"

লক্ষ্মী আর দাঁড়াইল না। ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। বনু তাহার পিছনে পিছনে আসিয়া বলিল, "তোর বে-তে একপেট খাবো কিন্তু।" বনু হাসিতে চেষ্টা করিল।

লক্ষ্মী কোনো উত্তর দিল না। বনুর নিজের হাসিটা তাহাকে নিজেকে দংশন করিতে লাগিল।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে সে পথ চলিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ হেথা-হোথা ঘুরিয়া-ফিরিয়া যখন বনু বাড়ী ফিরিল, তখন রাত্রি হইয়াছে। ঘরের সাম্‌নের দরজাটা খোলা। গাছ-পালার আড়ালে জ্যোৎস্নার আলো আব্‌ছা হইয়া আছে।

বন্থু ঘরের দোরে উঠিয়াই বলিল, "কে ?"

ঘরের দরজার কাছে কে দাঁড়াইয়াছিল, ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বন্থু কিছু স্থির করিতে পারিল না। বৌদি এমনি করিয়া ছুটিয়া পলাইবে কেন ?

বন্থু চীৎকার করিতে লাগিল, "কে, কে ?"

কিরণ রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে বন্থু, কি হ'ল ?"

—"চোর ! চোর বৌদি।"

—"কোথা ?"

—"ওই রান্নাশালের দিকে গেল।"

কিরণ আসিয়া বলিল, "চোর ? তোর বৌদিকে চুরি ক'র্‌তে আস্‌ছে।"

কিরণ মুখ টিপিয়া হাসিল ও রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। বন্থু একটা পিঁড়ি টানিয়া লইয়া বসিল। ব্যাপারটা তাহার কাছে জড়াইয়া গেল।

কেরোসিনের আলোটা যেমন অস্পষ্ট, কিরণের হাসিটা তেমনি দুর্বোধ্য।

প্রায় মিনিট পনেরো কাটিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ রান্নাঘর হইতে কিরণ ডাকিল, "বন্থু ?"

—"কি ?"

কিরণ বলিল, "চোর ! চোর !"

বন্থু ছুটিয়া চলিল, "কোথা ? কই ?"

—"দেখ্‌বি আয়, ধচ্ছি।"

কিরণের কথায় হাসির ছোঁয়াচ লাগিয়া আছে।

বন্থু রান্নাঘরে আসিয়া বলিল, "কই ? কি ?"

—"চোর," কিরণ হাসিয়া বলিল, "ধচ্ছি—ওই উনান গোড়ায়।"

একটি মেয়ে উনান গোড়ায় একটা পোঁটলার মত জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল। বন্থুর গলা শুনিয়া সে আরো জড়সড় হইয়া গেল।

কিরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিতে লাগিল।

বনবিহারী হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলিল, "কে?"

কিরণ তখনো হাসিতেছিল, বলিল, "চোর!"

মেয়েটা আরো ছোটো হইয়া মাটির সহিত মিশিবার উপক্রম করিল।

বনবিহারী অবাক্।

চৌদ্দ

মেয়েটি অন্য কেউ নয়, কিরণের বোন্ ফুলী।

ফুলী এখানে আজ নূতন আসিয়াছে, তাহা নয়। সে তাহার দিদির সহিত আরো অনেকবার আসিয়াছে এবং প্রতিবারেই দিদির কাছে এক মাস দুই মাস করিয়া থাকিয়া গিয়াছে। ফুলী কিরণের বোনদের সবার ছোটো। কিরণ তাকে বড় ভালবাসে; তাহার বয়েস বছর তেরো হইবে। স্বাস্থ্য ভালো। কিরণের মতোই তাহার সুগঠিত চেহারা। কিরণের মতোই তাহার গায়ের রঙ। এমন কি মুখ-চোখের ভঙ্গীতে-ও তাহার দু'জনের মধ্যে খুব সাদৃশ্য আছে।

আজ সন্ধ্যার সময় ফুলী ও কিরণের বাবা শ্রীনিবাস দু'জনেই বিপিনের সাথে আসিয়াছে। বিপিনের সহিত বাজারে তাহাদের দেখা। বিপিন সেদিন ছাড়িয়া আসিলেও আজ ছাড়িয়া আসিল না।

পথে চলিতে-চলিতে বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বাবু, ফুলীর বে-র কোথা কি হ'চ্চে?"

শ্রীনিবাস বলিল, "হ'চ্চে বাবা, মনের মতো কোথাও পাইনি। আর মেয়েটাকে তো জলে ফেলে দিতে পারিনে!"

ফুলীর কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। সে তাহার বিবাহের আলোচনাটা কখনো অতি সহজে লইতে পারে না। তাহার বয়সী কোনো মেয়েই পারে না। সে নীরবে জড়সড় হইয়া বাবার পাশে পাশে হাঁটিতে লাগিল।

বিপিন বলিল, "কোথাও ঠিক হয়নি তাহ'লে ?"

—"না, কোথাও না বাবা।"

—"কিন্তু বয়েস তো হ'লো।"

—"হ্যাঁ তেরো পারিয়ে, চৌদ্দয় পা দিয়েছে।"

—"কে কত পণ দিতে চায় ?"

শ্রীনিবাস কি ভাবিতেছিল। বলিল, "পণের জন্যে কিছু হয়নি বাবা, ফুলীটাকে বিনি পয়সায় আমি দান ক'র্‌ব ভাবছি। বুড়া হ'লাম, একটু পুণ্যি ক'রে পারের পথটা সিদে ক'রে রাখি।"

বিপিনের সহিত কিরণের বিবাহের সময় আট গোণ্ডা টাকা পণ দিতে হইয়াছিল। বিপিন কিছু বলিল না।

শ্রীনিবাস থামিয়া বলিল, "আর বিনি পয়সায় মেয়েটাকে দিব যখন, কেন বাইরে কোথা ফেলাব, তাই নিজের মধ্যে একটু খুঁজ্‌ছি। পাইনি।"

বিপিন উত্তর করিল না। সে কি ভাবিতেছিল। বিপিন কয়েকদিন যাহা ভাবিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহা ভাঙিতে বসিয়াছে দেখিয়া তাহার মনটা খারাপ হইয়া গেল। বিপিনের ইচ্ছা ছিল, যত লাগে পণ দিয়া সে বন্ধুর সহিত ফুলীর বিবাহ দিয়া ঘরে আনিবে। তাহার ভয় হয়, পাছে বাহিরের একটা মেয়েকে সংসারে আনিলে তাহাদের এমন সুখের সংসারেও ঘুণ ধরিয়া যায়। পাছে কিরণের সহিত তাহার না বনিবনাও হয়। কিন্তু ফুলীর সহিত বন্ধুর বিবাহ হইলে, সে ভয়টা আর থাকিবে না। কিরণ নিজের বোনটিকে পাশে পাইয়া সুখী হইবে, সংসারে আসিবে নূতন সুখ, নূতন আনন্দ।

কিন্তু বিপিনের সেই কথাটা বলিতে অত্যন্ত বাধিতেছিল। পণ দিয়া মেয়ে বিবাহ করিতে হইলে বিপিনের প্রস্তাব করিতে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু শ্বশুর পণ না লইয়াই কন্যাদান করিবেন শুনিয়া বিপিন কথা পাড়িতে

পারিতেছিল না। পাছে শ্বশুর মনে করেন, বিনা পয়সায় বিবাহের কথা শুনিয়া জামাই তাহার ভাইয়ের কথা বলিতেছে।

কিন্তু শ্বশুর নিজেই বিপিনকে তাহার ভাবনা হইতে উদ্ধার করিল। শ্রীনিবাস বলিল, "আচ্ছা বাবা, বসুর বের কিছু হয়নি?"

বিপিন মনে মনে আনন্দিত হইয়া বলিল, "না।"

শ্রীনিবাস বলিল, "বের তো বয়স হ'ল।"

—"তা হ'ল বৈকি।"

—"ফুলীটাকে যদি তুই নিতিস্ বাবা! কিরণ-ও খুসী হ'ত। আর মেয়েটাও সুখে থাক্‌ত। আর আমি জানি, বসু-ছেলে বড় ভালো। ফুলীও তো কিছু তেমন অকাজের মেয়ে নয়। ঠিক ও কিরণের মত ঘরে থাকে, এতটুকু সময় এমনি থাকে না। তোমার শাউড়ীও ছিল ঠিক এমনি। আমার কিরণ আর ফুলী দু'জনেই তার আশীর্ব্বাদ পে'ছে।"

বিপিন এবার কথা কহিল। বলিল, "সত্যি কথা ব'ল্‌তে, আমিও ক'দিন ধ'রে তাই ভাব্‌ছি। কেবল তোমার মত হ'লেই হ'য়ে যায়।"

বিপিন যখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। নীড়-প্রত্যাবৃত পাখীদের কলরব থামিয়া আসিয়াছে। চতুর্দিকে কালো অন্ধকারের ছায়া নাবিয়াছে, তাহার-ই উপব ক্ষীণ জ্যোৎস্নার আলো।

বিপিন হাঁকিল, "দেখ্‌বে এসো, কে এসেছে।"

কিরণ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল, বলিল, "কে?"

বিপিন বলিল, "বৌ।"

কিরণ অবাক হইয়া গেল। কথাটা বুঝিল না। ফুলী আসিয়া দিদিকে গড় করিল। কিরণ হাসিয়া বলিল, "ফুলী?"

—"হ্যাঁ। ফুলী বৌ হ'ল আজ থাক্‌তে।"

কিরণের চোখের সাম্‌নে স্বামীর অন্তরটা উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। তবু সে হাসিয়া বলিল, "বৌটি কার? তোমার না, বন্নুর?"

—"দু'টা বের যে উপায় নাই। নইলে কর্‌তাম।"

—"আচ্ছা উপায় আমি ক'রে দিব। আমার ম'র্‌তে কতক্ষণ?"

বিপিনেব ঠাট্টাটা ভালো লাগিল না। রাগ করিয়া বলিল, "থামো।"

শ্রীনিবাস দোর গোড়ায় আসিয়া ডাকিল, "কই বে, আমার কিরণ কই?"

কিরণ বাবাকে প্রণাম করিল।

ফুলী যে এ ঘরের বউ হইবে, এ কথা ফুলীরও আর বুঝিতে বাকী রহিল না। বন্নুর সহিত তাহার বিবাহ হইবে। বন্নুর সহিত ফুলীর আলাপ পরিচয় আছে যথেষ্ট। বছর দুই আগে দিদিব বাড়ী আসিলে বন্নুর কাছেই সে শুইত। বন্নুর সহিত সে কতো ঝগড়া করিয়াছে। বন্নুর কাছে মার খাইয়াছে। কতো গল্প শুনিয়াছে। স্নান করিতে গেলে বন্নুব পিঠে চড়িয়া সাঁতার না দিলে তাহার চলিত না।

আজ বন্নুর সহিত তাহার বিবাহ হইবে শুনিয়া সে লজ্জায় মরিয়া গেল। তাই সন্ধ্যায় বনবিহারীর সম্মুখে পড়িয়া সে ছুটিয়া আত্মগোপন করিল! উনান গোড়ায় যখন বন্নু তাহাকে দেখিল তখনো সে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। ইস্ বন্নুদাব সহিত তাহার বিবাহ হইবে—ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

আগে যেদিন ফুলীর সহিত দুপুর রাত্রি পর্যন্ত শুইয়া শুইয়া গল্প করিত, বন্নুরো আব সেদিন নাই। এই কয়েক দিনের মধ্যে বন্নু যেন তাহার আগেকার জগৎ ছাড়িয়া কোন্ একটা নূতন জগতে আসিয়াছে। আগে হইলে সে ফুলীর সহিত যাচিয়া গিয়া গল্প সুরু করিয়া দিত। কিন্তু আজ যেন তাহার মনের সে অবস্থা নাই। ফুলীকে নিজে গিয়া ডাকিবার মতো শক্তি নাই। তাহার মনটা অত্যন্ত দুর্বল। একলা নিরিবিলি একটু

থাকিতে পাইলেই যেন সে শান্তি পায়। সেদিন রাত্রিতে ফুলীর সহিত আর বঙ্কুর দেখা হইল না।

পরদিন সকালেও বঙ্কুর সহিত ফুলীর দেখা হইল না। বঙ্কুর এতোটুকু সাড়া পাইলেই ফুলীর আর সে-রাজ্যে দেখা থাকে না। বঙ্কু একটু বেলা হইতেই বাজারে চলিয়া গেল। ফুলী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

বঙ্কু হাটে গিয়াছিল। বিপিন হাটে যায় নাই।

বিপিন শ্বশুরকে বলিল, "চল বাবা, গণকের কাছ থেকে একটা বিয়ের দিন ঠিক ক'রে আসি।"

শ্রীনিবাস বলিল, "কিন্তু বঙ্কুর সঙ্গে যে কথা হ'লোনি বাবা?"

—"তাব সঙ্গে আবার কি কথা?"

—"তাবও তো একটা মত লেওয়া চাই?"

—"হ্যাঃ, তাব আবার মত। তেমন ভাই-ই সে আমাব নয়।"

—"তবু—"

বিপিন হাসিল।

হাসিব অর্থ বিপিন যাহা বলিবে, তাহার উপর বঙ্কুর আবার আপত্তি থাকিতে পারে নাকি? সে এতোটুকু হইতে কোলে পিঠে করিয়া যাহাকে মানুষ করিয়াছে, তাহার কাছ হইতে আবার বিবাহের মত লইতে হইবে?

কিরণেরও আনন্দের সীমা নাই। একটা বৌ পাইয়া গিন্নিপনা করিয়া সুখী হইবে ইহাই আশা করিয়াছিল এবং সে আশাটুকু তাহার কম নয়। সে আশা তো তাহার মিটিবেই, তাহা ছাড়া সে যাহা কোনো দিন কল্পনাও করে নাই তাহাও পাইবে। তাহার আদরের ছোট বোন্ ফুলীই হইবে অবশেষে তাহার সেই আকাঙ্ক্ষিত ধন।

কিবণ আদর করিয়া ছোট বোনটিকে পাশে বসাইয়া তাহার চুল বাঁধিয়া দিল। সে এর আগে কতোবার ফুলীর চুল বাঁধিয়া দিয়াছে, কিন্তু এর

কোনো দিন সে এতো আনন্দ পায় নাই। ফুলী যেন আগের সে ফুলী নাই—যাহাকে কিরণ মারিত, বকিত। আজ ফুলী যেন একটা নূতন আলো হইতে আসিয়াছে। ফুলী যেন কিরণের কাছে সম্পূর্ণ নূতন মানুষ। নূতন অথচ নিবিড়।

চুল বাঁধিয়া দিয়া কিরণ ফুলীকে বলিল, "থাম্, একটু হলুদ মাখিয়ে দিই। গায় তোর ভারী ময়লা প'ড়্ছে।"

ফুলীরও মনে কিরণের মতোই পরিবর্তন। অন্যান্য দিন হইলে ফুলী দিদির কথায় একটু না একটু আপত্তি করিত। কিন্তু আজ এতোটুকু আপত্তি করিল না। দিদি যাহা বলে, তাহা করিয়াই যেন আজ তাহার আনন্দ। তাহা শুনিয়াই যেন তাহার তৃপ্তি।

কিরণ হলুদ বাটিয়া আনিয়া ফুলীকে মাখাইতে বসিল। কিরণ ফুলীকে কোলের কাছে বসাইয়া ফুলীর সর্বাঙ্গে—হাতে, পায়, বুকে, পিঠে, মুখে, উরুতে সর্বত্র ঘসিয়া দলিয়া হলুদ মাখাইয়া দিল। সে যেন ফুলীর রঙটা ঘসিয়া মাজিয়া ফর্সা করিয়া দিতে চায়।

ফুলীর মনে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন। দিদির কাছে তাহার লজ্জা করে না, কিন্তু আজ সে তাহার গায়ের কাপড় সরাইতে লজ্জায় শিহরিয়া উঠিতেছে। ফুলীর কিশোর দেহে যৌবনের লজ্জা যেন গোপনে উঁকি দিয়া গিয়াছে!

মাথা বাঁধিয়া হলুদ মাখিয়া ফুলী ঘাটে গা-হাত ধুয়িয়া আসিয়া একটা গামছা পরিয়া বাহিরের টাঙানো বাঁশে কাপড় মিলিতে ছিল, হঠাৎ মাথাব চুলে টান্ পড়িতেই 'আঃ' বলিয়া ফিরিয়া চাহিল।

দেখিল, পিছনে বন্ধু দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। বলিল, "ফুলী, বড়লোক হ'চিস্। কথা বলিসনি তাই, না?"

বন্ধুর কথায় উত্তর দিবার মতো অবস্থা ফুলীর ছিল না। ছোট গামছা পরিয়া অর্ধনগ্ন অবস্থায় কতোবার সে বন্ধুর কাছে বাহির হইয়াছে,

কিন্তু আজ সে লজ্জায় এতোটুকু হইয়া গেল। তাহার সমস্ত দেহটা আজ একটা আবরণ চায়!

ফুলী তাহার লজ্জাটুকুকে লুকাইবার জন্য ফিক্ করিবা একটু হাসিল এবং ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বন্নুর সামনে আর বাহির হইল না।

বন্নু ভাত খাইতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বৌ? ফুলী কই?"

—"ফুলী রান্নাঘরে।"

—"আমার সঙ্গে কথা কয়নি কেন বল তো?"

কিরণ একটু হাসিয়া বলিল, "বৌ হবে কিনা তাই।"

বনবিহারী অবাক হইয়া কিরণের মুখের দিকে চাহিল।

কিবণ আবার একটু হাসিল। বলিল, "পরের বৌকে আর কদ্দিন বৌ ব'ল্‌বি বন্নু? নিজের একটা বৌ তো চাই? বাবা আর তোর দাদা গণকের কাছে গেছে—বিয়ের দিন ঠিক ক'র্‌তে।"

বন্নু কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। নতমুখে খাইয়া যাইতে লাগিল।

কিবণ খুসী হইয়া মনে মনে হাসিয়া রান্নাঘরে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই কি একটা দিতে আসিয়া দেখিল, বন্নু পাত হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

কিরণ খানিক্ষণ স্তব্ধ হইয়া পাতের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুই বুঝিল না।

বিপিন ও শ্রীনিবাস সামনের রবিবার বিবাহের দিন স্থির করিয়া বাড়ী ফিরিল। কিরণ শুনিল। কিন্তু কোনো কথা কহিল না। তাহার কেমন যেন সন্দেহ হইতেছিল।

বন্নু ভাতের থালা ছাড়িয়া নদীর দিকে চলিল। এই নির্জনতায় তাহার মনে একটু শান্তি আসে।

বন্নু কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না। ফুলীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে? অসম্ভব। আবার মনে হইল—ক্ষতি কি? লক্ষ্মীকে

তো সে পাইবেই না। কাল লক্ষ্মীর বিবাহের দিন। ফুলীকে পাইয়া কি সে লক্ষ্মীর কথা ভুলিতে পারে? না পারিয়া উপায়? কিন্তু এ যে অসম্ভব! বনবিহারী ব্যাকুল হইয়া নদীর ধারে ধারে ফিরিতে লাগিল। দাদা, বৌ,—ইহাদের কথার উপরেই বা সে কি কথা বলিবে? কেমন করিয়া দাদার কথা অমান্য করিবে? কেনই বা করিবে? লক্ষ্মী তো কাল পর হইয়া যাইবে। লক্ষ্মী তাহার শ্বশুর-বাড়ীতে থাকিবে। বছরে হয়তো একটিবার দেখিতে চাহিয়াও সে দেখিতে পাইবে না। বনু চোখের জল মুছিল। নাঃ, ফুলীকে পাইয়া সে লক্ষ্মীকে ভুলিতে চেষ্টা করিবে। ফুলী দেখিতে মন্দ কি? গায়ের চামড়ার রঙে কি হইবে! ফুলীব চেহাবাও সুন্দর, স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল। বনুর চোখের সম্মুখে ফুলী ও লক্ষ্মী—দুই জনেব মধ্যে বারে বারে একাকার হইয়া গেল। বনবিহারী তবু-ও মনেব মধ্যে শান্তি পায় না। মন দীর্ঘশ্বাস ফেলে,—লক্ষ্মীকে যদি সে পাইত!

মন নিজেকে আবার সান্ত্বনা দেয়, ফুলীকে সে ভালোবাসিবে। লক্ষ্মীকে ভুলিবে। তাহা হইলে আর কষ্ট পাইতে হইবে না।

বনবিহারী নদীর তীরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিতে লাগিল।

পনেরো

বনবিহারী নদী-তীরে টো টো করিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইল। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নের তাপ মাথার উপর অগ্নি বর্ষণ করিতেছে। বনুব তবু ঘরে ফিরিতে ইচ্ছা হইল না। সে একটা বাব্‌লা বনের তলায় চুপ করিয়া বসিল। এখানটা ছায়া, বাতাসও শীতল।

বনুর ক্লান্ত দেহ ও উত্তপ্ত মাথার মধ্যে একটু শান্তি আসিল। সে ধীরে ধীবে চোখ মুদিল। ছায়া ও নদীর শীকর-স্নিগ্ধ দক্ষিণ বাতাসে ঘুম আসিতেছিল। বনবিহারী অর্ধশুষ্ক দূর্বাঘাসের চাব্‌ড়ার উপর শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইতে লাগিল।

সূর্য পশ্চিমের আকাশে হেলিয়া পড়িয়াছে। গাছের ছায়াগুলি অপেক্ষাকৃত লম্বা হইয়াছে। রৌদ্রের উত্তাপ না কমিলেও, প্রখরতা গিয়াছে। বনুর ঘুম ভাঙিল। উঠিয়া সে ঘরের দিকে চলিল।

বনু লক্ষ্মীদের বাড়ীতে আর যাইবে না স্থির করিয়াছিল। কিন্তু লক্ষ্মীদেব বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বনু লক্ষ্মীদের ঘরের দিকে একটি বার না চাহিয়া আর পারিল না। নিজের অতর্কিতে তাহার চোখ দু'টা সেদিকে ফিরিয়া তাকাইল।

বনু দেখিল, লক্ষ্মী ঘরের বাহিরে ভাঙা দেওয়ালের পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বনু স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

লক্ষ্মী ওখানে কি করিতেছে?

সে চোখছ'টাকে বেশ দৃঢ় ও সতর্ক করিয়া দেখিল, লক্ষ্মী আঁচল দিয়া চোখ মুছিতেছে। বন্ধু বুঝিল, লক্ষ্মী কাঁদিতেছে। কিন্তু কেন? মাসী বোধ-হয় বকিয়াছে। বন্ধু দুর্গামণির উপর মনে মনে চটিয়া গেল। কাল তার বিয়ে। কাল সে কোথায় দূরে চলিয়া যাইবে, এখন না বকিলে কি চলে না? বন্ধু লক্ষ্মীর কাছে আসিল। লক্ষ্মী তখনো দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বন্ধু কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদছিস্ কেন রে লক্ষ্মী?"

লক্ষ্মী চমকিয়া উঠিল, "কই না তো?"

লক্ষ্মীর চোখে তখনো জল। লক্ষ্মী হাসিল। চোখের জলের উপর হাসিটুকু শিশির-ধোয়া ঘাসে রোদের মতো দেখাইল। লক্ষ্মী দাঁড়াইল না। ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

বন্ধু ঘরের মধ্যে আসিল।

দুর্গামণি রোগশয্যায় শুইয়াছিল। বন্ধু শুধাইল, "কেমন আছ গো মাসী?"

দুর্গামণি দুর্বল কণ্ঠে বলিল, "মরিনি। ম'লেই বাঁচি।"

বন্ধু একটা চাটায় বসিয়া পড়িয়া বলিল, "লক্ষ্মীকে গাল দিছ বুঝি?"

দুর্গামণি বলিল, "গাল কি আর সাধে দিই বাবা? আমার যে শত্রু হ'য়ে উঠছে উ। আমিও না মরি, উ-ও না মরে। একটা কেউ ম'র্লে বাঁচ্তাম।"

বনবিহারী বলিল, "কেন, কি কচ্ছে?"

—"উ কিছু করেনি। কচ্ছে ওর কপাল। সত্যি বন্ধু, উ যদি ম'র্‌ত, আমি বাঁচ্তাম। ওকে লিয়ে যে আর আমি পারিনি। আর অকেই বা কি দোষ দিই? অর মামারও কম দোষ নয়। তাকে ত আর ভাব্তে হয়নি, সে বুঝ্বে কি?"

বন্ধু বলিল, "কেন, কি কচ্ছে মামা?"

দুর্গামণি একটু থামিয়া পরে দুর্বল কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "রগা মেয়ে। এমনি বর পাইনি আমি। আর উ বলে কিনা—পণ না নিলে মেয়ে দিবনি! কে বে ক'র্‌বে উ-মেয়েকে? কার দায় প'ড়্‌ছে শুনি? না জানে একটা কাজ, না জানে একটা কিছু। আমি বলে, হাতদু'টা জোড় হ'য়ে গেলে বাঁচি। আর উ বে-টা ভেঙে দিয়ে এল! বলে, বরের অভাব কি। দু'দিনে জুটিয়ে দিব। এদ্দিন ধ'রে একটা জুটাতে পারেনি, আর দু'দিনে একটা জুটিয়ে দিবে! আমার কপাল আর কি!"

বন্নু বুঝিল, লক্ষ্মীর বিবাহে একটা কি ব্যাঘাত পড়িয়াছে। সে মনে মনে যেন খুসীই হইল। নিজেই ঠিক বুঝিল না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া প্রশ্ন করিল, "কেন, কি হ'লো?"

—"পণের কথা শুনে তারা চ'ম্‌কে গেছে। তাদের মেয়ের অভাব কী? তারা বে ক'র্‌বেনি ব'লে দিছে।" দুর্গামণি কপালে হাত ঠেকাইয়া কহিল, "কপাল আমার, কাকে কি ব'ল্‌ব! আমার ত হ'য়ে এস্‌ছে। আর কদিন বাকী? যাক্ মরুক, চুলায় যাক।"

দুর্গামণি নীরব হইল।

বন্নুও কিছুই কহিল না।

বন্নু আরো অনেকক্ষণ চুপ চাপ বসিয়া রহিল। পরে দুর্গামণির সহিত আর কোনো কথা না কহিয়া বাহিরে চলিয়া আসিল। বাহিরে লক্ষ্মীর কোনো নাগাল মিলিল না। বন্নু পাড়ায় এধারে ওধারে গেল এবং সন্ধ্যার মুখামুখি বাড়ী ফিরিল।

বন্নু বাড়ী ফিরিয়া কাহারো সহিত কোনো কথা কহিল না। দাদার বা দাদার শ্বশুর, কাহারো সুমুখে গেল না। ফুলীর সহিত কথা কহিল না। কিরণের সহিত-ও আলাপ করিল না। নীরবে একলাটি একটা ছেঁড়া জাল বাহির করিয়া সারিতে বসিল।

কিন্তু মন তাহার ছেঁড়া জালের দিকে ছিল না। কোথায় যে ছিল, তাহা বন্ধু নিজেও স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। সে একটা ফাঁসে গেরো দিতে গিয়া আর একটা ফাঁসে গিরো দিতে লাগিল। একটু সুতা বাহির করিতে গিয়া অনেকটা বাহির করিল।

কিরণ আসিয়া বলিল, "কোথা গেছ্‌লি বন্ধু সেই দুপুর থাক্‌তে। তোর দাদা কতো খুঁজে!"

বনবিহারী কিরণের কথায় কোনো সাড়াই দিল না। গভীর মনোযোগের সহিত জাল বুনিতে লাগিল।

কিরণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বনবিহারীর কাজ দেখিতে লাগিল। একটু হাসিয়া বলিল, "এরি মধ্যে সংসারের দিকে এত টান! দাদা না ব'ল্‌তেই যে বড় জাল নিয়ে ব'সে গেছিস?"

বনবিহারী তবু-ও কথা কহিল না। জাল বুনিয়াই চলিল।

কিরণ নড়িল না। বন্ধু যতো গুম হইয়া বসিয়া থাকে, ততই কিরণের কথা কহিবার জেদটা বাড়িয়া যায়। আরো অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কিরণ বলিল, "কথা কস্‌নি যে বড়?"

বন্ধু জালের ছেঁড়া ফাঁসগুলার দিকে তাকাইয়া বলিল, "কি আর ব'ল্‌ব?

কিরণ একটু হাসিয়া বলিল, "আর কথা কইবিনি নয় বন্ধু? তা আর ব'ল্‌বি কেন, এবার বৌ হবে, ছেলে মেয়ে হবে। কতো-কি হবে। এ বুড়া বৌদির সঙ্গে কী আর কথা ব'ল্‌বি? তাই ব'লে এরি মধ্যে এত ভালো নয় ভাই। বে না হ'তেই এত, বে হ'লে কি ক'র্‌বি?"

বন্ধু উত্তর দিল, "যে বে ক'র্‌বে তাকে বলগে যাও। আমাকে কেন?"

কিরণ আবার হাসিল। বিবাহের আগে তাহারাও এমনি সব কথা বলিত, সবাই অমন বলে। কিরণ বলিল, "তুই বে ক'র্‌বিনি তো কে ক'র্‌বে তবে?—তোর দাদা?"

—"যেই করুক।"

—"তুই করবিনি, নয়?"

—"না।"

কিরণ আবার হাসিল।

—"আচ্ছা দেখ্‌ব।"

বনু হাসিল না। ভারী গলায় বলিল, "আচ্ছা দেখো।"

কিরণের কাণে কথাটা ভাল লাগিল না। কিছুক্ষণ তেমনি দাঁড়াইয়া পায়ে পায়ে রান্নাঘরে গেল। রান্নাঘরে ফুলী চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বনু আসিয়াছে, সাড়া পাইয়া সে আর রান্নাঘর হইতে বাহির হয় নাই।

কিরণ ফুলীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "ফুলী, কি হবে ব'ল্‌ত বুদ্ধি ক'রে?"

ফুলী বলিল, "কিসের?"

কিরণ বলিল, "বর যে বে ক'র্‌বেনে বলে?"

ফুলী কোনো উত্তর দিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিরণ বলিল, "দুঃখ হ'য়ে গেল, নয়? নারে না, ভয় নাই। উ বে ক'র্‌বেনি, যাবে কোথা?"

ফুলী বুঝিয়াছিল, তাহার দিদি ঠাট্টা করিতেছে। সে কিছুই কহিল না। আগের মতোই জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল।

কিরণ ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া একটা তরকারি চাপাইয়া দিয়া আবার বাহিরে আসিল। দেখিল, বনু যেখানে জাল সারিতে বসিয়াছিল, সেখানে শুধু ডিবাটা কালো ধুঁয়া তুলিয়া জ্বলিতেছে। বনু জাল ও জাল সারিবার সরঞ্জাম ইত্যাদি তুলিয়া রাখিয়া কোথায় গিয়াছে।

বোধ হয় বাহিরে দাদার কাছে।

কিরণ বাহিরে আসিয়া দেখিল, বনু সেখানেও নাই।

কোথায় গেল তবে ? ..

কিরণ ঘরের ভিতরে আসিল। এবং দেখিল বনু বিছানা করিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। কিরণ বিস্মিত হইল বিছানার ধারে আসিয়া ডাকিল, "বনু !"

কোনো সাড়া আসিল না।

কিরণ মশারী তুলিয়া দেখিল। কিন্তু ডিবার মিটমিটে আলোয় কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। ডাকিল, "বনু ?"

—"কি ?"

—"শুইছিস কেন ?"

—"মাথা ধ'রছে।"

কিরণ ভয় পাইয়া বলিল, "মাথা ধ'র্ছে ? জ্বর হয়নি তো ?"

কিরণ বসিয়া পড়িয়া বনবিহারীর গায়ে হাত দিয়া দেখিল। বলিল, —"গা তো ঠাণ্ডা। আজ রোদে রোদে কোথা গেছ্লি ?"

—"কোথাউ না।"

কিরণ আবার একবার বনুর কপালে হাত দিয়া দেখিল। বনু চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। কিরণ কিছু না কহিয়া ভীত বুকে রান্নাঘবে আসিল। অসুখকে তাহার বড়ো ভয় করে।

খানিকটা বাদে বিপিন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বনু কোথা বৌ ? এখনো ঘব আসেনি বুঝি। আচ্ছা, কোথা যায় উ—সারা দুপুব আজ নাগাল নাই ?"

কিরণ বলিল, "সে তো অনেকক্ষণ আস্ছে।"

—"কোথা তবে ?"

—"বেরোইনি, ঘরে ছিল। জাল সাব্তেছিল।"

—"কোথা সে ?"

—"শুইছে।"

বিপিন বুঝিল না। বলিল, "কেন ?"

—"বলে, মাথা ধ'র্‌ছে।"

বিপিনও ভয় পাইয়া বলিল, "জ্বর হবেনি তো ?"

—"ক্যামনে বলি। গা ঠাণ্ডা।"

কিরণ তরকারিতে ফোড়ন দিল। বিপিন রান্নাঘরের চৌকাঠের উপর পা দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখে-চোখে একটা চিন্তার স্পষ্ট ছায়া ফুটিয়াছে। বিপিন চিন্তিত মুখে বাহিরে গেল।

একটু বাদেই বিপিন আবার ফিরিয়া আসিল। কিরণকে বলিল, "আজ কিছু খেতে দিয়োনি।"

বিপিন আবার বাহিরে চলিয়া গেল।

ভাত খাইতে বসিয়া বিপিন বলিল, "বনু কি খাবে। খালিটা প'ড়ে থাক্‌বে ?"

কিরণ চুপ করিয়া রহিল। বনুর এতোটুকু অসুখ করিলে বিপিন চিরদিনই এমনি করে। বিপিন ভাত খাইতে খাইতে বলিল, "শুভ কাজটায় বাধা প'ড়্‌বেনি তো ?"

শ্রীনিবাস দার্শনিকের মত বলিল, "ভগবানের ইচ্ছা।"

বনু ঘুমায় নাই। দাদার কথাগুলা তাহার কাণে গেল। বনু হাতজোড় করিয়া ভগবানের উদ্দেশে প্রার্থনা জানাইল, "হে ভগবান্‌ সত্যি একটা অসুখ দাও। আমাকে বাঁচাও।"

কিন্তু ভগবান্‌ নিষ্ঠুর, বনুর কিছুই হইল না।

ষোল

তখনো রাত আছে। বিপিনদের বাড়ীর সাম্‌নের উঠানে ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া জালের কাঁঠির শব্দ শুনা গেল। বিপিনের ঘুম ভাঙিয়াছিল। সে বিছানায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল। কিরণও ঘুম হইতে উঠিয়া বসিয়াছিল।

বাহিরে শব্দ শুনিয়া বিপিন বলিল, "ওই ওরা আস্‌ছে।"

—"আসুক। তুমি চারটি মুড়ী খেয়ে লও।"

কিরণ উঠিয়া রান্নাঘর হইতে ঘুঁটের ছাই আনিতে গেল। বিপিন মুখ ধুইবে। বাহিরে হারাণের গলা শুনা গেল, "ভাগ্‌না ঘুম থেকে উঠ ছ?"

—"এই যাই।"

বলিয়া বিপিন বাহিরে আসিল।

বাহিবে হারাণ একা নয়, সঙ্গে তিনু ও তিনুর দুই ছেলে।

বিপিন বলিল, "তোমরা তামুক খাও মামা। আমি চারটি মুড়ী খেয়ে লি। পানু কোথা?"

—"পানু আর পানুর মা দু'জনে আগিয়ে গেছে। শিবতলায় ব'স্‌বে।"

বিপিন মুখ ধুইয়া মুড়ী খাইতে বসিল। কিরণ এক ছিলিম তামাক সাজিয়া আনিয়া অতিথি সৎকার করিল।

কিরণ চলিয়া যাইতেছিল, হারাণ বলিল, "বনু কোথা? সে যাবেনি?"

—"না, তার কাল থেকে মাথা ধ'র্‌ছে। পুকুর ডোবায় কোথা নাব বে কি ক'র্‌বে। আবার জরটর হবে। কাজ নাই।"

হারাণ বলিল, "মাথা ধ'র্‌ছে ? জ্বর হবেনি তো ?"

হারাণের কণ্ঠে বেশ একটা ভীতি ও চিন্তার আভাস পাওয়া গেল। তিনু হুঁকায় টান্ দিয়া বলিল, "উ আর কি হবে ? কোথা রোদে ঘুর্‌ছে আর কি ?"

তিনুর দুই পুত্র নীরব রহিল।

হারাণ বলিল, "কোথা সে ? তার সঙ্গে একটু দরকার আছে।"

—"বনুর সঙ্গে ?" কিরণ মৃদু হাসিয়া বলিল, "সে আবার দরকারের মানুষ হ'লো কবে থাক্‌তে ?"

হাবাণ কিরণের হাসির উত্তরে একটু মৃদু হাসিল। বলিল, "হ্যাঁ ভাগ্‌না-বৌ, সময় প'ড়্‌লে হয় বৈ কি।"

হারাণ কিরণের পিছনে পিছনে ঘরের ভিতরে আসিল।

কিরণ বনুর বিছানার ধারে আসিয়া বলিল, "ওই শুয়ে আছে।"

হাবাণ বনবিহারীর বিছানার মশারি তুলিল।

কিবণ বিপিনের কাছে গেল। বিপিন আর মুড়ী লয় কিনা দেখিতে।

বাহিরে লোকজনের কথাবার্তা শুনিয়া বনুর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল।

হারাণ মশারি তুলিয়া বলিল, "বনু ?"

—"কে, মামা ?" বনবিহারী বিছানায় উঠিয়া বসিল।

—"মাথা ধ'র্‌ছে রে ?"

—"হ্যাঁ।"

—"জ্বরটর হয়নি তো ?"

—"না।"

বনু এতোক্ষণ চুপচাপ পড়িয়াছিল। আজ কাযে যাইতে তাহার মোটেই ইচ্ছা নাই। দাদা-ও ডাকে নাই। অতএব নিজে যাচিয়া

গিয়া লাভ কি ? হারাণ আসিতে বনবিহারী ভাবিল, বোধ হয় হারাণ তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে। বনবিহারী উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আজ কোথা মাছ ধ'র্‌বে মামা ?"

—"ঘোষের ঘরে পেছনের পুকুরটায়। নাকি সিঙি আর মাগুরে বুঝাই হ'য়ে আছে।"

—"দাদা কোথা ?"

—"মুড়ী খাচ্ছে। তোর আজ গিয়ে কাজ নাই। জ্বরটর হ'য়ে প'ড়্‌বে আবার।"

বনু কিছুই কহিল না। একটু স্বস্তি অনুভব করিল।

হারাণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তোর মাসী একবার তোকে ডাকৃছে। মনে ক'রে যাস।"

—"কেন বল তো ? ওষুদ আন্‌তে,—নয় ?"

—"যাস্ না। কেন, সেই ব'ল্‌বে।"

বনু চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। হারাণ মশারীর বাহিরে মাথা লইয়া বলিল, "মনে ক'রে যাস্ কিন্তু।"

—"যাবো'খন।"

বনু আবার শুইয়া পড়িল। আজ তাহার উঠিতেই ইচ্ছা হইতেছে না। রাত এখনো অনেক বাকী। বনু নীরবে বালিশে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

বিপিনরা মাছ ধরিতে চলিয়া গেল। কিরণ বাহিরের কপাট বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বনু—জ্বর হয়নি তো ?"

—"না।"

কিরণ আশ্বস্ত হইয়া শুইতে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই কিরণ ঘুমাইয়া পড়িল।

কিন্তু বনবিহারীর আর ঘুম আসিল না। সে পড়িয়া পড়িয়া প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মাসী তাহাকে কেন ডাকিয়াছে ?

হরেকিষ্ট ডাক্তারের কাছ হইতে ঔষধ আনিতে হইবে বোধ হয়।

বনু ভাবিতে লাগিল।

সতেরো

সকাল হইতেই বনু দুর্গামণির বাড়ীর দিকে চলিল।

দুর্গামণি জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক বেলা না হইলে সে কোনো মতেই বিছানা ছাড়িয়া উঠে না। লক্ষ্মী সকাল হইতেই ঘরে দোরে ঝাঁট দিতেছিল।

বনু পিছনে আসিয়া ডাকিল, "লক্ষ্মী ?"

লক্ষ্মী বনুর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল, এবং মুচকিয়া একটু হাসিল। সে-হাসির মধ্যে যেন কি একটা অর্থ আছে। বনবিহারী সে অর্থ বুঝিতে পারিল না।

লক্ষ্মী নতমুখে আবার ঝাঁট দিতে লাগিল।

বনু বলিল, "মাসী কোথা রে লক্ষ্মী ?"

—"ঘরে।"

—"মাসী কেন ডাক্‌ছিল জানিস ?"

—"কাকে ?"

—"আমাকে ?"

লক্ষ্মী আবার ফিক্ করিয়া হাসিল।

বনু অবাক্ হইয়া বলিল, "হাস্‌ছিস যে ?"

লক্ষ্মী আবার হাসিল।

—"হাস্‌বো না তো কাঁদ্‌ব নাকি ?"

বন্নু গলায় একটু শাসনের ছোঁয়া, "বল্ না, কেন ডাক্ছিল ?"

লক্ষ্মী বন্নুব মুখের দিকে তাহার আয়ত চোখদু'টি তুলিয়া বলিল, "আন্দাজ কর দেখি ?"

—"ওষুদ আন্‌তে,—নয় ?"

লক্ষ্মীর মুখে আবার হাসি।

বনবিহারী ধমক দিয়া বলিল, "বল্ না ?"

লক্ষ্মী মুখ ভার কবিয়া ঝাঁট দিতে সুরু করিল, ও বিবক্তিব ভাণ করিয়া বলিল, "আমি কি জানি ! যে ডাক্‌ছে, তাব কাছে যাও।"

লক্ষ্মী ঝাঁট দিয়াই চলিল।

লক্ষ্মীব কণ্ঠস্বরের কৃত্রিম রুক্ষতা বনবিহারীকে আঘাত দিল। সে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া লক্ষ্মীব দিকে তাকাইয়া রহিল, পবে ঘরেব দিকে চলিয়া গেল।

বন্নু ঘরের মধ্যে গিয়াছে বুঝিয়াই লক্ষ্মী ঝাঁট দেওবা বন্ধ কবিল এবং দোবেব আড়ালে আসিয়া দেখিল, সে কি কবিতেছে।

বন্নু বলিল, "মাসী আমাকে ডাক্ছ ?"

দুর্গামণি বলিল, "হ্যাঁ বাবা। ঘরের ভিতবে আয়।"

বন্নু ঘরের মধ্যে গেল।

লক্ষ্মী তেমনি দেওয়ালেব পাশে দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া আবাব একটু-খানি হাসিল। এবং ঝাঁট দেওয়া বন্ধ করিয়া কাণ পাতিয়া দেওয়ালের ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

একটু বাদেই মায়েব পাশ হইতে লক্ষ্মীর ডাক আসিল, "লক্ষ্মী।"

লক্ষ্মী ঝাঁটা ফেলিয়া ঘরের দিকে গেল। কিন্তু তাহার ঘরে যাইতে কেমন লজ্জা করে !

লক্ষ্মী দেওয়ালের পাশে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

দুর্গামণি আবার ডাকিল, "লক্ষ্মী ?"

লক্ষ্মী ঘরের মধ্যে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দুর্গামণি বলিল, "আয়, ব'স্ না পাশে।"

লক্ষ্মী বসিয়া পড়িল, কলের পুতুলের মতো।

বনবিহারী-ও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

দুর্গামণি দুর্বল কণ্ঠে সুরু করিল, "আমি জানি, বাবা বনু, আমার দিন ফুরিয়ে আস্‌ছে। যে কালজ্বর ধরেছে, কোনোদিন আর সার্‌বে না।"

দুর্গামণির গলাটা অত্যন্ত করুণ।

বনু বাধা দিয়া বলিল, "ছি মাসী, ও কথা ব'ল্‌তে নেই। ভালো হবে বৈ কি। ডাক্তারবাবু ত তাই ব'ল্‌ছে, তবে একটু সময় লাগ্‌বে। ম্যালেরা-জ্বর, একটু সময় লাগে বৈ কি।"

—"কিন্তু আমার যে আর সময় নেই বাবা! বুকে ব্যথা, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কবে ব'ল্‌তে কবে দম আট্‌কে র'য়ে যাব।"

বনু বলিল, "হরেকিষ্ট ডাক্তারকে আজ একবার ডেকে আনবো মাসী ?"

দুর্গামণি কথা কহিয়া হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। একটু থামিয়া দুর্বল গলায় বলিতে লাগিল, "মুয়ে আগুন ডাক্তারের! কি ওষুদ দেয় সেই জানে। একদিন যদি একটু উব্‌কার হ'তো। কৈলাসীদিদি মিছা কয়নি কিন্তু।"

দুর্গামণি দুর্বল হইয়া থামিল। কৈলাসী ডাক্তার সম্বন্ধে কি বলে বনবিহারীর তাহা জানা ছিল। তাই সে কথা শুনিবার জন্য সে আর বেশী ব্যস্ততা দেখাইল না।

দুর্গামণি একটু শক্তি সঞ্চয় করিয়া বলিল, "হরেকিষ্ট ডাক্তার নাকি ওষুদ দিয়ে রোগ বাড়ায়। বেশী দিন ধ'রে পয়সা কড়ি পাবে তাই।"

বন্ধু নিজেও এ সন্দেহটা অনেক সময় করিয়াছে। তবু সে দুর্গামণিকে সাহস ও সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলিল, "লোকের কথা কেন তুমি শুন মাসী? আর কৈলাসীপিসীর গল্প তো! উ তো একটা খবরের কাগজ। যত নূতন কথা শুন অর কাছে।"

দুর্গামণি সে-কথার কোনো প্রতিবাদ করিল না। খানিকটা সময় সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। সে যেন অন্ধকারে তাহার আসল গন্তব্য পথটা হারাইয়া ফেলিয়াছে, এবং সেই পথের উদ্দেশ্যে হাতড়াইতেছে।

লক্ষ্মী তাহার মাথাটাকে মাটির সঙ্গে মিশাইতেই বাকী রাখিয়াছে। বন্ধু একবার লক্ষ্মীর দিকে একবার দুর্গামণির দিকে তাকাইল। পরে সেও নীরবে বসিয়া রহিল। সে-ও একটা পথ খুঁজিতেছে।

ঘরের মধ্যে তিনটি প্রাণীই তিন জনকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে চায়। সকলেই জাগিতে চেষ্টা করিতেছে, অথচ ঘুম ভাঙে না। সকলেই ঘুমের শেষ প্রান্তে, জাগরণের সীমায়।

দুর্গামণি কথা কহিল, "ম'র্‌তে আমার এতোটুকু দুঃখ নেই বাবা। ম'র্‌তে পার্‌লেই আমি বাঁচি। কিন্তু ম'রতেও ভয় করে এই মেয়েটির তরে। উ আমার শত্রু।"

লক্ষ্মীর মাথা আরো মাটির দিকে ঝুঁকিল।

বন্ধু ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

দুর্গামণির কণ্ঠস্বর আরো করুণ হইয়া উঠে, "কি করি ব'ল্‌ত বাপ অকে লিয়ে? উ যদি না একটু রগা হ'তো, তাহ'লে কি আমাকে এত ভাব্‌তে হয়? না, এত পুয়াতে হয়? কি ক'র্‌ব? ভগবান্‌ যাদের উপর দয়া করেনি, তাদের উপায় কি আছে?"

দুর্গামণি চুপ করিল।

বন্ধু একবার লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকাইল। লক্ষ্মীও সেই দিকে নিজের মুখখানা ধীরে ধীরে তুলিতেছিল। বন্ধুর চোখে চোখ পড়িতেই সে আবার মাথা নত করিল।

দুর্গামণি একটু থামিয়া বলিল, "বন্ধু, তাই তোকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম বাপ। তোর মামা-ও ব'ল্‌ছিল।"

দুর্গামণি তাহার দুর্বল হাত দু'টা বাহির করিয়া বন্ধুর হাতে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "তুই যদি একটা কথা রাখিস, তাহ'লে সকল পার হ'য়ে যায়।"

বন্ধুর বুকের ভিতরটা একটা তীব্রতায় দুলিয়া উঠিল। দুর্গামণিব অন্তরটা তাহার সম্মুখে একেবারে স্পষ্ট হইয়া গেল।

একটু থামিয়া দুর্গামণি বলিল, "তোর সঙ্গে যদি লক্ষ্মীর বে হয়, তারচে আর আনন্দের কিছু নাই আমার। মেয়েটা রুগা, তাই ব'ল্‌তে সাহস করিনি এতদিন। মেয়েটারও কত আহ্লাদ হবে, সে কথা আমি জানি। বন্ধুদা ব'ল্‌তে লক্ষ্মী আমাব অজ্ঞান। শুধু তুই যদি একটিবার মত কবিস।"

বন্ধুর মনে হইল, ইহারা কি পাগল! তাহাব মতামতে কি বহিয়া যায়! লক্ষ্মীকে পাইবার জন্য সে যে কতো ব্যাকুল, সে কথা সে ইহাদের কেমন করিয়া জানাইবে?

দুর্গামণি বন্ধুর হাতের উপব চাপ দিয়া বলিল, "বল্‌, ব'লে ফ্যাল্‌? তোর একটা কথা হ'লেই সব চুকে যায়।"

বন্ধু লক্ষ্মীর দিকে তাকাইল। সে তেমনি ভাবে মাথা নত কবিয়া বসিয়া আছে। তাহার বুকের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তাহাব এতোটুকু-ও বাহিরে প্রকাশ হইল না।

দুর্গামণি বলিল, "চুপ ক'রে থাকিসনে। ব'লে ফ্যাল বাবা। কি আব এতো ভাব্‌তে হয়?"

বন্ধু বলিল, "সে কেমন ক'রে হয় মাসী?"

দুর্গামণি একেবারে হতাশায় ভাঙিয়া পড়িল, "কেন হয় না? তুই ব'ল্‌লেই তো হয়।"

—"না, হয় না।"

বনবিহারী পাথরের মতো বসিয়া রহিল।

দুর্গামণিও নীরবে পড়িয়া রহিল, অনেকক্ষণ।

লক্ষ্মীও এতোটুকু-ও নড়িল না।

কেহ কোনো কথা কহিতে সাহস পাইল না।

দুর্গামণি দুঃখিত গলায় বলিল, "আমি কি ক'র্‌ব আর? উ হত' ভাগীর কপাল!"

লক্ষ্মী ক্লান্তপদে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

বনবিহারী মৃতের মতো আরো অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল।

দুর্গামণি আর কোনো কথা কহিল না।

বনবিহারী অপরাধীর মতো নীরবে ঘরের বাহিরে আসিল। সম্মুখেই লক্ষ্মী। বনু তাহার দিকে একটিবার-ও মুখ তুলিয়া চাহিতে সাহস করিল না। এক রকম ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

আঠারো

বন্টু লক্ষ্মীর সম্মুখ হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার মনটা লক্ষ্মীদের ওখান হইতে নড়িল না। তখনো সুস্পষ্ট ভাবে তাহার কাণে বাজিতেছিল, সেই করুণ আর্ত কথাগুলি। সে সম্মুখে দেখিতে পাইতেছিল লক্ষ্মীর সেই লজ্জানত মুখখানি, সেই আশা-জাগ্রত অন্তরটি। বন্টুকে আরো কঠিনভাবে আঘাত করিল, লক্ষ্মীর সেই ধীরপদে উঠিয়া যাওয়াটা। বন্টু বুঝিল, লক্ষ্মী কেন আগে অত হাসিয়াছিল। তাহার সহিত বিবাহ হইবে শুনিয়া লক্ষ্মীর নিশ্চয় আনন্দের সীমা ছিল না। কিন্তু বন্টুর কথায় লক্ষ্মী কতো কঠিন আঘাত পাইয়াছে!

বন্টু কি করিবে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার বুকের মধ্যেটা একটা অবোধ্য ব্যথায় গুমরিয়া মরিতে লাগিল। লক্ষ্মী তাহাকে কতো কঠিন ভাবিয়াছে! কিন্তু সে তো বুঝিবে না, বন্টু তাহাকে সাধ করিয়া আঘাত দেয় নাই। সে যদি বন্টুর বুকের ভিতরটা দেখিতে পাইত, তবে তাহাকে কখনো দোষ দিত না। কিন্তু লক্ষ্মীর কাছে সে এমন নিষ্ঠুর হইয়া থাকিবে কেন? বন্টুর সমস্ত মন তাহাকে আসল কথাগুলা জানাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কিন্তু কেমন করিয়া জানায়?…

লক্ষ্মীর বাড়ী যাইতে তাহার লজ্জা করিতেছিল। লক্ষ্মীর মায়ের মুখের দিকে সে তাকাইবে কি করিয়া? না, সেখানে যাওয়া হইবে না।

বনু কি করে ?

অনেকক্ষণ ভাবিবার পর বনবিহারী একটা উপায় পাইল। লক্ষ্মী নিশ্চয় জল লইতে আসিবে। পুকুর-ঘাটেই তাহার সহিত দেখা হইবে। বনু পুকুরের দিকে চলিল।

বনু একটু গিয়াই থামিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু ঘাটে যদি পাড়ার অন্য মেয়েরা থাকে ?

বনু কি করিবে না করিবে স্থির করিতে না পারিয়া অলস পদে পুকুরের দিকেই হাঁটিতে লাগিল।

পুকুরের পাড়ে আসিয়া সে একটা ফুলগাছের আড়ালে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কেহ আসিতেছে কিনা। কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

মাথার উপর সূর্য ক্রমশঃ প্রখর হইয়া উঠিতেছে। বনু ফুলগাছের তলায় চুপ করিয়া বসিল।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটিতে লাগিল। কেহ আসিল না।

বনু পুকুরের জলে ছোট ছোট মাছগুলার জলকেলি দেখিতে লাগিল।

এমনি অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। হঠাৎ বনু যেন কাহাদের কণ্ঠের আভাস পাইল। মাথা উঁচু করিয়া দেখিল, চাঁপা আর মেনকা স্নান করিতে আসিতেছে। চাঁপার হাতে একটা পিতলের কলসী। মেনকার হাতে একটা বালতি ও দুইটা ঘটি।

বনু এমনি ভাবে ঘাটের ধারে ফুলতলায় বসিয়া থাকা সুশোভন ভাবিল না—পাছে ইহারা তাহাকে খারাপ মনে করে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

চাঁপা বলিল, "এখানে কি কচ্ছ ভাগ্‌না ?"

বনু উত্তর দিল, "কিছু না।"

বনবিহারী আর না দাঁড়াইয়া পুকুর-পাড় হইতে হাঁটিয়া বাঁধের দিকে চলিয়া আসিল।

চাঁপা বলিল, "এখানে উ কেন ব'সেছিল বল্ তো ?"

মেনকা হাসিল, "হুঁ। বুঝ্ছি।"

চাঁপা ও মেনকা স্নান করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিল। এবং কলসী, বালতী ও ঘটিতে জল লইয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

বনু তাহাদের বাড়ীর দিকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আবার পুকুরের দিকে আসিল। চাঁপা ফিরিয়া দেখিল, বনবিহারী আবার পুকুরের দিকে চলিয়াছে। মেনকাকে বলিল, "দেখ্ছিস—আবার যাচ্ছে।"

মেনকা ঘুরিয়া বলিল, "হুঁ।"

চাঁপা বলিল, "লক্ষ্মীও আস্ছে, দ্যাখ।"

মেনকা বলিল, "ওইটুকু মেয়ে, কিন্তু কম নয়। তাই ওদেব বাড়ী উ এতো আড্ডা দেয়। আমি বলি কেন, আগে তো এমন ছিল না।"

চাঁপা বলিল, "আমি অনেক আগেই জানি। মেয়েটা দেখ্তে বাচ্চা হ'লে কি হবে, বয়েস তো কম নয়! বগা হাড়ে ডাইনী নাচে! বুঝ্লি!"

তাহাদের আলোচনায় বাধা পড়িল। লক্ষ্মী আসিয়া পড়িয়াছিল। লক্ষ্মীর মুখখানা আজ ভাব। লক্ষ্মী মেনকা ও চাঁপার সহিত কোনো কথা কহিল না। কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী পুকুরের ধারে আসিল।

বনবিহারী আবার আসিয়া সেই কুলতলায় বসিয়াছিল। লক্ষ্মী তাহাকে দেখিতে পাইল না। বনু সাড়া দিবে দিবে করিয়াও দিতে পারিল না। সে নিজেকে সামলাইয়া সেই কুলতলাব নীচে বসিয়া রহিল। লক্ষ্মী স্নান করিয়া উঠিলে, সে সাড়া দিবে।

লক্ষ্মী স্নান করিতে লাগিল। লক্ষ্মী পুকুরে ডুব দিয়া নিজের পরা কাপড়ের একটা অংশ দিয়া মাথা ও গাহাত মুছিল। পরে বদলাইয়া পরিল ও পরিহিত অংশটা ধুয়িয়া নিংড়াইয়া গায়ে জড়াইল।

লক্ষ্মী স্নান সারিয়া ঘাটের উপরে উঠিতেই বন্ধু কুলগাছের আড়াল হইতে বাহিরে আসিল।

লক্ষ্মী তাহাকে দেখিয়াও যেন দেখে নাই এমনি ভাবে চলিয়া যাইতে লাগিল। বন্ধু ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "লক্ষ্মী ?"

লক্ষ্মী আগাইয়া চলিল। বন্ধু সাথে যাইতে যাইতে বলিল, "তুই আমার সাথে আর কথা কইবিনে লক্ষ্মী ?"

—"না। মা বারণ ক'রে দিছে।"

লক্ষ্মী অপেক্ষাকৃত জোরে হাঁটিতে লাগিল। অবশ্য মার নামে সে একটা মিথ্যা কথাই বলিয়াছে।

লক্ষ্মী চলিয়া যায় দেখিয়া বনবিহারী লক্ষ্মীর হাতটা ধরিয়া ফেলিল।

—"লক্ষ্মী, দাঁড়া।"

লক্ষ্মী সজোরে হাত ছিনাইয়া লইয়া বলিল, "কেন ?"

লক্ষ্মীর কঠিন কণ্ঠস্বরে বন্ধু নিষ্পেষিত হইয়া গেল। তবু সে আপনাকে সংযত করিয়া বলিল, "কথা আছে।"

—"না, কিছু না।"

লক্ষ্মী আবার হাঁটিয়া চলিল।

বন্ধুর সমস্ত তন্ত্রীগুলা যেন আত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। সে পাগলের মতো লক্ষ্মীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "তোকে শুন্‌তে হবে। তোকে শুন্‌তে হবে লক্ষ্মী। নইলে আমি বিষ খেয়ে ম'র্‌ব।"

বনবিহারীর বাহু-বেষ্টনীর মধ্যে লক্ষ্মী অসাড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নড়িল না, চড়িল না বা আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা পর্যন্ত করিল না।

লক্ষীর দেহের রক্তস্রোত বনুর দেহের রক্তস্রোতে বিদ্যুৎ আনিয়াছে।

বনু আর্তকণ্ঠে বলিল, "তোকে পেতে কি আমার অসাধ লক্ষী? কিন্তু উপায় নেই যে।"

লক্ষী তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "উপায় আছে না আছে, সে কথা তুমি জানো। আমার তায় কি?"

—"তুই রাগ করিস্‌নে লক্ষী।"

—"রাগ কর্‌বার কি আছে? আমায় কেউ বে ক'র্‌তে চায় না। সে কি আজ নতুন? আমার চেহারা খারাপ, রগা। আমাকে বে ক'র্‌বে কে? কি দায় প'ড়েছে কার?"

—"তুই মিছামিছি রাগ করিস্‌ লক্ষী।"

হঠাৎ এমন সময় পাশের টগরফুলের গাছগুলা দুলিয়া উঠিতে ঝরা পাতার মর্মর শুনা গেল। বনবিহারী ও লক্ষী চাহিয়া দেখিল, চাঁপা ও মেনকা খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিতেছে।

বনবিহারী লক্ষীর হাতটা ছাড়িয়া দিল। লক্ষী লজ্জায় ও ভয়ে জড়সড় হইয়া একধারে দাঁড়াইয়া রহিল। বনু কি করিবে খুঁজিয়া পাইল না।

চাঁপা বলিল, "ভাগ্‌না বুঝি এইজন্য পুকুর ধারে ব'সেছিলে?"

মেনকা একটু মুখ টিপিয়া হাসিল।

চাঁপা লক্ষীকে ধমক দিয়া বলিল, "একফোঁটা পুঁটকে মেয়ে, পুরুষ মানুষের সঙ্গে—পুরুষ মানুষের কোলের ভিতর ঢুকে কিসের কথা লা? চল ঘরে, তোর মাকে ব'লে যদি হাড় মাস এক না করাই তো কি বলি!"

লক্ষী কম্পিত পদে ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

বনু নত মাথায় দাঁড়াইয়াছিল। সে চাঁপা ও মেনকাকে কি কহিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। চাঁপা বলিল, "দ্যাখ ভাগ্‌না, তুমি বেটা

ছেলে, এত বড় হ'য়েছ, এমন ক'রে পুঁটুকে একটা আব্ড়া মেয়ের সঙ্গে কথা ক'য়ে ভালো করনি। লোক শুন্লে কি কইবে! তার বের কথা হ'চ্ছে। তোমারও নাকি বের কথা হ'চ্ছে। এতো গলাগলি, মিশামিশি তো ভাল নয়।"

বনবিহারী কিছুই কহিল না। অপরাধীর মতো নত শিরে চলিয়া গেল। লক্ষ্মীর সহিত কথা কহিবারও অধিকার তাহার নাই!

সমাজের চোখে ভালবাসা একটা ব্যাধি।

লক্ষ্মী ঘরে আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চাঁপা আর মেনকা দু'জনে কতো বাড়াইয়া কতো কি দুর্ণাম যে তাহার করিবে, তাহা ভাবিয়াই লক্ষ্মীর ভয়ে বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। মা মারিবে। মামা বকিবে। পাড়ার লোক খারাপ বলিবে। অথচ সে তো কিছুই করে নাই।

লক্ষ্মীর বন্থুর উপরও যথেষ্ট রাগ হইতে লাগিল, কেন সে তাহার গায়ে হাত দিল। কেন তাহাকে একা পাইয়া এমন করিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। কেন? কেন?

হঠাৎ পিছনে কাহার সাড়া পাইয়া লক্ষ্মী ফিরিয়া দাঁড়াইল। চাঁপা ও মেনকা?...

না, বন্থু।

লক্ষ্মী হাঁটিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে পলাইয়া যাইতেছিল। বন্থু ডাকিল, "লক্ষ্মী, শোন্।"

লক্ষ্মী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি শুনব? কেন এমন ক'র্লে তুমি?"

বন্থু বলিল, "ভয় কি। আয় না।"

বলিয়া বন্থু লক্ষ্মীর ডান হাতটা ধরিয়া ঘরের দিকে লইয়া চলিল। লক্ষ্মী কিছুই বুঝিল না। মন্ত্র মুগ্ধের মতো সে বন্থুর পিছনে পিছনে চলিল।

বন্থু ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিল, "মাসী কি ঘুমাচ্ছ নাকি?"

দুর্গামণি এমনি শুইয়াছিল। সে বন্থুর সাড়া পাইয়া বলিল, "কে, বন্থু?"

ভাবিয়াছিল,দাদা নিশ্চয় কোনোরকমে টাকা যোগাড় করিয়া ফেলিবে। কিন্তু দাদাই যখন পণের কথা তুলিতেছে, তখন দুর্গামণি আর কি করিতে পারে? দুর্গামণি সম্বন্ধ ভাঙিতে দিল টাকার দায়ে। আর হারাণ ভাঙিল, ভাগিনেয়ী একটা বুড়া বরে পড়িবে এই ভয়ে।

কাল রাত্রে দুর্গামণির সহিত হারাণের কাথাবার্তা হইতেছিল। দুর্গামণি বলিল, "নাই বা হ'তো কিছু, বেটা হ'লে আমার ভাবনা চুকৃত।"

হারাণ বলিল, "তোর যতো বাড়াবাড়ি। তা ব'লে তো মেয়েকে আর জলে ফেলে দিতে পারিনি।"

দুর্গামণি বলিল, "কিন্তু বয়েস যে আর থেমে নেই দাদা।"

হারাণ হাসিয়া বলিয়াছিল, "বর আমি হাতে রেখেছি। তবে তোকে একটা কাজ ক'র্‌তে হবে।"

দুর্গামণি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কে বল তো?"

হারাণ বলিল, "কেন, বনু?"

দুর্গামণি বলিল, "কিন্তু বিপিন কি পণ দিবে?"

হারাণ বলিল, "নাই বা দিল পণ। বনু ছেলে ভালো। অর জন্ম যদি দু'দশটাকা মোর গাঁট থেকে যায়, তাও দিব।"

তাই বনু মত করিয়া গিয়াছে শুনিয়া দাদা যে খুব খুশী হইবে, এই কথা ভাবিয়া দুর্গামণি দাদার আগমনের অপেক্ষা করিতেছিল।

হারাণ ক্লান্তদেহে ঘরে ফিরিয়া বলিল, "এক ঘটি জল দে লক্ষ্মী। খেয়ে বাঁচি। উঃ কি রোদ্দুর।"

মাছের শূন্য চুপড়িটা দূরে ফেলিয়া রাখিয়া হারাণ গামছা দুলাইয়া নিজেকে হাওয়া করিতে লাগিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রে এতটা পথ চলা। মাথায় ছাতা নাই। মাথায় মাছের যে চুপড়িটা ছিল, তাহাতে কতোটুকুই বা রৌদ্র আটকায়!

লক্ষ্মী রান্নাঘর হইতে এক ঘটি জল আনিয়া দিল।

হারাণ এক নিঃশ্বাসে জলটুকু সব উপুড় করিয়া নিঃশেষ করিল।

দুর্গামণি শুভ সংবাদ দাদাকে জ্ঞাপন করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তবু হারাণ একটু শান্ত হওয়া পর্যন্ত সে ধীর ভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

হারাণ গামছাব হাওয়া খাইয়া বিশ্রান্ত হইলে, লক্ষ্মী এক ছিলিম তামাক আনিয়া দিল। দুর্গামণি প্রায়ই বিছানা ছাড়িয়া বাহিব হয় না। সে অনেক কষ্টে দেওয়াল ধরিয়া শ্রান্ত পাত্‌'টাকে টানিয়া বাহিরে আসিল।

হারাণ তামাক খাইতে-খাইতে একবার দুর্গামণির মুখের দিকে চাহিল। পরক্ষণেই মাথাটা নীচু করিয়া তামাক খাইতে লাগিল। তাহার মুখে-চোখে একটা চিন্তাব ছায়া। হারাণ কিছুই কহিল না। তামাক টানিতে টানিতে ভাবিতে লাগিল।

দুর্গামণি বলিল, "ভাব্‌ছ কি গো?"

হারাণ তাহাব চিন্তা হইতে জাগিয়া উঠিল, "না, কই কিছু না তো?"

"বনু আস্‌ছিল যে।"

হাবাণ তাহাব নিজের চিন্তাটাকে চাপা দিল, "কি ব'ল্‌ল সে?"

দুর্গামণি হাসিয়া বলিল, "সে মত দিয়ে গেছে।"

হারাণ খুসী হওয়ার কোনো লক্ষণই প্রকাশ কবিল না। নীরবে ভ্রূ কুঞ্চিত কবিল।

দুর্গামণির কাছে হারাণের ব্যবহারটা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল। দুর্গামণি বলিল, "বিপিনেব মতটা এবাব নিলে হয়। বনু যদি ওকে বে ক'র্‌তে চায়, তবে সে কি আর না ব'ল্‌বে? কত ভালোবাসে সে ভাইকে।"

হারাণ তবু বিশেষ কিছুই মতামত প্রকাশ করিল না। অন্তমনস্ক ভাবে বলিল, "হুঁ।"

—"আর একবার গণকের কাছে যেয়ে দিনটাও ঠিক ক'রে আসতে হবে। তাব পর হাটবাজার যা করবার সব না ক'রলেও তো সময় নাই। এ মাসে আর মোটে ক'টা দিনই বা আছে। তার পর তো আবাব অকাল প'ড়ে যাবে।"

হারাণ এতোক্ষণে স্পষ্ট করিয়া কথা কহিল।

—"সব তো হবে, কিন্তু গোড়াতেই যে গলদ।"

দুর্গামণি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গলদ কিসেব ?"

হারাণ এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "বন্ধু তো মত ক'বলে, কিন্তু বিপিন কি ক'রবে ? সে তো বন্ধুর বের সব ঠিকঠাক ক'রে ব'সে আছে। তার শালী ফুলীর সঙ্গে। তার শ্বশুর বুড়াও দবে আছে। আব ফুলীও তো দরে। এই বোববারেই তাদের বে।"

দুর্গামণি সবটা বিশ্বাস না করার স্বরে বলিল, "তবে কি হবে ?"

—"উপায় কি, অব ভাগ্যে সেই বুড়া বরই ছিল।"

কথাটা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই হারাণেব লক্ষ্য পড়িল, লক্ষ্মী দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া শুনিতেছে। হারাণ দেখিল, লক্ষ্মী তাহাব মুখেব দিকে কাতব দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। সে চোখ দু'টি বড়ো করুণ।

মামার চোখে চোখ পড়িতেই লক্ষ্মী ছুটিয়া খিড়কিতে গেল। হাবাণও আসিল চুপি চুপি তাহার পিছু পিছু। একটু বিস্মিত হইয়া দেখিল, লক্ষ্মী বেড়ার গায়ে হেলান দিয়া উদাস দৃষ্টিতে সুদূর মাঠের দিকে এক মনে তাকাইয়া আছে। যেন পুতুল !

হারাণ বুঝিল, কি অর্থ লুকানো আছে ওই নীরব চোখ দু'টিতে।

হারাণ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বেশ মানায় অদের দু'জনকে।"

দুর্গামণি বলিল, "মেয়েটারও অব দিকে কি টান্ !"

হারাণ একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, দেখাই যাক, যদি বিপিনকে বুঝিয়ে মত করাতে পারি!"

হারাণ স্নান করিতে গেল।

লক্ষ্মী সে-বেলা তরকারিতে নুণ দিতে ভুল করিল।

কুড়ি

বিপিন বাড়ী ফিরিল সন্ধ্যার আগে।

একটা কাঠের তক্তার আসন পাতিয়া বসিয়া পড়িয়া সে কিরণের উদ্দেশ্যে বলিল, "বলি শুন্‌ছ ব্যাপারটা ?"

—"কি ?"

কিরণের কণ্ঠস্বরে মনে হইল, সে যেন কি বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছে এবং সুযোগ না পাইয়া একটু বিরক্তির সহিত নিজেকে দমন করিতেছে।

বিপিন হাসিয়া উঠিল, "এক ঘটে, আর এক রটে।"

বিপিন আর বেশী কিছু না কহিয়া নিজের আনন্দে হাসিতে লাগিল। কিরণ হাসিল না। সে অকৃত্রিম গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, "কি হ'লো ?"

—"লোকে কি রটিয়েছে, জানো ?"

বিপিন আবার হাসিতে লাগিল।

কিরণ বিস্ময়ের সহিত বিপিনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

বিপিন বলিল, "বোনার সঙ্গে নাকি লক্ষ্মীর বে। তাই বলি, এক ঘটে আর এক রটে। তিনুদা বলে, তার বৌরা নাকি শুনে এসে ঘরে কইছে। আমি ব'ল্‌লাম, হ্যাঁ, বোনার বে হবে বটে। তবে সে লক্ষ্মীর সঙ্গে নয়। আমার শালী ফুলীর সঙ্গে। তিনুদা বিশ্বাসই ক'র্‌তে চায়নি। বক্কা, জগা—অরা-ও কি বিশ্বাস করবে!"

কিরণ কিছুই কহিল না, শুধু নীরবে গম্ভীর হইয়া উঠিল। তাহার বুকের মধ্যে যে বজ্র লুকাইয়া ছিল, সে যেন তাহা কালো মেঘের গাম্ভীর্যের মধ্যে আবৃত করিয়া রাখিতে চায়।

বিপিন হাসিতে লাগিল; এবং পরে হাসি থামাইয়া বলিল, "শেষে তিনু-আজা বলে কি,—তুই জানিসনে। লক্ষ্মীর সঙ্গে তোব ভাই-এর ঠিক বে হবে। আমার বৌ শুনে এসেছে যে! আচ্ছা এতে কার না রাগ হয়?"

কিরণ তবুও কিছুই কহিল না। বিপিনের কথাগুলা সে শুনিতেছে, কি শুনিতেছে না, তাহাও বুঝা গেল না।

বিপিন কিরণের সমর্থনের জন্য মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া আবার সুরু কবিল, "আমি তো তিনু-আজার উপর চ'টেই গেলাম। বলে, আমি জানিনি, তার বৌ জানে! রহস্য দ্যাখো। আমার ভাইয়ের বে, আর আমি জান্‌লাম না, জান্‌ল তার বৌ! তবু কি শুন্‌তে চায়?"

কিরণ তবু-ও কথা কহিল না।

—"শেষকালে আমার আর সইল না।" বিপিন বলিয়া চলিল, "খুব রেগে-মেগে ব'লে দিলাম। রাগ ক'র্‌লো তো ব'য়েই গেল!"

কিরণ এতোক্ষণে কথা কহিল, "কি ব'ল্‌লে তুমি?"

—"ব'ল্‌লাম, আজা, তুমি মেয়ের কথায় লাচো। জগা আর বঙ্কা তবু তর্ক ক'র্‌তে ছাড়ে নাকি। বলে, বৌ লক্ষ্মীর মার কাছে শুনে আস্‌ছে। তার বৌ যেন মিছা কথা কইতে জানে নি আর কি! ব'ল্‌লাম, যতো সব বৌয়ের ভেঁড়ো। জগা আর বঙ্কা তো চ'টে লাল। চটুল তো ব'য়েই গেল। বাজে কথা শুন্‌লে কার না রাগ হয়?—আমার ভাইয়ের বে, আমি জানিনি, জানে কিনা তাদের বৌ! রহস্য। একেই ব'লে রহস্য।"

বিপিন আপনার মনে নিজের গৌরবে হাসিতে লাগিল।

কিরণের ভার মুখখানা গাম্ভীর্যে কালো হইয়া গেল।

আলো যতো প্রতিকূল আঘাত পায়, সে ছায়াপাত করে ততো বেশী, বিপিনের হাসিটা তেমনি একটা প্রতিকূল আঘাতে কিরণের মুখে গাম্ভীর্যের ভাবটা বাড়াইয়া তুলিতেছিল, ততো অধিক কালো ও গভীর।

কিরণ কহিল, "কিন্তু ঝগড়া না ক'র্‌লেই ভালো ক'র্‌তে।"

বিপিন খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া কিরণের মুখের দিকে তাকাইল। পরে বিস্ময়ের সহিত বলিল, "বারে! মিছা কথা ব'ল্‌লেও সয়ে নিতে হবে? আমার ভাইয়ের বে। আমি জানি না, জানে তার বৌ! শুন না কথাটা। আর তাই নিয়ে আবার তর্ক ক'র্‌তে আসে!"

"মিছা কথা নয়। তোমার ভাইয়ের বে। পাড়ার লোক জানে, অথচ তুমি জানোনি।"

কিরণের কণ্ঠস্বরে যে গাম্ভীর্য ছিল, তাহাতে বিপিন সাহস করিয়া তাহাকে তামাসা কবিবার অপবাদ দিতে পারিল না। বিপিন বলিল, "তার মানে?"

"তার মানে বনু ফুলীকে বেঁ ক'র্‌তে চায় নি। আর যদি না বে ক'র্‌তে চায় তোমারি বা এতো তোড়জোড়ের দরকাব কি? ফুলীর বরের অভাব হবে না। তোমারই বা এতো দরদ দেখাতে যাবাব কি দরকার ছিল? এবার বাবার কাছে মুখ থাক্‌বে তো?"

—"বোনা বে করবে না?' বিপিন যেন অনেকটা বুঝিয়াছে অথচ অনেকটা বুঝিতে পাবে নাই এমনি কণ্ঠস্বরে বলিল, "কেন, কি বলে সে?"

—"কি বলে তাকেই জিজ্ঞেস করো। আমি অত ব'ল্‌তে পার্‌ব না। বাবার সঙ্গে যে কি ব'লে কথা কইব তাই ভাব্‌তেছি।"

"কোথা সে?"

"কে.জানে, কোথা গেল।"

বিপিন তবুও কিরণের কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না! বিপিন তাহার সমস্ত ভাবনা ও চিন্তা দূরে সরাইয়া বেশ সহজ গলায় বলিল, "অমন বলে। অর জন্তে তোমাকে ভাবতে হবে না। সে আমি বুঝিয়ে ঠিক ক'রে দিব।"

কিরণ বলিল, "কেন মিছামিছি তুমি মুখ পুড়াতে যাবে? তারচে, সে যা চায়, তাই করো না! আমার ফুলীর কি আর বরের অভাব হবে? ফুলীকে বে কর্‌বার তরে বাবার পায়ে ধ'রে কতো লোক কাঁদ্‌তেছে।"

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, "তাতো কাঁদতেছে, কিন্তু বোনা কি বলে?"

—"বলে, সে বে করবে না।"

—"কেন?"

—"সে নাকি লক্ষীকে বে ক'র্‌বে, কথা দিছে!"

—"লক্ষীকে?—কেন ফুলী কি অপরাধ ক'র্‌ল?"

কিরণ বলিল, "আমি এত কথা ব'ললাম, তা আর হয় না, তোর বের দিন ঠিক হ'য়ে গেছে। বলে, ভাঙতে কতক্ষণ। বের দিন না হয় ভাঙা হ'ল, কিন্তু দাদার মুখ থাকে কোথা? বলে, তা আমি কি ক'রব? কথা দিছে, বেশ কচ্ছে। যে কথা দিছে, সেই নিজে বে করবে।"

বিপিন পিঁড়ি ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, "আমি বে ক'র্‌ব! কোথা সে ছুঁচো? লজ্জা নাই তাকে?"

বিপিন বনবিহারীর খোঁজে ঘরের এদিকে ওদিকে ফিরিল। কিন্তু কোথাও তাহার নাগাল পাইল না। বিপিন রাগিয়া বলিল, "কোথা গেল হতভাগা? যার জন্তে করি চুরি, সেই বলে চোর!"

"বোধ হয় লক্ষীদের বাড়ী গেছে। সেখানেই তো রাত-দিন থাকে। ঘরে থাকে উ কতক্ষণ!"

বিপিন আবার তাহার পিঁড়িতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "ওই দুগ্‌গা-মাগী কি কম পাজী? হারাণ মামাও কম নয়। দু'জনে অর মাথাটা বিগড়ে দিছে আব কি! আসুক সে পাজী, উথানে তাকে যাওয়াব একবার!"

বন্ধু যে নিজে তাহার কাছে এতোবড় অপরাধ করিতে পারে, এ কথা বিপিন এখনও বিশ্বাস করিতে চায় না। লোকের প্রতারণায় বা যুক্তিতে পড়িয়া বন্ধু যাহাই বলুক, কথনো এ কথা সে তাহার সম্মুখে বলিতে পাবিবে না। বিপিন বন্ধুর জন্ম অধীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। এবং অপেক্ষা করিতে কবিতে বন্ধুকে কুপথে লইয়া যাওয়াব জন্য হাবাণ ও দুর্গার উপর রাগটা যখন তাহার চরমে পৌছিল, তখন বিপিন দেখিল হাবাণ আসিতেছে।

হারাণকে দেখিয়া বিপিনেব মুখ আঁধার হইল।

হারাণ উঠানে আসিতে আসিতে বলিল, "তোমাকে কতো খুঁজ্‌ছি ভাগ্‌না। একবাব এসে ফিরে গেলাম, বন্ধু ব'ল্‌ল নেই।"

বিপিন উত্তর দিল না। মুখখানা আবো ভাব কবিযা বসিয়া বহিল। বিপিনের মুখের ভাব দেখিয়া হাবাণ অন্য কিছু কহিবাব আগে বিপিনকে একটু হালকা করিয়া লইবার ইচ্ছায় বলিল, "ভাগনার মুখখানা অত ভার-ভাব কেন? ভাগ্‌না-বৌ ঝগড়া কচ্ছে বুঝি?"

হারাণ অমায়িক ভাবে হাসিতে চেষ্টা করিল।

বিপিন তাহাব বিরূপ ভাবটাকে প্রচ্ছন্ন রাখিল, "আমাকে খুঁজ্‌ছিলে? কেন?"

হারাণ কি বলিয়া সুরু করিবে, তাহা খুঁজিয়া পাইতেছিল না আমতা-আমতা করিয়া বলিল, "দরকার আছে বৈ কি।"

হারাণ আবার একটু হাসিতে চেষ্টা করিল।

বিপিন তেমনি গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল।

হারাণের মহা বিপদ। সে জানে, বিপিন বনবিহারীর বিবাহেব সমস্ত স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। অথচ তাহার কাছে লক্ষীর বিবাহের কথা পাড়িতে হইবে। হারাণ কি বলিয়া সুরু করিবে, খুঁজিয়া পাইল না। শুধু বসিয়া বসিয়া মাটিতে আঁক টানিতে লাগিল।

বিপিন এমনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকা পছন্দ করিল না; তাহা ছাড়া হারাণের অবস্থিতিটা তাহার কাছে বিষের মতো লাগিতেছে।

"বোনা কোথা?"

—"বোনা?" হারাণ যেন একটা সূত্র পাইয়াছে। একটু হাসিয়া বলিল, "দুগ্‌গার জ্বর কি না। তাই গেছে। সত্যি, দুগ্‌গা বনুকে খুব ভালোবাসে।"

বিপিন বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "তা ভালোবাসাটা কদ্দিন থেকে আরম্ভ হ'য়েচে? বোনা হতভাগাও যেমন, আর তোমবাও তেমনি পাজী। ওই দুগ্‌গা মেয়েটি কি কম বদমাস্? আব তুমিও কম নয় মামা! নিজের ভাগ্নীটিকে গতাবার জন্যে ষড়যন্ত আরম্ভ কচ্ছ। উ সব বুজরুকি বিপিন বারিকের সঙ্গে চলবে না তা ব'লে রাখ্‌ছি। বোনার সঙ্গে লক্ষীব বে, কি সখেব কথা! পাজী সব কোথাকার! আমার ভাইটার মাথা খাবার যগাড় কচ্ছে!"

বিপিন আক্রোশে এতোগুলা কথা বলিয়া একটু থামিল। সে লোকের সহিত ঝগড়া করিতে চিরকাল অপটু। আজও তাহার রাগের সমান পরিমাণে কথা বাহির হইল না। একটু পবে বিপিন বলিল, "এক্ষুণি ঘর গিয়ে বোনাকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিবে। নইলে কিন্তু ভালো হবে না, তা ব'লে রাখ্‌ছি।"

হারাণের কাছে বিপিনেব কথাগুলা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইল। তাহার দু'জনকে এমন করিয়া গালি দেওয়া যে বিপিনের নিতান্ত অন্যায়, তাহাতে হারাণের কোনো সন্দেহ ছিল না। হারাণ মনে মনে বিপিনের

উপর যথেষ্ট চটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করিল না। বিপিনের সহিত রাগারাগি করিলে বন্ধুর সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ অসম্ভব। তাই হারাণ তবু হাসিতে চেষ্টা করিল।

সে হাসি দেখিয়া বিপিন একেবারে ক্ষেপিয়া গেল।

"তোমার হাস্‌তে একটু লজ্জা হয়নি মামা? তুমি ভাব্‌ছ, আমি তোমায় সঙ্গে ঠাটা কর্চ্ছি। ঠাট্টার কথা নয়। আর যদি তোমরা আমার ভাইটাকে লিয়ে অমন করো, তবে আমি দশখানা গাঁ ডেকে জড়ো ক'র্‌বো। বিপিন বারিকের সঙ্গে উ সব চালাকি চ'ল্‌বে না।"

হারাণ বলিল, "আমাদের উপর চ'টে কি হবে? ভাইকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, ভাই কি বলে।"

—"লজ্জা নাই আমার, আমি আবার তাকে জিজ্ঞেস ক'র্‌তে যাব! তাকে জিজ্ঞেস ক'র্‌লে হবে কি? আমি যা ব'ল্‌ব, তাই হবে। তার আবার মত কি? পরের খায়, পর-মুড়ে বাসা, তার আবার কথা! তার আবার মত! বে করে কিনা আমি দেখ্‌ব। তোমরা যুক্তি দিয়ে কি ক'র্‌তে পার, আর আমিও কি ক'র্‌তে পারি!"

হারাণ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "বেশ তো তোমার ভাইকে তুমি বেঁধে রেখ না।" হারাণ বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

কিরণ স্বামীর উচ্চকণ্ঠ শুনিয়া রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দোরের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। সঙ্গে ফুলী। হারাণ চলিয়া গেলে কিরণ আসিয়া বসিল, "লোকের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কি হবে? তোমার ভাই যদি খারাপ হয়, লোক তার কি ক'র্‌বে? আর তাই যদি লক্ষ্মীকে সে বে ক'র্‌তে চায়, করুক না। তোমার আপত্তি কিসে?"

—"লোক কি ক'রবে? অরাই তো কচ্ছে সব! নইলে বোনা কবে অমন ছিল?"

—"ছিল না ব'লে হ'তে নেই ?"

বিপিন পিঁড়ির উপর গুম হইয়া বসিয়া রহিল। বোনাকে সেই এতোটুকু হইতে সে এতোবড়ো করিয়াছে, শেষে সেই বোনা তাহাকে এতোবড় রূঢ় আঘাত দিবে !

কিরণ আবার সান্ত্বনার সুরে বলিল, "লক্ষ্মীকে যদি সে বে ক'র্‌তে চায়, করুক না।"

—"করুক না ব'ল্‌লেই ক'র্‌বে আর কি ! আমি যেন মানুষ নয়। সে মানুষ হ'য়ে প'ড়্‌ছে, তার কথাটা কথা, তার মতটা মত, আর আমারটা কিছু নয় ! আমি তাকে খাওয়াইনি, আমি তাকে পরাইনি, আমি তাকে মানুষ করিনি। আমি তার ভালোমন্দ জানি নে। সে একটা মানুষ হ'য়ে প'ড়ছে,—সে যদি চায় !...তার আবার চাওয়া কি ? আসুক সে ঘর, দেখ্‌ব কতোবড় পাজী হ'য়েছে সে।"

কিরণ কিছুই কহিল না। ভিতরে চলিয়া গেল। তাহার সঙ্গে ফুলীও।

বিপিন কিন্তু নড়িল না। সেই পিঁড়িতে বসিয়া বসিয়া রাগে ফুলিতে লাগিল।

একুশ

বন্থ লক্ষ্মীদের বাড়ীতে আসিয়াছিল। লক্ষ্মীর মা তাহার অভ্যস্ত বিছানায় শুইয়া আছে। লক্ষ্মী ভাত বসাইয়াছে, ভাত হইলে তরকারি চড়াইবে, তাই হলুদ ও মসলা বাটিতেছে। সেখানে আর কেহ নাই। হাবাণও বিপিনের ওখানে চলিয়া আসিয়াছিল। বন্থ নিরিবিলিতে পাইয়া লক্ষ্মীর সহিত কথা কহিতে সুরু করিয়াছে।

বনবিহারী লক্ষ্মীকে বিবাহ কবিবে বলিয়াছে, তবু-ও লক্ষ্মীব সম্পূর্ণ ভয় যায় নাই। যদি তাহার দাদা অমত করে, তবে সে কেমন করিয়া বিবাহ করিবে?

বন্থর কিন্তু লক্ষ্মীর মতো এতোটা ভয় ছিল না। লক্ষ্মীব সহিত বিবাহ হইবে, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। তবে দাদা নিশ্চয় তাহাকে কতকগুলা বকিবে। বকুক। বকিবে বৈ আব কিছু না তো! চুপে চুপে সে সহ্য করিয়া লইবে। আর বিবাহ ভাঙিতে হইলে দাদারই বা খুব বেশী লজ্জা কিসের? বিবাহ তো দাদা ভাঙে নাই। ভাঙিয়াছে সে নিজে। অতএব দাদার শ্বশুরও দাদার উপর কোনো মতে রাগ করিতে পাবে না। তবে আর বাধা কোথায়? সে না হয় কিছু বকুনিই খাইল!

লক্ষ্মী বাটনা বাটিতে বাটিতে বলিল, "দাদা যদি না মত কবে?"

বন্থ হাসিল, "নাই বা ক'র্‌ল্‌।"

বন্থ মনে মনে জানিত দাদা প্রথমে অমত করিলেও শেষে মত দিবেই।

লক্ষ্মী বলিল, "দাদার সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌বে ?"

বনু আবার হাসিল, "দোষ কি ?"

লক্ষ্মী অনেকটা সাহস পাইল। আ৺া অনেকক্ষণ নীরবে বাটনা বাটিতে লাগিল। বনবিহারী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছে। এমনি দূবে দাঁড়াইয়া দেখিবাব মধ্যেও একটা নেশা আছে। বনু লক্ষ্মীব দিকে চাহিয়া চুপ কবিয়া দাঁড়াইয়া বহিল। এমনি নীববে সে সাবা জন্ম তাহাকে যেন দেখিয়া দেখা শেষ কবিতে পাবিবে না।

লক্ষ্মী নিজেব মনে ভাবিতেছিল। সে এক শুঁটি হলুদ নোডাব তলায দিয়া সেটাকে সজোবে চাপ দিযা ভাঙিয়া বলিল "যদি তোমায ঘব থেকে তাড়িয়ে দেয় ?"

বনু জানিত দাদা কখনও এতোটা কবিতে পাবিবে না। তাই সে হাসিয়া বলিল, "দিলেই বা ! আমাব কি ঘব নাই ?"

লক্ষ্মী হাঁ কবিয়া তাকাইয়া থাকিল, "কোথা তোমাব ঘব ?"

বনু আবার হাসিল, "কোথা বল দেখি ? এই তো আমাব ঘব। এখানে থাক্‌বো।"

লক্ষ্মী হলুদ বাটিতে বাটিতে বলিল, "মা-ও তাই ব'ল্‌ছিল। মামা আব থাক্‌বে না। তুমি থাক্‌বে।"

বনুব বুকেব ভিতরটা ছ্যাঁৎ কবিযা উঠিল। দাদা ও বৌদিদিকে ছাডিয়া আসিয়া সে এখানে থাকিবে ? কেন, লক্ষ্মী সেখানে থাকিবে। লক্ষ্মীব মা-ও।

লক্ষ্মী বলিল, "মামা গেছে, জিগ্যেস ক'ব্‌তে। আর একটু দাঁড়াও, মামা এক্ষুণি ফিরে আস্‌বে।"

বনু হাবাণেব অপেক্ষা কবিতেছিল।

লক্ষ্মী বাটনা বাটিতে বাটিতে বলিল, "আমার মনে হয়, দাদা কিন্তু মত ক'রবে না।"

বহু পূর্বের কথাটার পুনরাবৃত্তি করিল, "নেই বা ক'রল!"

বাহিরে কাহার কথা কহিবার শব্দ পাইয়া বহু লক্ষ্মীর নিকট হইতে পলাইয়া দুর্গামণির ঘরে আসিল।

হারাণ তিনু বারিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র বঙ্কুর সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিতেছিল।

হারাণ ঘরের মধ্যে গেল।

বঙ্কু লক্ষ্মীকে কহিল, "মা, কল্‌কেটা একবার সাজ্‌ত।"

লক্ষ্মী তামাক সাজিতে গেল। শোয়ার ঘরে তামাকের ভাঁড় ছিল। লক্ষ্মী ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া হারাণের কথা শুনিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

হারাণ বলিতেছে,"বহু, আমরা তোর দাদার কাছে পাজী হ'য়েচি, বদমাস হ'য়েচি, আমাদের তো আর কোনো মুখ নেই। এবার তোর উপর সব নির্ভর করে। তুই যা ইচ্ছা কর। মেয়েটাকে একটা ভালো পাত্রে দিলে, মেয়েটা খুসী হ'ত, তাই আমাদের এত। নইলে আর কি? আর মেয়েটার-ও তোর দিকে টান্ প'ড়্ছে। তাই মোদের এত ঝুঁক।"

হারাণ চুপ করিল।

বঙ্কুও ঘরের মধ্যে আসিয়া পৌছিয়াছিল, সে বলিল, "তা তোমাদেরও খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। তাকে আবার কি জিজ্ঞেস ক'র্‌তে হবে? বহুর মত হয়, সে বে ক'র্‌বে। ব্যস্। তাতে আবার তাদের মত কী? বলুক না উ দাদার সুমুখে জোর ক'রে, আমি লক্ষ্মীকে বে ক'রব। দেখি কেমন সে না বলে? বাপ নয়, কাকা নয়, দাদা। তার আবার এত ভয় কি?"

বহু নতমুখে বসিয়াছিল। বঙ্কুর কথাগুলা সে আদৌ পছন্দ করিল না। দাদার উপর সে কোনোদিন কোনো কথা কয় নাই। আজ বা সে কেমন করিয়া দাদার সহিত এমন ব্যবহার করিবে? কিন্তু উপায়? বহু কিন্তু

এখনো তাহার আশাটুকু নিঃশেষে হারাইল না। এখন রাগের মাথায় দাদা যাহাই বলুক, রাগ পড়িলে দাদা নিশ্চয় মত দিবে। আজ পর্যন্ত দাদা তাহার একটাও আবদার না রাখিয়া পারে নাই!

লক্ষ্মী বঙ্কুকে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল। বঙ্কু তামাকে টান্ দিয়া বলিল, "আর যদি নিহাৎ অমত করে, তাতে-ই বা কী? নাই থাক্‌বি তুই দাদার কাছে। এই তো দিদির ঘব আছে, দর আছে, ডিঙি আছে, জাল আছে, সব আছে, থাক্‌বি। দাদাব কাছেই যে থাক্‌তেই হবে, এমন তো কোনো কথা নেই! আর দাদা বৌদি অরা আবাব আপনার হয় কবে? খেটেখুটে অদের যত এনে দিতে পাববে, তত অদেব ভাল। নেই নিতে পাবো, অমনি দু'চোখেব বিষ!"

বনবিহাবী কিছুই কহিল না।

হাবাণ বলিল, "সত্যি তো, দাদা বৌদিব কাছে চার-চিবকাল প'ড়ে থাক্‌তে হবে, এমন কি কথা আছে? ঘর হ'লো, সংসাব হ'লো, পো-ঝি হবে, দাদাব কাছে অমন ক'রে পড়ে থাকলেই বা চ'ল্‌বে কেন? নিজে বোজগাব ক'রবে, নিজে থাক্‌বে। দু'পয়সা গেলে নিজেব জন্যে গেল, দু'পয়সা থাক্‌লে নিজের রইল। পরের তরে খেটে ম'বতে যাবে কেন? আর লক্ষ্মীও তো ছোট মেয়ে নয়। বয়েস হ'চ্চে, বুঝতে পাবছে। সেও খাটবে-খুটবে। দু'দিনে দু'পয়সা জম্‌বে।"

বনু বলিল, "উ কথা থাক্ মামা। দাদাকে আমি বলি। দাদা অমত ক'চ্ছে বটে, তবে দাদার মত হ'তে কতক্ষণ!"

হারাণ বলিল, "সে তো ভালোই।"

বঙ্কু-ও সায় দিল। ইহাতে তাহার ক্ষতি নাই। শুধু লক্ষ্মীব সঙ্গে বনুর বিবাহটা হইলে সে একবার বিপিনকে টিপ্‌পনি দিবে। তাহার বৌ মিথ্যা বলিয়াছিল, কি সত্য বলিয়াছিল! বনু ঘরে আসিল।

বাইশ

বিপিনের শ্বশুর শ্রীনিবাস আজ সকালে ফুলীর বিবাহের কথাটা ছেলেদের জানাইবার জন্য বাড়ী গিয়াছিল, সেও ফিরিয়া আসিয়াছে। কিরণ বাবাকে সব বলিয়াছে। পাছে বিপিনকে লজ্জায় পড়িতে হয।

শ্রীনিবাস শুনিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। শ্রীনিবাসের যে কন্যাদায়ের ভাবনা তাহা নহে। কিন্তু আজ পাড়ায় সকলের কাছে যে সে তাহার মেয়ের বিবাহের কথা কহিয়াছে, বিবাহ ভাঙিয়া গেলে তাহাদের উপহাস শুনিতে হইবে। তাহা ছাড়া, কাল সকালে তাহার বড় ছেলে বিবাহের সমস্ত হাটবাজার করিয়া ফেলিবে। বিবাহ না হইলে সে জিনিসগুলা একেবারে নষ্ট হইবে।

বিপিনও যথেষ্ট লজ্জিত। সে কতোবার তাহার শ্বশুরের কাছে বড়াই করিয়াছে, বন্ধু তাহার তেমন ভাই নয়। সে যাহা বলে, তাহা বন্ধুর কাছে বেদবাক্য।

মানুষের সমস্ত অধিকারের অপেক্ষা স্নেহের ও প্রেমের অধিকার-ই বড়ো। সে অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে মানুষের ধিক্কার আসে। লজ্জা হয়। গ্লানি জন্মে।

বিপিনের রাগ হইবারই কথা।

বিপিন নিজের আক্রোশে নিজে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, শ্বশুরের কাছে যাইতে সাহস করে নাই।

অনেকক্ষণ পরে শ্রীনিবাস কিরণের সঙ্গে কথা সারিয়া বিপিনের কাছে আসিল। বিপিন আগে শ্বশুরের সহিত কথা কহিতেও সাহস পাইল না।

শ্রীনিবাস একটা চাটা টানিয়া লইয়া বিপিনের পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "ব'ল্‌ছিলাম বাবা, ছেলেকে জিজ্ঞেস কর। তখন তো শুন্‌লে না, দেখ্‌লে তো?"

বিপিন তেমনি ভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, "বোনাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে হবে, এমন কথা আমাব কুষ্ঠিতে লিখেনি। তাকে আবাব জিজ্ঞেস ক'রব কি?"

শ্রীনিবাস বলিল, "তা বাবা, অরা আজকালের ছেলে, জিজ্ঞেস ক'র্‌তে হয় বৈকি। অবা কি আব ভাই দাদা মানে, না ভাই দাদাব কথা শুনে?"

—"তেমন দাদা আমি নই। আমাব কথা শুনে শুন্‌বে, নইলে ঘর থেকে আমি দুব ক'বে তাড়িয়ে দিব। অমন ভাইয়েব আমি মুখ দেখি নে!"

বিপিন আবার তাহার ক্রুদ্ধ গাম্ভীর্যে মগ্ন হইল।

শ্রীনিবাস বুঝিল, জামাই খুব চটিয়া গিয়াছে। আব বনুও বেশী কিছু বাড়াবাড়ি কবিতে পাবিবে না। ফুলীব সাথে বিবাহটা হইয়াই যাইবে।

শ্রীনিবাস আশ্বস্ত হইল।

কিবণ বাবার জন্ত তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল।

বিপিন কিরণকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখনো হতভাগা ঘব আসেনি বুঝি?"

কিবণ বলিল, "এই তো এল।"

"কোথা" বলিয়া বিপিন উঠিয়া দাঁড়াইল। কিরণকে বলিল, "ডাক তাকে।"

বনু খিড়কি দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াছিল এবং বিপিনের শেষের কথাগুলা তাহার কাণে আসিয়াছিল। এখন দাদার ডাকে সে বাহিরে আসিল। কিন্তু তাহার পা দু'টা যেন কোনো রকমে উঠিতে চায় না। বনবিহাবী বাহিরে আসিয়া একধারে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিপিন বলিল. “কোথা ছিলি এতক্ষণ ?”

বনবিহারী ভয়ে ভয়ে বলিল, “বাইরে।”

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, “বাইরে কোথা ?”

—“দুগ্‌গা মাসীর ঘরে।”

—“হুঁ, সেখানে কি ?”

—“কিছু না।”

—“তুই নাকি ফুলীকে বে ক’র্‌বি না ?”

বিপিনের কণ্ঠের দৃঢ়তায় বনবিহারী ভয় পাইয়া গেল। সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিপিন ধমক দিয়া বলিল, “কথা কস্‌নি কেন ? বোবা হ’য়েচিস্ নাকি ? ফুলীকে বে ক’র্‌বি না ?”

বনবিহারী দাদাকে এমন ভাবে বাগিতে দেখে নাই। সে কি বলিবে স্থির করিতে পারিল না। সে দাদাব মুখের দিকে মুখ তুলিতেও সাহস পাইল না।

বিপিন বলিল, “কি হ’লো ? বৌয়েব স্বমুখে তো খুব গলা ফুটে। এখন কি হ’লো ?”

বনবিহারী এবার সাহস করিয়া বলিল, “না।”

“না ?” বিপিন এতোক্ষণ বনবিহারীকে ধমক দিতেছিল। অথচ সে আশা করিয়াছিল, বন্নু ‘হ্যাঁ’-ই বলিবে। তাহার মুখেব উপর স্পষ্টভাবে ‘না’ বলিতে পারিবে না। বনবিহারীর উত্তরটা বিপিনকে ক্ষেপাইয়া দিল। বিপিন রাগে নাচিয়া উঠিল, “কি ব’ল্‌লি ? না ? বেরো হতভাগা, আমার ঘর থেকে বেরো ! ফের যদি ঘরে ঢুকিস্ ঠেঙিয়ে সিধে ক’রে দেব। বেরো। বে’রো ব’ল্‌ছি। পাজী কোথাকার ! তবু আমার চোখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাকে ! হারামজাদা ! বেরো !”

কিরণ ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল, “থামো না তুমি। তুমি রাগ্‌লে তোমার আর হস্তি-দিঘ্যি গ্যান থাকে যদি !”

বিপিনের রাগটা একেবারে সপ্তমে উঠিয়াছিল।

বিপিন কিরণের উপব রাগিয়া উঠিয়া বলিল, 'তুই চুপ কর বৌ। তোর উপর আমার মাথার দিব্যি রইল, তুই যদি অকে খেতে দিস্। দেখি কোথা খায় উ!"

বিপিন রাগে থরথব করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কিরণও বিপিনকে কখনো এমন কবিয়া বাগিয়া উঠিতে দেখে নাই। সে আর কোনো কথা কহিতে সাহস করিল না। বনবিহাবীব হাতটা ধবিয়া টানিতে-টানিতে বলিল, "তুই পালিয়ে আয় না বনু?"

এবং টানিয়া ঘবের মধ্যে লইয়া গেল।

শ্রীনিবাস বলিল, "কি হবে আব ব'কে বাবা? উ যা চায় তাই করুক। ভগবানের কিপায় কুলীর আমাব ববেব অভাব নেই।"

"তুমি চুপ কর বাবা।" বিপিন বাগেব মাথায় কাঠেব পিঁড়িটায় বসিয়া পড়িয়া বলিল, "উ, হারামজাদা আবাব মুখের উপব বলে, না। আস্পদ্দা কম নয়! দূর হ'য়ে যাক্ উ। চাইনি আমি অমন ভাই।"

বিপিন বসিয়া বসিয়া রাগের মাথায় আরো কতো কি বকিতে লাগিল। খানিকটা বাদে কিবণ আসিয়া বলিল, "তোমার বাগ্‌লে আর মাথার ঠিক থাকে না।"

—"মাথার ঠিক খুব আছে। চুপ কর তুই!'

কিরণ স্বামীর ধমকে এবার ভয় পাইল না। বলিল, "চুপ তো করি। কিন্তু এই রাত্তিরে না ব'ক্‌লে কি আর চ'ল্‌ত না? এই রাত্রে কোথা গেল অন্ধকারে।"

—"যাক্ না, মরুক না। ওর কথা আর আমাকে কোনোদিন বলিস নে।"

কিরণ ভিতরে চলিয়া গেল।

বিপিন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

শ্রীনিবাসও আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বনবিহারী রাগে অভিমানে কি করিবে খুঁজিয়া পাইল না। সে কিরণের হাত ছাড়াইয়া খিড়কিতে কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল, কিরণ ডাক দিয়া বলিল, "আমাকে আর জ্বালাতন করিস নে বনু। আয়।"

বনু কিন্তু আর ফিরিল না।

বনু পাড়ার মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল।

ক্ষীণ জ্যোৎস্নার আলোকে জঙ্গলাকীর্ণ পথ অস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হইতেছে। রাস্তার উপর হইতে যে সমস্ত ঘরের সদর দেখা যায়, সেখানে কেহ গল্প করিতেছে, কেহ জালের রশির জন্য দড়ি কাটিতেছে। অস্পষ্ট ডিবার আলোয় তাহাদের মূর্তিগুলি প্রেতের মতো দেখায়।

বনু চলিতে লাগিল, উদ্দেশ্যহীন।

মাথার উপরে ঝাউগাছগুলা সাঁ সাঁ করিতেছে। পাশের বনের মধ্যে শেয়াল, কাঠবিড়ালী ইত্যাদি সশব্দে পলাইতেছে। কোনো দিকে বনবিহারীর লক্ষ্য নাই।

বনবিহারী দাদার উপর অভিমান করিয়া পথ চলিয়াছে।

কোথায় যাইবে সে?

যেখানে ইচ্ছা।

বনবিহারী হাঁটিতে হাঁটিতে নদীধারে আসিয়া পৌঁছিল।

প্রেতায়িত জ্যোৎস্নায় নদী একটা ধোঁয়ার দীর্ঘ বিস্তৃতির মতো দেখাইতেছে। নদীর তীরের স্নিগ্ধ দক্ষিণ বাতাস বনুর উত্তপ্ত মস্তিষ্কে প্রলেপের কাজ দিল।

বনবিহারী ক্লান্ত হইয়া নদীর ধারে বসিয়া পড়িল। তাহার চোখের সম্মুখে কতো অতীত ও ভবিষ্যৎ পাক খাইয়া ঘুরিয়া মরিতেছে।

সত্যই কি দাদা তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে?

বন্নুর অভিমানী মন বলিল, "সত্য নয় তো মিথ্যা নাকি?"

কিন্তু বন্নু এই রাত্রে কোথায় যাইবে? বন্নু আর অধিকক্ষণ নদীর ধারে থাকিতে পারিল না। তাহার ভয় করিতে লাগিল। কেউ কোথাও নাই। শুধু বাতাস আর নদীর জল সোঁ সোঁ করিতেছে। বন্নুর মনে ভূত-প্রেত-চোর-ডাকাত কতো কি জাগিতে লাগিল। সে সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘরের দিকে চলিল। কিন্তু কোথায় যাইবে সে? এই রাত্রেই বা সে কোথায় যায়? বন্নু পাড়ায় এধারে ওধারে গেল। প্রায় সকলেই ঘুমাইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে পাড়ার কুকুরগুলা ডাকিয়া তখনি চিনিতে পারিয়া নীরব হইতেছে।

বন্নু আর ঘরে ফিরিবে না, কিন্তু কোথায় যায়? পাড়ার ঘরগুলিও ধীরে ধীরে নীরব হইয়া আসিতেছে। জানালার ছিদ্রের মধ্য দিয়া যে ক্ষীণ আলোটুক্ দেখা যাইতেছিল, তাহাও একে একে চোখ বন্ধ করিতেছে।

বনবিহারী আরো অনেকক্ষণ একলাটি সেই নির্জন রাস্তার উপর পায়চারি করিল। কিন্তু কতোক্ষণই বা এমনি ঘুরে? তাহার পাদু'টা কন্‌কন্ করিতেছে। সমস্ত দেহ ক্ষুধা ও পরিশ্রমে শিথিল হইয়া আসিয়াছে। ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসিতেছে। অভিমানে বন্নুর কান্না পাইল। দাদা তাহাকে এমন করিয়া বকিল? বন্নু আরো কয়েক মিনিট পথে পথে ঘুরিল।

পরে হঠাৎ বন্নুর মনে হইল, দাদা হয় তো তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিয়াছে। সত্যই ত! ভয় দেখাইবার জন্য ছাড়া দাদা কি আর তাহাকে এমন করিয়া বলিতে পারে? না, এমন পথে পথে ঘুরিয়া কি হইবে? বাড়ী ফিরিয়া যাই। কাল নিশ্চয় দাদার মত ফিরিয়া যাইবে।

বন্নু ঘরে ফিরিয়া চলিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে খিড়কির দোরের কাছে আসিয়া পৌঁছিল। আম ও সজিনা গাছের ছায়ার সহিত ক্ষীণ চন্দ্রালোক মিশিয়া সেখানে একটা অন্ধকার অবলোকের সৃষ্টি করিয়াছে।

বনু সেখানে কয়েক মিনিট স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সকলে ঘুমাইয়া গিয়াছে নাকি? না, তাহা হইলে বা খিড়কির দোর এমন খোলা কেন?

বনু তাহার সমস্ত দেহ ও মনকে সজাগ করিয়া খিড়কির দোরের পাশে দাঁড়াইয়া উঁকি দিল। ঘরের মধ্যে আসিতে বাধিল। সে রাগ করিয়া পলাইয়াছিল, এখনি বা কেমন করিয়া বিনা আহ্বানে ঘরের মধ্যে যায়? বনুর ইচ্ছা করিতেছিল, কেহ এক্ষণি আসিয়া তাহাকে ডাকে, আর সেও বিনা আপত্তিতে ঘরে চলিয়া আসে।

এখনো কি দাদার রাগ পড়ে নাই? এখনো কি দাদা আগের মতোই রাগিয়া আছে?

বনু কাহারো সাড়া পাইল না।

হয় তো দাদা বৌদিদি তাহাকে কোথায় খুঁজিতেছে! বনুর মনের উপর দিয়া একটা আশা ও আনন্দের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। বনু চুপি চুপি আর দুই পা ঘরের মধ্যে আসিল। সেখানটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। ডান দিকে রান্না-ঘরে মিট মিট করিয়া একটা ডিবা জ্বলিতেছে।

বনু চাহিয়া দেখিল, ফুলী সেখানে একটা পিঁড়ির উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার চোখ দু'টি মেঝের উপর আবদ্ধ। সে যেন কি ভাবিতেছে।

বনু একমুহূর্ত তাহাকে দেখিল।

তাহার মনে হইল, ফুলীই তো তাহার শত্রু। ফুলীর উপর রাগ হইল। পরক্ষণেই মনে হইল, ফুলীও হয় তো তাহাকে লক্ষ্মীর মতো ভালোবাসে। ফুলীর জন্য দুঃখও হইল।

বনু আরো দুই পা ভিতরে আসিল।

তাহার কাণে আসিল বাহিরে কে কথা কহিতেছে।

বনু অন্ধকারে দু'একপা করিয়া চুপি চুপি আগাইয়া চলিল। অবশেষে বাহিরের দরজার পাশে আসিয়া পৌঁছিল।

কিরণের গলা শুনিয়া বনু হৃৎপিণ্ডটাকে নীরব করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া কাণ পাতিয়া দাঁড়াইল।

কিরণ বলিতেছে, "উ আর রাগারাগি ক'রে কি হবে? তাই যদি ক'র্‌তে চায়, করুক না।"

বনুর বুকের ভিতরটা আনন্দে দুলিয়া উঠিল। দাদা এইবার নিশ্চয় মত দিবে। বনু তাহার কাণ দু'টিকে আরো সজাগ ও সতর্ক করিয়া তুলিল।

কিন্তু দাদার কোনো কথা শুনিতে পাইল না।

বনু হতাশ হইয়া পড়িল।

পরক্ষণেই ভাবিল, দাদার হয় তো মত আছে। তাই দাদা আর কোনো বাধা-বিপত্তির কথা কহিল না, নীরবে রহিল।

কিরণ বলিল, "যা হবার হবে। চল, খেতে চল।"

এবার বিপিনের সুর ভাসিয়া আসিল, "সে হতভাগা গেল কোথা?"

দাদা তাহার খোঁজ লইতেছে!

বনু কোথায় গিয়াছে কিরণ জানে না। সে জন্য তাহার যথেষ্ট ভয়ও ছিল। সেই ভয়টাকে চাপা দিতে সে বলিল, "কোথা যাবে আর? লক্ষ্মীদের ওখানে গেছে বোধ হয়। এক্ষুণি আসবে।"

লক্ষ্মীর নামে বিপিনের পড়ন্ত রাগটা দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। অপমানিত ভুজঙ্গের মতো সে গর্জিয়া উঠিল, "আস্‌বে? আসুক দিকিনি একবার। দ'রে উঠ্‌লে মাথাটা ফাটিয়ে দিব। পাজী, ছুচোঁ কোথাকার!..."

একটু থামিয়া বলিল, "আমিও তোকে ব'লে রাখ্‌ছি বৌ! তুই যদি তাকে ঘরে উঠ্‌তে দিস, তুই আমার মাথা খাস্। ভাব্‌ব, আমার একটা ভাই ছিল, সে ম'রে গেছে। বোনা, বোনা আমার শত্রু।"

কিরণ কি কহিবে খুঁজিয়া পাইল না। এক করিতে আর হইয়া গেল। সে হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া রহিল।

বন্ধুর সমস্ত দেহের মধ্যে বিপিনের কথাগুলা বিষের মতো জ্বালার সৃষ্টি করিয়াছে। সে উন্মাদের মতো ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ফুলী সম্মুখে পড়িয়া অন্ধকারে ভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠিল, "কে, কে?"

কিরণ ভিতরে আসিতেছিল, "কীরে ফুলী?"

ফুলী বলিল, "কে ছুটে পালিয়ে গেল দিদি।"

কিরণ বুঝিল, কে ছুটিয়া পলাইল। বন্ধু! বন্ধু ভিন্ন আর কেহ নহে। কিরণের বুকের মধ্যটা আর্তনাদ করিয়া উঠিল। বন্ধু নিশ্চয় তাহার দাদার সব কথা শুনিয়াছে!

বন্ধু যে কতো অভিমানী, কিরণের তাহা জানা ছিল। সে ফিরিয়া আসিয়াছিল, আবার রাগ করিয়া পলাইয়াছে। কিন্তু কোথায় যাইবে এই রাত্রে? কিরণের বুকখানা ভয়ে ও ব্যথায় পাষাণ হইয়া গেল।

শ্রীনিবাস ও বিপিন খাইতে উঠিয়া আসিয়াছিল, কিরণ তাহাদের নীরবে ভাত দিয়া গেল। কিরণ দেখিল, বিপিন আদৌ ভাত খাইতে পারিতেছে না। সে তাহাকে খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল না। সে জানিত বিপিনের বুকের ক্ষত তাহার অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয়। সেও তাহার মতো বুকের মধ্যে গুমরিয়া মরিতেছে।

বনু ঘরের মধ্য হইতে ছুটিয়া পলাইয়া আসিয়া পথের উপর থমকিয়া বারেক দাঁড়াইল। কোথায় যাইবে সে? সত্যই সে দাদার পর হইয়া গিয়াছে? সত্যই সে তাহার শত্রু?

বনু কয়েক মুহূর্ত সেখানেই স্তব্ধ হইয়া দাড়াইয়া রহিল। তাহার মাথার মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা হইতেছে। যেন আগুন জ্বলিতেছে। কি করে? কোথা যায় সে?

সমস্ত পৃথিবীটা যেন তার শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী যেন তাহাকে পা দিয়া ঠেলিয়া দিয়াছে। সে কি চীৎকার করিয়া কাঁদিবে? কান্নাও যে তার আসে না! কাঁদিতে পারিলেও হয় তো সে বাঁচিত।

বনু নিজের অজানায় পথ চলিতে লাগিল। উদ্দেশ্যহীন, স্থিরতাহীন।

হঠাৎ সে দেখিল, সম্মুখে লক্ষ্মীদের বাড়ী। বনু চলা বন্ধ করিল। এখানেই তো সে থাকিতে পারে? দাদা তাহাকে পর করিয়া দিলেও লক্ষ্মী তো তাহাকে পর করিয়া দেয় নাই। বৌদিদির কাছে যাইতে বাধা থাকিলেও মাসীর কাছে যাইতে তো তাহার কোনো বাধা নাই? যে লক্ষ্মীর মা, সে তো তাহারই মা।

কেন যাইবে না? নিশ্চয় যাইবে!

এ তাহার দাদার উপর একটা প্রতিহিংসা।

বনবিহারী তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের মধ্যে যেন একটু শান্তি অনুভব করিল।

সে লক্ষ্মীদের ঘরের কপাটের কাছে আসিয়া দাড়াইল। কাহাকে ডাকিবে? হারাণ মামাকে?

না, মামা তো রাত্রে বাড়ী যায়। ভোরে আসিবে। মাসীকে ডাকিবে? নাঃ, রোগী মানুষ।

বনবিহারী কপাটের শিকল নাড়া দিয়া ডাকিল, "লক্ষ্মী? লক্ষ্মী?"

কোনো সাড়া আসিল না। নীরব নিস্তব্ধ ঘর। সকলেই ঘুমাইতেছে। বনবিহারী ক্ষণেক শিকল নাড়া বন্ধ করিল।

না হয় সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে। ইহাদের ঘুম ভাঙাইবে না। বনবিহারী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই মনে হইল, না ইহাতে দাদা জিতিয়া যাইবে।

বনু আবার শিকল নাড়িতে সুরু করিল।

—"লক্ষ্মী…লক্ষ্মী, মাসী…মাসী…"

"কে," ঘুমজড়িত কণ্ঠে দুর্গামণির প্রশ্ন আসিল।

"আমি বনু।"

—"বনু ?" দুর্গামণির ঘুম ভাঙিয়া গেল।

—"হ্যাঁ। লক্ষ্মীকে ডাকো। দোর খুলে দিবে। দরকার আছে।"

লক্ষ্মী অসাড় হইয়া ঘুমাইতেছিল। মার চেঁচামেচি ও ঠেলাঠেলিতে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বলিল, "কি ?"

—"বনু ডাকতেছে। উঠ্ না। দোর খুলে দেনা।"

লক্ষ্মী ভয় পাইয়া বলিল, "কেন ?"

—"কি জানি, দেখ্ না।"

লক্ষ্মী আসিয়া দোর খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এত রাতে ?"

—"হ্যাঁ। আমি আজ থাক্‌বো।" বনু ঘরের ভিতর ঢুকিয়া আসিল।

লক্ষ্মী ভীতকণ্ঠে বলিল, "দাদার সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছ ?"

—"হ্যাঁ। তারা আমার কেউ নয় লক্ষ্মী। তারা শত্রু। শত্রু।"

লক্ষ্মী বনুর অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বনু নিজেই লক্ষ্মীকে ঠেলিয়া সরাইয়া সশব্দে দোরটা বন্ধ করিয়া দিল।

দুর্গামণি বনু ও লক্ষ্মীর কথা সব শুনিয়াছিল। শুধাইল, "বিপিন বোধ হয় মত করেনি ?"

—"তার মতামতের কে ধার ধারে মাসী ?"

লক্ষ্মী দিয়েশেলাই দিয়া ডিবা জ্বালিয়া বন্নুর মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। খুব ভয় পাইয়াছে।

দুর্গামণি বলিল, "সত্যই তো, তার আবার মতামতের দরকার কি ? তুমি যে ক'র্‌বে, তোমার মত হ'লেই হ'লো বাবা। আমার ঘর আছে, দ'র আছে, সংসার আছে। এ সব ত তোমার। চিরকাল যে দাদার কাছে এমনি ঝাঁটা-লাথি খেয়ে প'ড়ে থাক্‌তে হবে, এমন কি কথা আছে ?"

বন্নু বলিল, "দাদা আমায় দূর ক'রে দিছে। আমি গলায় দড়ি দে' ম'র্‌ব, তবু আর সে ঘর মুখ হব না। বলে, আমি তার শত্রু। বেশ শত্রুই।" বন্নুর কণ্ঠ আবেগে গাঢ় হইয়া আসিল।

লক্ষ্মী মার কাছে আসিয়া বলিল, "চুপ কর না মা। বোধ হয় কিছু খায় নি।"

দুর্গামণির এ কথাটা আদৌ মনে ছিল না। চমকিয়া বন্নুকে জিজ্ঞাসা করিল, "খাও নি বুঝি বাবা ?"

বন্নু বলিল, "আমি কিছু খাব না মাসী।"

বন্নুর সমস্ত ক্ষুধা কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

—"না, খাবে না !"

লক্ষ্মীর স্নেহ-শাসনের সুর।

বন্নু সে সুরের উত্তরে কি বলিবে ?

"তুমি মার কাছে ব'সো। আমি ভাত বসিয়ে দি।"

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি চাল লইয়া ভাত বসাইতে গেল। বন্নু দুর্গামণির পাশে না বসিয়া রান্নাঘরের দোরের পাশে একটা তালপাতার চাটা পাড়িয়া বসিয়া পড়িল।

হাঁড়ির জল ফুটিতে সুরু করিয়াছে। লক্ষ্মী উনানে জ্বালানি দিতেছে।

বন্নু সেদিকে চাহিয়াই আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে। সত্যই কি আজ হইতে আর সে তাহার দাদা-বৌদিদির কাছে যাইতে পারিবে না? সত্যই কি আজ হইতে, যে ঘরকে সে চিরদিন নিজের বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছিল, তাহা আর তাহার রহিল না? সেখানে যে তাহার সহস্র স্মৃতি, সহস্র মায়া জড়াইয়া আছে! তাহাকে হারাণোর কষ্টটা বন্নু এখনো স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিল না। অভিমান ও রাগে তাহার মন পরিপূর্ণ। শুধু সেই চিন্তাগুলা একটা কালো ছায়ার মতো ভাসিয়া গেল। বন্নু যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে। এ ঘটনাটা সত্য তাহা এখনো তাহার মন সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতেছে না। এতোদিনের স্নেহ মমতায় অভ্যস্ত মন, কেমন করিয়া সে মুহূর্তে এই বিচ্ছেদ স্বীকার করিতে পারে? স্বীকার করিলেও, বিশ্বাস করিতে চায় না। বিশ্বাস করিলেও, সন্দেহ করে। আবার সন্দেহও করিতে পারে না—এ যে সত্য।

বনবিহারী ও লক্ষ্মী ভিতরে আসিবার সময় বাহিরের দোরে খিল দেয় নাই, শুধু কপাটটা ঠেলিয়া দিয়া আসিয়াছিল। হঠাৎ কপাটটা খুলিয়া যাইতে বনবিহারী চমকিয়া সেদিকে চাহিল।

কে যেন ঘরের মধ্যে ঢুকিতেছে।

লক্ষ্মীর কাছে রান্নাঘরে আলো ছিল। এখানে অন্ধকার। বন্নু তাই কাহাকেও চিনিতে পারিল না। বলিল, "কে?"

মূর্তিটি অন্ধকারে তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেছিল। বন্নু কোনো সাড়া না পাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

কেহ কোনো সাড়া দিল না।

বনবিহারী স্পষ্ট দেখিল, কে তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। বন্নু কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আগেই সে আসিয়া বনবিহারীর হাত এক খানা ধরিয়া ফেলিয়া টানিয়া বলিল, "চল্ ঘরে চল্, বন্নু।"

গাঢ় ও রুদ্ধ গলার স্বর শুনিয়াই বনু কিরণকে চিনিতে পারিল। বনু কিরণের হাতের মধ্য হইতে হাত ছিনাইয়া লইল।

কিরণ বলিল, "আর জ্বালাতন করিসনে বনু। তোদের জ্বালায় কি আমি বিষ খেয়ে ম'র্ব ?"

"তোমার কি বৌ, পাপের ভয় নাই ? দাদার দিব্যি ঠেল্‌লে তুমি ?"

—"হ'ক্ পাপ। তুই চল্।"

—"আমি যাবো না। আমি তোমাদের শত্রু, তোমাদের পর। কেন যাব ? আমি তোমাদের কেউ নয়। তোমরাও আমার কেউ নয়। যাও, তুমি চলে যাও। আমাকে বিরক্তি করো না।"

বনুর কণ্ঠের গাঢ়তা লুপ্ত হইয়া স্বর শুষ্ক ও রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল।

কিরণ আহত হইয়া অভিমানের সহিত বনুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল। "তাতো তুই ব'ল্‌বি। তুই যে বড় হ'চিস্।"

কিরণের চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। কিরণ আঁচলে চোখ মুছিয়া দ্রুত পদে যেমন আসিয়াছিল তেমন নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

বনবিহারী পাথরের মত বসিয়া রহিল। তাহার চোখের জল বুঝি বরফ হইয়া গিয়াছে।...

তেইশ

পরদিন কথাটা সারা গাঁয়ে রাষ্ট্র হইয়া গেল।

কথাটা তিনু বারিকের কাণেও গেল। বঙ্কা ও জগা তো কাণ আড়িয়াই ছিল। চাঁপা ও মেনকা শুনিয়া তাহাদের কথা হাতে-নাতে সত্য হইয়াছে দেখিয়া গর্বে বুক ফুলাইল। বিপিন পরদিন মাছ ধরিতে গেল না, বাজারেও গেল না। কিরণও সারাদিনে একটি কথাও কয় নাই, তাহার নিজেরও ভাল লাগে না। এতো কাজ পড়িয়া থাকিয়াও যেন কিরণ কাজ খুঁজিয়া পাইতেছে না। যেন তাহার সংসারের অনেকখানি শূন্য হইয়া গিয়াছে। বিকালের দিকে ফুলী ও তাহার বাবা ঘরে ফিরিয়া গেল। কিরণের ঘরখানা আরো ফাঁকা লাগিতেছে।

সকালে উঠিয়াই বিপিন কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছিল, দুপুরে আসিয়া ভাত খাইয়াছে। আবার দুপুরে ভাত খাইয়া যে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছিল, অনেক রাত্রি করিয়া ফিরিয়াছে। ফুলী ও শ্বশুর বাড়ী যাইবার বেলা তাহার সহিত দেখা করিবে বলিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়াও দেখা করিতে পারে নাই।

ভাত রাঁধিয়া কিরণ একলাটি চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এমন একলা সে অনেক দিন অপেক্ষায় থাকিয়াছে, কিন্তু কোনোদিনই তার এতো একলা লাগে নাই। কিরণ বিছানা করিল। বিছানা করিতে গিয়া তাহার বুকের মধ্যটা হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আর কোনো দিন তাহাকে বন্ধুর বিছানা

করিতে হইবে না। ওই তো সেই বিছানা পড়িয়া আছে, সেই কাঁথা, সেই মশারি, সেই চাটাই, কিন্তু সে বন্ধু আর তাহাদের নাই। সে আজ তাহাদের পর।

কিরণ ঘর হইতে বাহিরে আসিল। বিপিন এইমাত্র বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া একটা পিঁড়ি লইয়া বসিয়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্না আসিয়া সমস্ত উঠান ও ঘরের ভিতরটা রূপালি করিয়া তুলিয়াছে। ফুরফুরে দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে।

কিরণ বলিল, "কোথা ছিলে এতক্ষণ ?"

"একটু বেড়িয়ে আইলাম।"

বিপিনকে "বেড়িয়ে আইলাম" বলিতে কিরণ এই প্রথম শুনিল। তথাপি সে কিছুই প্রতিবাদ করিল না। বিস্মিত হইল না। কিরণ বলিল, "বাবা তোমার তরে বসে' বসে' তারপরে গেল।"

বিপিন উত্তর দিল না। সে ইহা আগে হইতেই জানিত। সেই ভয়েই তাহার এই পলায়ন।

বিপিন খানিকটা বসিয়া থাকিয়া বলিল, "ওই বুড়া তিনু বারিক কি কম পাজী ? আর অর দু'ব্যাটা, আর হারাণ, সে শালারাও কি কম ? সব শালাকে দেখ্‌ব আমি। দেখি শালাদের কতো মুরোদ।"

বিপিন একটু চুপ করিল।

কিরণ ভয় পাইয়া বলিল, "কেন, অরা আবার কি ক'র্‌ল ?"

"শালারা নাকি মোর উপর লালিস ক'র্‌বে। ভারী থ্যামতা শালাদের। তাই তো আমি মুক্তারবাবুর কাছে গেছ্‌নু। মুক্তারবাবু ব'ল্‌ল, কচু ক'র্‌বে। আমিও শালাদের হেঁকে দিছি। করুক না কি ক'র্‌বে। কত বড় বাপের ব্যাটা সব !"

কিরণ ভয় পাইয়া গেল। বিপিনের অতগুলা কথার একটাও সে বুঝিতে পারিল না। ভয়াতুর চোখদু'টি তুলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কে লালিস করবে? কি হ'লো আবার?"

"বোনা! বোনা!" বিপিন কণ্ঠস্বরে শ্লেষ ও উপেক্ষা মিশ্রিত করিয়া উত্তর দিল, 'বোনা লালিস ক'র্‌বে।"

ব্যাপারটা কিরণের কাছে আরো জড়াইয়া গেল। বনু তাহার দাদার উপর নালিশ করিবে, ইহা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিল না। আর কিসের জন্যই বা সে নালিশ?

কিরণ বলিল, "কেন?"

—"শালারা যুক্তি দিছে আর কি! শালাদের সব যুক্তি আমি দেখ্‌ব।"

—"কিসের যুক্তি? কিসের লালিস?"

—"শালারা ব'ল্‌লেই দিতে হবে নাকি? আমি কিছু দিব না। দেখি, শালারা কি ক'রে আদায় করে. শালাদের কত টাকা আছে।"

—"কি?"

—"এই ডিঙি, গয়না! ডিঙিটা তো বাবার আমলের? বোনারও এতে অংশ আছে। তাই অনা ব'ল্‌ছে, হয় ডিঙি দাও, না হয় ডিঙির দামের আদ্দেক টাকা দাও। আর তোমার গার ওই গয়নাগুলা, উগুলা ছিল মার। অতেও তো তার ভাগ আছে। গয়নারও আদ্দেক দিতে হবে তাকে। না দিলে লালিস ক'র্‌বে। করুক না। আমি কিছু দিব না, কেন দিব? এতদিন যে অকে খাওয়াইছি তার দাম নাই? তার খরচ হয়নি? ফেলাক ষোলো সতের বছরের টাকা, সব চাল ধানের দাম। তবে গয়না দিব, তবে ডিঙির ভাগ দিব। না হ'লে কেন দিব? কি দায় আমার? তিনু বারিক আবার ভয় দেখায়, বোনা মোর নামে লালিস ক'রে সব আদায় ক'রে লিবে। দেখা যাবে অর কত বড় খ্যামতা!

করুক না উ লালিস, উ ক'র্‌লে আমি ক'র্‌ব না বুঝি? অর খাই-খরাকি সব যদি না হিসাব ক'বে পাই-পয়সাটি পর্য্যন্ত ধ'রে লি তো আমার নাম নয়!"

কিরণ নীরবে সমস্ত শুনিল। স্বামীর কথার কোনো প্রতিবাদ করিল না, সমর্থনও জানাইল না। বন্ধুর সঙ্গে যে কখনো এমনটা হইতে পারে, তাহা কোনো দিন সে কল্পনা কবে নাই। এ যেন স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন।

কিরণ ভাত বাড়িতে গেল।

সে বাত্রে কিরণের সহিত আর কোনো আলাপ-আলোচনা হইল না।

পবদিন সকালে কিবণ স্নান করিতে গিয়াছিল, ঘাটে লক্ষ্মীব সহিত তাহার দেখা হইল। আজ কিবণকে ঘাটে দেখিয়া সে ঘাটেব একধারে জড়সড় হইযা দাঁড়াইয়া বহিল। কিবণেব প্রতি যে তাহার কোনো বিদ্বেষ ছিল, তাহা নয়। কিবণ যে বন্ধুকে কতো ভালোবাসে, কাল সে তাহা কিবণের ব্যথা-নিবিড় কণ্ঠস্বব শুনিযা বুঝিয়াছিল। কিন্তু সে কিবণেব সহিত কথা কহিতে সাহস পাইল না। হয় তো কিবণ তাহাব উপরে বাগিয়া আছে! কিবণও প্রথমটা লক্ষ্মীব সহিত কিছু কথা কহিল না। সে নতমুখে কাপড ধূইতে লাগিল।

খানিক বাদে কিরণেব কাপড় ধোয়া হইয়া গেলে কিরণ লক্ষ্মীব দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। লক্ষ্মী ভয়ে আবো জড়সড় হইযা গিয়াছে। তাহাব মুখখানা লজ্জায ও ভয়ে অপ্রতিভ। পাছে কিবণ তাহাকে কিছু বলে!

কিরণ সত্য-সত্যই বলিল।

লক্ষ্মী ভাবিযাছিল, কিবণ তাহাকে গালি দিবে, তাহাব সহিত ঝগড়া কবিবে।

কিন্তু কিরণ মন্দ কথাও কহিল না বা ঝগড়াও করিল না। সে স্নেহমিশ্রিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "লক্ষ্মী, বনু কোথা রে?"

লক্ষ্মী অবাক্। কিরণ-বৌদিদি তো কই ঝগড়া করিল না! বন্নুর কথায় লক্ষ্মীর সুন্দর মুখখানা রাঙাইয়া উঠিল। তাহার সমস্ত দেহের উপর দিয়া একটা লজ্জার ঈষৎ সঙ্কোচ বহিয়া গেল। সে হাতের পাশের কলা গাছের একটু নরম পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া বলিল, "ঘরে।"

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি ক'র্‌তেছে?"

—"জাল বুন্‌তেছে। একটা নতুন জাল।"

—"হ্যাঁ রে, তোদের কবে বে হবে?"

লক্ষ্মী মুখখানা আরো নীচু করিয়া বলিল, "আগের সোমবারে।"

—"লক্ষ্মী, তুই বিকালে আমার কাছে যাবি?"

লক্ষ্মী আশ্চর্য হইয়া বলিল, "কেন?"

—"ঘরে কাউকে বলিস্‌নি। যাবি তো? অনেক কাজ আছে।"

লক্ষ্মী কিরণের মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, "কি কাজ?"

—"ব'লব। যাস্। বন্নুকে বলিস্‌নে, সে হয় তো যেতে দিবেনি। আমি তো আর তার সে বৌ নেই। আমি পর হ'য়ে গেছি লক্ষ্মী!"

কিরণের কণ্ঠস্বরে অশ্রুর তরঙ্গ বাজিয়া উঠিল। লক্ষ্মী কিরণের সে কণ্ঠস্বরে মায়ের শাসন, বন্নুর বারণ, মামার তিরস্কার সমস্ত ভুলিয়া গিয়া বলিল, "যাব।"

কিরণ লক্ষ্মীর কাছে আগাইয়া আসিয়া তাহার ডান হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, "যাবি তো? সত্যি? আমার কাছে দিব্যি কর?"

লক্ষ্মী বিস্মিত হইল। কিরণদি এত ভালো? লক্ষ্মী কিরণের স্নেহের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া বলিল, "যাব।"

কিরণ আর কিছু বলিল না। ঘটি ও বাল্‌তি জলে ভরিয়া ঘরে চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী পুকুরে স্নান করিতে লাগিল। কিরণ তাহাকে কেন যে এমন করিয়া ডাকিতেছে তাহা কিছুতেই সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

দুপুরে খাইয়া-দাইয়া বনু ঘুমাইয়াছে। দুর্গামণি আজও পথ্য পায় নাই। সেও দুর্বল দেহটাকে বিশ্রাম দেওয়ার ইচ্ছায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। লক্ষ্মী অবসর পাইয়া চুপি-চুপি কিরণের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

পথে যাইতে-যাইতে লক্ষ্মীর ভয় হইতেছিল, বিপিন যদি তাহাকে বকে? সেই তো বনুকে ঘর হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। বিপিনদের ঘরের সম্মুখ দিক দিয়া না গিয়া লক্ষ্মী খিড়কি দিয়া গেল এবং খিড়কি দোরের পাশে আসিয়া বিপিন কোথাও আছে কি না উঁকি দিয়া দেখিল।

খিড়কির কপাটটায় খিল দেওয়া না থাকিলেও কপাটটা ভেজানো ছিল। লক্ষ্মী আস্তে-আস্তে যাহাতে শব্দ না হয় এমনি ভাবে কপাটটা ঠেলিতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ কপাটটা ক্যাঁক্ করিয়া শব্দ করিয়া উঠিল। লক্ষ্মী সভয়ে কপাটটা ছাড়িয়া দিল, কাহারো কোনো সাড়া পাইল না। লক্ষ্মী অপেক্ষাকৃত সাহসের সহিত দোরটা খুলিল।

কপাট খুলিবার শব্দ কিরণের কাণে গিয়াছিল। সে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "এই যে লক্ষ্মী, তোর জন্য আমি ব'সে আছি ভাই।"

লক্ষ্মী সভয়ে কিরণের সহিত ঘরের মধ্যে আসিল।

কিরণ বলিল, "বোস্ এখানে। ভয় কি? সে ঘরে নাই। কোথা গেছে।" কিরণ একটু থামিয়া বলিল, "রোদে-রোদে যে কোথা যায়, কি করে, সেই জানে!"

লক্ষ্মীকে বসিতে কিরণ একটা চাটা দিতে লক্ষ্মী জড়সড় হইয়া তাহারি উপর বসিয়া পড়িল। কিরণ ঘরের মধ্য হইতে আঁচলের আড়ালে একটা পোঁট্‌লা আনিয়া কহিল, "বন্নুর সঙ্গে যখন তোর বে হবে, আমি তখন তোর দিদি, কেমন? দিদির কথা রাখবি তো লক্ষ্মী, বল্?"

—"রাখ্‌ব।"

—"তবে এই পোঁট্‌লাটা ঘরে নিয়ে যা। বন্নুকে দিবি। ব'ল্‌বি, সে আর যেন তার দাদার সঙ্গে ঝগড়া না করে।"

বলিয়া কিরণ পোঁট্‌লাটা লক্ষ্মীর হাতে দিল। লক্ষ্মী পোঁট্‌লা হাতে লইয়া বিস্ময়েব সহিত কহিল, "কি এতে?"

—"গয়না। তুই প'র্‌বি।"

লক্ষ্মী কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে ভীত হইয়া বলিল, "কার গয়না আমি লিয়ে যাব?"

—"তোর শাউড়ীর গয়না। আমি এতদিন পর্‌তাম, বন্নুর বৌ হয়নি ব'লে। এবার তার বৌ হ'বে। তার বৌ প'র্‌বে।"

লক্ষ্মী গয়নার পোঁট্‌লাটা মাটিতে রাখিয়া বলিল, "আমি পার্‌ব না দিদি। তুমি নিজে দিয়ে এসো।"

কিরণ লক্ষ্মীর হাতে গয়নার পুঁট্‌লিটা আবার তুলিয়া দিয়া বলিল, "তুই আমার কথা ঠেলিসনে লক্ষ্মী। তোর পায়ে পড়ি, তুই লিয়ে যা। কতো আশা ছিল, বন্নুর বৌ লিয়ে ঘর ক'র্‌ব। সেই আশায় ছাই প'ড়্‌ছে। আর তোর কাছে কিছু চাইনি লক্ষ্মী, এই কাজটুকু তুই কর্।"

কিরণের দুই চোখ জলে ভিজিয়া উঠিয়াছিল, সে আঁচলে চোখ মুছিল। কিরণকে কাঁদিতে দেখিয়া লক্ষ্মী আর কোনো প্রতিবাদ না করিয়া গহনার পোঁটলাটা হাতে তুলিয়া লইল।

কিরণ বলিল, "দেখে লে বোন্। দু'খানা তাবিজ, দু'খানা হাতের বালা, আর একটা নাকছাবি।"

লক্ষ্মী বলিল, "আমি কি আর দেখ্‌ব ' যা আছে, তোমার দেওরকে দিব।"

কিরণ বলিল, "এরই তরে তোকে ডাক্‌ছিলাম। আর কিছু না।"

লক্ষ্মী পোঁট্‌লাটা হাতে লইয়া বাড়ী ফিরিল।

লক্ষ্মী ঘরের খিড়কি দিয়া যখন চুপি-চুপি ঘরে ঢুকিল, তখন তাহার মামা আসিয়াছে, বনু ঘুম হইতে উঠিয়াছে। তাহারা বাহিরে বসিয়া তাহার মার সহিত কথা কহিতেছে।

হারাণ বনুকে কহিতেছে, "ব'ল্‌তে দোষ কি শুনি? তোর ন্যায্য পাব্‌না। তা তুই নিবিনে কেন? বে-তে যে দু'চার টাকা খরচ, সেটাও তো উঠে যেত। মিছামিছি টাকা ধার করি কেন? আর একটা মোটে ভাগ্নী, তার বে'-তে কিছু হবেনি, তাও বা কেমন ক'রে দেখি বল্?"

বনু চুপ করিয়া রহিল। লক্ষ্মী রান্নাঘরে গিয়া কি সম্বন্ধে কথা হইতেছে, তাহাই বুঝিবার জন্য পা মেলিয়া চুপ করিয়া বসিল।

হারাণ আবার সুরু করিল, "মান্‌বেনি? কই, তাই না বলুক না। তিনু খুড়া ব'ল্‌ছে, সাক্ষী দিবে—ডিঙি তার বাপের আমলের, আর গয়না সব তার মার। মিছা কথা নাকি? সবাই জানে।"

বনু তবু কিছুই কহিল না।

লক্ষ্মী রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল, "গয়না? এই তো।" বলিয়া লক্ষ্মী গহনার পোঁট্‌লাটা বনুর হাতের কাছে ফেলিয়া দিল। বনু ও হারাণ অবাক হইয়া গেল। তাহারা কোনো প্রশ্ন করিবার আগেই লক্ষ্মী কহিল, "দিদি দিছে।"

বন্নু পোঁট্‌লাটা খুলিয়া দেখিল, তাহার বৌদিদির গহনাগুলি। কিরণ যে তার গা শূন্য করিয়া সমস্ত গহনা খুলিয়া দিয়াছে, তাহা বন্নুর বুঝিতে বাকী রহিল না। গহনাগুলা যেন বন্নুর দিকে উপহাসে হাসিতেছে! এই অসীম স্নেহ ও মমতার প্রতিদানে সে কি দিল তাকে! বন্নুর চোখে জল আসিল।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "কেন আন্‌লি তুই এ গয়না?"

লক্ষ্মী ভীত হইয়া বলিল, "দিল যে!"

গহনাগুলা যেন দীর্ঘশ্বাসে উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বন্নু আর সে উত্তাপ সহ্য করিতে পারিতেছে না। সে গহনাগুলা মেঝের উপর ছড়াইয়া দিল।

হারাণ গহনাগুলা কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "দিবেই তো! তিন্নুখুড়া শাসিয়েছিল কিনা। তাই বৌকে দিয়ে পাঠিয়েছে আর কি। যতো হ'ক্‌, বুকে তো একটা ভয় আছে। লালিচ-কি সাদের কথা, শুন্‌লে কার না ভয় হয়?"

বন্নু ধীরে-ধীরে লক্ষ্মীর মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, "বৌ কি ব'ল্‌ল?"

—"তোমাকে দাদার সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌তে বারণ ক'চ্ছে?"

বন্নু ব্যথিত হইল। বৌ তাহাকে সত্যই এত খারাপ ভাবিয়াছে? সে দাদার নামে নালিশ করিবে—বৌয়ের গা হইতে গহনা ছিনাইয়া লইতে? সত্যই তাহাকে তাহারা এতো পর ভাবে?

বন্নু নতমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

তাহার বুকের মধ্যে বছরের পর বছর ধরিয়া যে স্নেহ ও মমতা মূল সঞ্চার করিয়া বসিয়াছিল, কে যেন তাহাতে সজোরে টান্ দিতেছে। আর সেই টানে বুকের মধ্যের হৃৎপিণ্ডটাও ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত হইয়া যাইতেছে। বন্নুর সমস্ত দেহটা কাতরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

হারাণ বলিল, "এর দু'খানা তাবিজ বেচ্‌লেই দশটা টাকা হবে। তাহ'লেই পাড়াটা খাওয়ানো হ'য়ে যাবে।"

বনুকে কে যেন আর একটা আঘাত দিল। আর্তকণ্ঠে সে কহিল, "বেচ্‌বে ?"

হারাণ হাসিয়া বলিল, "ভয় কি বনু। আবার কতো হবে। তোদের বে'-তে একটু আমোদ-আহ্লাদ হবেনি ?"

বনু কিছুই কহিল না। হারাণ তাবিজ দু'খানা লইয়া তিনু বারিকের বাড়ী গেল। সেখানে সে তিনু বারিককে সাবাস দিয়া ধন্যবাদ জানাইয়া বাজারে গেল।

দুর্গামণি বলিল, "কই, গয়নাগুলা দেখি।"

বনু তখনো নতমুখে বসিয়াছিল। আজ বৌয়ের গা হইতে গহনা খুলিয়া আনিয়া তাহার বিবাহের ভোজের ব্যবস্থা হইতেছে। বনুর বৌ হইলে সে তাহাকে কতো আদর-যত্ন করিবে বলিয়া সে শত আশা ও স্বপ্নের পরিকল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল। আশা আশাই রহিয়া গেল ! স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল !

বনু আরো অনেকক্ষণ তেমনি ভাবে বসিয়া রহিল।

দুর্গামণি শুইয়া-শুইয়া বলিল, "লক্ষ্মী, গয়নাগুলা তুই পর্‌ ত মা, দেখি তোকে কেমন দেখায়।"

লক্ষ্মী বনবিহারীর ভাব দেখিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

দুর্গামণি বলিল, "পর্‌ না। লজ্জা কি ? এ তো তোর সব !"

লক্ষ্মী হাতে বালা দু'খানা ও নাকে নাকছাবিটা পরিল। হঠাৎ বনু তাহার দিকে চাহিতে লক্ষ্মী দুর্গামণির দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সে হাসিতে লজ্জা, তৃপ্তি ও আনন্দের গৌরব ফুটিয়া উঠিয়াছে !

বঙ্কু মুহূর্তের জন্য মুগ্ধ হইল। ভুলিয়া গেল কিরণের কথা, ভুলিয়া গেল হারাণের কথা, ভুলিয়া গেল নিজের কথা। তাহার সমস্ত দিক সুন্দর ও হাস্যময় করিয়া ফুটিয়া উঠিল, লক্ষ্মীর এতোটুকু হাসি!

বঙ্কুও হাসিল।

কান্না দিয়াই হাসি তৈয়ারী, শোষণ দিয়াই বর্ষণ—ইহাই পৃথিবীর নীতি!

চব্বিশ

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা বিপিন পাড়ার দিক হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই হাঁকিতে সুরু করিল, "বৌ, বৌ—ওবৌ!"

রান্নাঘরে কিরণ কি কাজ করিতেছিল, বিপিনের গলার রুক্ষতা অনুভব করিয়া ভীত হইয়া উঠিল, প্রথমে কোনো সাড়া দিতেই সাহস পাইল না। কিরণ বুঝিল, বিপিন চটিয়াছে। কিন্তু কেন? সে যে গহনাগুলা বন্ধুর কাছে পাঠাইয়া দিয়াছে, তাহা কি বিপিন জানিতে পারিয়াছে?

বিপিন আগের মতোই ক্রুদ্ধ ও ক্ষিপ্তকণ্ঠে ডাকিল, "বৌ, ওবৌ! ম'র্‌ল নাকি?"

বিপিন রান্নাঘরের দিকে আগাইয়া আসিতেছিল, কিরণ আর চুপ করিয়া থাকা সমীচীন বলিয়া মনে করিল না। সাড়া দিল, "কেন?"

রান্নাঘরের বাহির হইতে বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, "গয়না কই?"

কিরণ লক্ষ্মীকে গহনা দেওয়ার সময় ভাবিয়াছিল, বিপিন ইহা হঠাৎ জানিতে পারিবে না। আর জানিলেও সে তাহাকে বুঝাইয়া সব কথা বলিবে। কিন্তু বিপিনের এই রোষ-পূর্ণ কণ্ঠস্বরে কিরণ অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল। সে রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিল না। বিপিন তাহার গায়ে গহনা দেখিতে না পাইলে আরো চটিয়া যাইবে। তাই সে রান্নাঘরের দোরের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া কড়া মুছিবার ভাণ করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আছে।"

বিপিন কথাটা আদৌ বিশ্বাস করিল না, রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কোথা দেখি?"

বলিয়া কিরণের গায়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহার গায়ের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

কিরণ ভয়ে আরো জড়সড় হইয়া গেল এবং সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া রহিল, যাহাতে তাহার খালি হাত দু'খানা বিপিন না দেখিতে পায়।

বিপিন কিরণের এই জড়সড় ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিল, গহনা কিরণের গায়ে নাই। থাকিলে সে এতোক্ষণে উঠিয়া দেখাইয়া দিত। বিপিন কিরণকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "গয়না কোথা, কথা কস্‌নি কেন?"

বলিয়াই বিপিন নুয়িয়া পড়িয়া কিরণের ডান হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া তুলিয়া দেখিয়া রাগে কাঁপিতে-কাঁপিতে বলিল, "কই, গয়না কই? মিছা কথা নয় তাহ'লে?"

কিরণ এতো দিন বিপিনের সহিত ঘর করিয়াছে, কিন্তু কোনো দিন বিপিনকে সে এতোটা রাগিতে দেখে নাই। কিরণের মুখে কথা ফুটিল না। সে ক্রুদ্ধ স্বামীর দিকে ভীত চোখদু'টি তুলিয়া বারেক চাহিল, এবং পরক্ষণেই চোখ নামাইয়া সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিপিন কিরণকে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "বল্ না, গয়না কই? কথা ব'ল্‌তে পারিস্‌নি?"

কিরণ সত্য কথা কহিতে পারিল না। বলিল, "আছে, ঘরে খুলে রাখ্‌ছি।"

—"খুলে রাখ্‌ছি! কচি খোকা আমি? এই ব'ল্‌লেই শুনে যাব! কই বার কর্। তোদের জ্বালায় কি আমি বিষ খেয়ে ম'র্‌ব?"

কিরণ কি করিবে না করিবে খুঁজিয়া পাইল না। রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া ঘরের মধ্যে পলাইয়া গেল।

বিপিন সেই রান্নাঘরের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের মধ্যে রাগটা একটা বন্দী সিংহের মতো গর্জিয়া মরিতে লাগিল। এ কাজ যদি কিরণ ছাড়া অন্য কেহ করিত, তাহাকে আজ সে ছিঁড়িয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ফেলিত!

বিপিনের মনে হইতে লাগিল, চারি দিকের সমস্ত পৃথিবীটা যেন তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। এই রান্নাঘরের ছিটাবেড়া, রান্নাঘরের বাঁশের কপাট, রান্নাঘরের হাঁড়ি-কলসী,—সব!

বিপিনের সমস্ত আশা উবিয়া গিয়াছিল। তবু সে কিরণের পিছনে-পিছনে আসিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল, "কই, গয়না দেখি?"

স্তম্ভিত কিরণ ঘরের মধ্যে আব্‌ছা অন্ধকারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বিপিনের কথার কি উত্তর দিবে স্থির করিতে পারিল না।

অবশেষে বিপিন একটা দীর্ঘশ্বাসে ভাঙিয়া পড়িয়া বলিল, "বৌ, শেষে তুইও আমার শত্রু হ'য়ে উঠ্‌লি!"

কিরণ কোনো প্রতিবাদ করিল না, পুতুলের মতো দাঁড়াইয়াই রহিল।

বিপিন ঘরের বাহিরে আসিয়া একটা চাটায় বসিয়া পড়িয়া ক্লান্তকণ্ঠে বলিল, "আমার ভাগ্যি! নইলে জগা, বঙ্কা আমাকে টিপ্‌পনি দেয়? তিন্নু বারিক মুখ ফিরিয়ে হাসে? হারাণ গোস্তাকি উড়ায়?"

বিপিন মুহূর্তের জন্য চুপ করিল। বোধ হয় সে তাহার উন্মত্ত মস্তিষ্কের শিরাগুলিকে সংযত করিতে চায়। পরে আবার বলিল, "শালারা আমার মুখের উপরে বলে, আমি ভয়ে গয়না পাঠিয়ে দিছি। কিসের ভয় আমার? নালিশ ক'র্‌বে? ক'র্‌ত! দেখ্‌তাম শালাদের কত থ্যামতা। বোনাকে আমি আবার ভয় করি?"

বিপিন আবার একটু থামিল।

কিরণ তখনো তেমনি পুতুলের মতো দাঁড়াইয়াছিল।

বিপিন আবার বলিয়া চলিল, "জগা, সে আবার বলে, আমার সব বাহাদুরি নাকি সে দেখ্‌ছে! বলে, বৌয়ের হাতে গয়না পাঠিয়ে দিছি। ...কেন দিতে গেলি তুই গয়না? দেখ্‌তাম শালাদের কত গোস্তাকি! দেখ্‌তাম অরা বোনাকে কত উড়াতে পারে।"

বিপিন রাগে আবার স্তব্ধ হইল।

কিরণ বিপিনের কথাগুলা ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না। এ সব কথা কে রটাইল? তাহার স্বামী ভয়ে তাহার হাত দিয়া গহনা পাঠাইয়াছে বলিয়া কে বলিল?...

বনু?

কিরণ বিশ্বাস করিতে পারিল না। অবিশ্বাস করিবার মত কিছুই কিন্তু সে খুঁজিয়া পাইল না। কিরণ চুপি-চুপি ঘর হইতে বাহির হইয়া রান্নাঘরে পলাইয়া গেল এবং ঘণ্টা খানেক রান্নাঘরে বসিয়া থাকিয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল, বিপিনের আসনটা শূন্য পড়িয়া আছে।

কিরণ আসনটার দিকে চাহিয়া কি ভাবিয়া মুহূর্ত মাত্র দাঁড়াইল, পরে বাহিরে আসিয়া দেখিল, বিপিন বাহিরে বসিয়া আছে কি না। সেখানেও তাহার নাগাল পাইল না। কোথায় গেল সে? কিরণ ডাকিতেও সাহস পাইল না। সে চুপ করিয়া আরো অনেকক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু কোথাও স্বামীর দেখা পাইল না। কোথায় গেল এই রাত্রে? না, ইহাদের লইয়া সে আর পারে না!...

কিরণ ভিতরে আসিয়া ঘরের মধ্যে গেল। দেখিল ঘরের মধ্যে বিছানা পাতা। মশারি টাঙানো। বিপিন যে বিছানা পাতিয়া শুইয়াছে, তাহা আর কিরণের বুঝিতে বাকী থাকিল না। বিপিন তাহার উপর রাগ করিয়াছে।

কিরণ বিপিনের রাগিয়া যাওয়াকে যতো ভয় করে, সে তাহার রাগ করাকে ততো ভয় করে না এবং সে রাগ ভাঙাইবার সহজ একটা উপায় সে জানিত।

কিরণ বিপিনের বিছানার ধারে আসিয়া বলিল, "শুইলে যে? ভাত খাবেনি?"

—"না। খিদা নাই।"

কিরণ অভিমানের সহিত বলিল, "ভালো।"

বলিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিল এবং নিজেও আর কিছু না খাইয়া হাঁড়ী ও বাসন-কোসন গুছাইয়া রাখিয়া বন্ধুর কয়েক দিনের অব্যবহৃত বিছানাটা মেলিয়া তাহাতেই শুইল। বিপিনের কাছে শুইতে গেল না।

ইহা কিরণের হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেণ্ট। বিপিন তাহার উপর রাগিয়া গিয়া রাগ করিয়াছে। সেও তাহার উপর রাগিয়া গেলে বিপিনের রাগ পড়িবে।

চিকিৎসায় কাজ হইল।

পরদিন কোথা দিয়া কিরণ ও বিপিনের ঝগড়া চুকিয়া গেল। বাস্তবিক, বিপিনের কিরণ ভিন্ন আর শান্তি পাইবার আজ এতোটুকুও আশ্রয় নাই। আজ যেন সবাই তাহার শত্রু। আজ সে সবাইকে সন্দেহ করে। সবাইকে ঘৃণা করে। সকলের কুৎসা সকলের কাছে করিতে পারিলেই বাঁচে।

এ তাহার প্রতিশোধ—নিজের প্রকৃতির উপর! পৃথিবীর উপর!

পঁচিশ

বিপিন তিনু প্রভৃতির সহিত আজও মাছ ধরিতে যায়। না যাইয়া উপায় নাই! কিন্তু আজকাল প্রায় সে গম্ভীর থাকে। কাহারো সহিত ভালো করিয়া কথা কয় না। অন্যান্য সকলেও তাহাকে এড়াইয়া চলে, মাছ ধরিবার সময় প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ভিন্ন কোনো বাজে গল্প বা হাস্য-তামাসা করে না।

এমনি করিয়াই কয়েক দিন কাটিল।

আজ বন্নুর বিবাহের দিন। আজ বিপিন মাছ ধরিতে যাইবে স্থির করিয়াও মাছ ধরিতে গেল না। সকাল হইতেই বিবাহের শাঁক বাজিতেছে। পাড়ার ছেলেমেয়ে, স্ত্রীপুরুষ সবাই ছুটাছুটি করিতেছে। বিপিন বাহিরে বসিয়াছিল, ভিতরে পলাইয়া আসিল। কিরণ মাঝে-মাঝে নিজেকে সাম্‌লাইতে না পারিয়া খিড়কি-দোরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল। এখান হইতে শাঁকের শব্দটা স্পষ্ট শোনা যায়। মাঝে মাঝে যেমনি শাঁকগুলো বাজিতে থাকে, কিরণের বুকের ভিতরটা যেন আকুলি-বিকুলি করিয়া উঠে। কিরণের ইচ্ছা করে, সে ছুটিয়া সেই উৎসবের মাঝে গিয়া উপস্থিত হয়। একটিবার যদি বন্নু আসিয়া তাহাদের ডাকিত! শুধু একটিবার!

লক্ষ্মীদের বাড়ীতে একই সঙ্গে দুইটা কাজ হইতেছিল, বর ও কন্যা—উভয়েরই শুভানুষ্ঠান। এক দল মেয়ে বরকে লইয়া পড়িয়াছে, আর এক দল

মেয়ে কনেকে লইয়া মাতিয়াছে। কেহ হলুদ মাখাইতেছে, কেহ শাঁক বাজাইতেছে, কেহ ঠাট্টা-তামাসা করিতেছে, কেহ হাসিয়া লুটাপুটি করিতেছে, কেহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উদ্দেশ্যে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে, কেহ বা কাহারো বিলম্ব বা অবাধ্যতার জন্য গাল দিতেছে। সমস্ত মিলিয়া একটা কলরবের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এই কলরব হইতে বিপিন দূরে, কিরণ দূরে। সেখানে তাহাদের অধিকার নাই। সেখানে তাহারা কেহ নয়! অথচ সেখানে তাহাদেরই তো সব চাইতে বেশী অধিকার, সর্বাপেক্ষা বেশী দাবী। বন্ধুর বিবাহ হইবে, কিরণ তাহাকে বর-সজ্জায় সাজাইয়া বৌ আনিতে পাঠাইবে, এ যে তাহার জীবনের অতি পুরাতন স্বপ্ন! কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, সে আজ দূরে—অধিকারহীনা, উৎসবশূন্যা। বিপিনও কতোদিন ভাবিয়াছে, কতো রঙিন কল্পনার জাল বুনিয়াছে, সে তাহার ভাইয়ের বিবাহে কতো আনন্দ করিবে, সমস্ত পাড়া খাওয়াইবে, কর্মকর্তার গৌরবটুকু লাভ করিবে। সবাই বলিবে, বিপিনের ভাইয়ের বিবাহ।

বিপিনের ভাইয়ের বিবাহ হইতেছে। কিন্তু বিপিন আজ সেখানে নাই। অপমানিত সাম্রাজ্যহীন এক সম্রাট, নিজের অধিকারহীনতার লজ্জা ও গ্লানিতে গুমরিয়া মরিতেছে। আজ সে উৎসব হইতে দূরে পলাইতে পারিলে বাঁচে। আজিকার এ উৎসব যেন তাহার মৃত্যুর উৎসব। তাহার ভিতরের ভ্রাতৃত্বটুকু বোধ হয় নিঃশেষে মরিয়া গিয়াছে। বিপিন এই অপমানের উৎসব হইতে দূরে থাকিতে চায়।

কিরণের মনোভাব কিন্তু বিপিনের মনোভাব হইতে স্বতন্ত্র। তাহার স্নেহ যতই অপমানিত হউক, অপমানকে সে স্বীকার করে না। বন্ধুর বিবাহে তাহার আজ অধিকার নাই, কিন্তু তবু সে তাহার উৎসব-মণ্ডপে ছুটিয়া যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব। যদি একটিবার বন্ধু তাহাকে ডাকিত, তবে

সে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে হলুদ মাখাইতে বসিত। বন্নু তাহাকে একটিবারও ডাকিতেছে না, তাই তাহার এতো যন্ত্রণা।

কিরণ খিড়কির-দোরের পাশে দাঁড়াইয়া বিয়ে-বাড়ীর কলরব শুনিতেছিল। পান্নুর মা তাহাদের পিছনের মাঠে গরু বাঁধিতে আসিয়াছে। সে এমনি ভাবে কিরণকে এক-মনে উদাস-চোখে লক্ষ্মীদের বাড়ীর দিকে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া মোলায়েম সুরে বলিল, "বোনা বোধ হয় তোদের ডাকেনি,—নয় কিরণ ?"

কিরণ এ ভাবে ধরা পড়িয়া গিয়া লজ্জিত হইল। সে আহত কণ্ঠে বলিল, "আমরা কি আর তার কেউ যে, সে মোদের ডাক্‌বে ?"

নিজের কথাগুলা কিরণকে দলিয়া দিয়া গেল। কিরণ ছুটিয়া পলাইল।

কিন্তু দুপুর বেলা পান্নু বিপিনের কাছে আসিয়া যখন বিপিনকে বলিল, "বন্নুদার বে'-তে তুমি যাবেনি বিপিনদা ?"

বিপিন মারমুখী হইয়া উঠিল, "কেন, সে আমার কে যে তার বে'-তে যাব ?"

সারাদিনটা কিরণের অন্যমনস্কভাবে কাটিল। কিরণ জানিত, বন্নু তাহাকে ডাকিবে না, তবুও সে যেন মাঝে-মাঝে একটা মিথ্যা আশায় চমকিয়া উঠিতে লাগিল। সারা সকালটা এমনি ভাবেই কাটিল।

বিকালের দিকে বিপিন কিরণকে কিছুই না বলিয়া কোথায় বাহির হইয়া গেল, সারা বিকাল আর ফিরিল না। কিরণ আজ বিকালেই বিছানা করিয়া শুইল। কিন্তু কোনো মতেই তাহার ঘুম আসিল না।

কিরণের বুকের ভিতটা হু-হু করিতেছিল। এতো দিনের আশা, এতো দিনের এতো পরিকল্পনা এমনি ভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে, কিরণ তাহা কোনো দিন ভাবে নাই। অবশেষে কিরণের অসহ্য হইয়া উঠিল, সে বালিশে মাথা গুঁজিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

দুপুর গেল, সন্ধ্যা গেল, রাত্রি হইল, তবু বিপিন ঘরে ফিরিল না। কিরণের একলাটি আর সহ্য হইতেছিল না। সে বিপিনের জন্য মাঝে-মাঝে বাহিরে আসিল, মাঝে-মাঝে ভিতরে গেল।

তথাপি বিপিন ফিরিল না।

অবশেষে কিরণ ভীত হইয়া উঠিল, কোথায় গেল তাহার স্বামী? রাত্রি যতো গভীর হইতে লাগিল, তাহার ভয়টাও ততো বাড়িতে লাগিল। এত রাত্রি অবধি কোথায় গেল সে? হঠাৎ কিরণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, তাহার স্বামী হয় তো পাড়ার কাহারো সহিত ঝগড়া করিয়াছে। পাড়ার লোকে হয় তো ক্ষেপিয়া তাহাকে মারিয়াছে। সত্য সত্যই বিপিন যেন কয় দিন একরোখা ও ঝগড়াটে হইয়া উঠিয়াছে। কাহারো কোনো কথা শুনিতে চায় না। কাহাকেও মানিতে চায় না। কাহাকেও ভয় করে না। বেপরোয়া। মরিয়া।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গেল। তবু বিপিন ফিরিল না। কিরণ ক্রমশঃ ভীত ও চিন্তিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কোথায় গেল তাহার স্বামী? কি সে করে? কোথায় তাহাকে খুঁজিতে যায়? কিরণ ছুটিয়া একবার পানুদের বাড়ী গেল। তাহারা ঘরে কেহ নাই। সকলে বন্ধুর বিবাহে গিয়াছে। সেখানে তাহাদের সবার নিমন্ত্রণ।

কিরণ ঘরে ফিরিয়া আসিল। হয় তো বিপিন এতোক্ষণ ঘরে ফিরিয়াছে। কিন্তু ঘরে আসিয়া দেখিল, বিপিন তখনো ফিরে নাই। কিরণ কি করিবে, আর কি না করিবে, স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে বিছানা করিয়া শুইল। সকালে যদিও সে অতি সামান্যই খাইতে পারিয়াছিল, তবু এখনো তাহার খাইতে রুচি হইল না।

কিরণ শুইল, অথচ ঘুমাইল না। আরো অনেকক্ষণ গেল। অবশেষে কিরণের তন্দ্রা আসিল। কিন্তু মাঝে-মাঝে সে চমকিত

হইয়া জাগিল, ওই বুঝি বিপিন আসিয়াছে। কিন্তু বিপিন আসিল না।

ভোরের দিকে কিরণ ঘুমাইয়া পড়িল।

সে যখন ঘুম ভাঙিয়া উঠিল, তখন দিনের রূঢ় আলো আকাশ ঝলসাইয়া দিতেছে।

কিরণ ছুটিয়া বাহিরে আসিল। হয় তো বিপিন আসিয়াছে।

কিন্তু বাহিরে আসিয়া কিরণ কাহারো নাগাল পাইল না।

কিরণ ঘরদোর সব আলগা ফেলিয়া পানুদের বাড়ী আসিল এবং পানুকে বিপিনের খোঁজে পাড়ার দিকে পাঠাইল।

পানু একটু বাদে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সে কোথাও নাই।

কিরণ বিমূঢ়ের মতো তাহার দিকে চাহিল। কিরণের আয়ত শাদা চোখ দু'টিতে ভীতি ও বিস্ময় স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার মুখে একটি কথা ফুটিল না।

আরো একটু বেলা হইতেই গ্রামের শিব মন্দিরের সম্মুখে বেশ একটা ভীড় জমিয়া গেল। ছেলে-মেয়ে পুরুষ এক দল লোক।

কিরণ ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিল, কিসের অত ভীড়? দূর হইতে কিরণ কাহাকেও চিনিতে পারিল না। সে ছুটিয়া ভীড়ের দিকে আসিল। তাহার স্বামীর কোনো অমঙ্গল ঘটে নাই তো!

কিরণ ছুটিয়া আসিয়া আর্তকণ্ঠে বলিল, "কি, কি এখানে?"

কিরণের আর্ত ও অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে সকলেই চমকিয়া তাহার দিকে চাহিল, ও নীরবে নিজেরা সঙ্কুচিত হইয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল।

কিরণ পথ পাইল, কিন্তু এতোটুকুও অগ্রসর হইল না। কে যেন তাহাকে চাবুক মারিয়া থামাইয়া দিল।

কিরণ দেখিল, তাহার সম্মুখে হলদে কাপড়-পরা লক্ষ্মী ও বন্নু দাঁড়াইয়া আছে। বন্নুর হাতে একটা লোহার জাঁতি এবং লক্ষ্মীর হাতে একটা কাজলপাতা। দু'জনেরই মাথায় টোপর। তাহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আসিয়াছে। মন্দিরের পাটে পান ও সুপারী।

কিরণের গলার স্বরে চমকিয়া বন্নু পিছনের দিকে চাহিল। দেখিল কিরণ তাহার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। সে মুখে রাগ নাই, দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, আছে কাতর বিমুগ্ধ চাহনি আর করুণ বেদনা। বন্নু সে দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না।

কিন্তু তাহার চোখ পড়িল, কিরণের পাশেই।

দেখিল সেখানে এক জোড়া চোখ তাহার দিকে চাহিয়া আছে। প্রেতের মতো ভয়ঙ্কর সে দৃষ্টি। সে চোখ দু'টা যেন চাহিয়া চাহিয়াই একটা দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে। মাথার উপর এলোথেলো চুলগুলা আসিয়া পড়িয়াছে। চোখ দু'টা লাল। মুখখানা যেন একরাত্রে বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

মুখখানা অন্য কাহারো নহে। বিপিনের।

বন্নু ভীত হইয়া মুখ নামাইল।

লক্ষ্মীও মুখ ফিরাইয়াছিল। সেও ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল।

কিরণ বিপিনের সে মুখের দিকে চাহিয়া ভীত হইয়া উঠিল। তাহার স্বামী কি পাগল হইয়া গিয়াছে নাকি? নইলে এখানে কেমন করিয়া আসিল?

কিরণ বিপিনের হাতে ধরিয়া টানিয়া বলিল, "চল, ঘরে চল।"

বিপিন কথা কহিল না, বাধা দিল না। এখনো যেন সে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে, এমনি অবশ ও শিথিল ভাবে কিরণের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

কিরণ ভীড় হইতে একটু দূরে আসিয়া বিপিনের হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "কোথা ছিলে তুমি ?"

বিপিন যেন তখনো তাহার স্বপ্নে ঘুমাইতেছিল। হঠাৎ কিরণের কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "কি ?"

কিরণ ধমক দিয়া বলিল, "কোথা ছিলে সারা রাত্রি ? তোমার তরে আমি কি পাগল হ'য়ে ম'র্‌ব ?"

বিপিন বলিল, "ফুলীর কাছে গেছ্‌লাম। সে কেমন আছে দেখ্‌তে।"

কিরণ বলিল, "ব'লে যেতে নাই বুঝি ? ফের যদি অমন করো, আমি সত্যি ব'ল্‌ছি, বিষ খাবো !"

বিপিন নীরব। এখনো তাহার দুঃস্বপ্নের নেশাটা কাটে নাই।

কিরণ বলিল, "কতক্ষণ ফিরছ ?"

বিপিন কহিল, "এক্‌খুনি।"

তাহারা ঘরের মধ্যে গেল।

ছাব্বিশ

আজ প্রায় এক মাস হইতে চলিল, লক্ষ্মীর সহিত বনবিহারীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। হারাণ অধিকাংশ দিন এখন নিজের বাড়ীতে থাকে। মাঝে-মাঝে আসে। বনবিহারীই নদীতে যায়। লক্ষ্মী কথনো-কথনো তাহার সঙ্গে যায়। আবার কথনো যায় না। তাহার মা আজো সারে নাই। বরং জ্বর, কাশি, দুর্বলতা সমস্তই যেন বাড়িয়াছে। লক্ষ্মীর বিবাহের দিন রাত্রি জাগাই নাকি তাহার কারণ বলিয়া ডাক্তার বলিয়াছেন। বনবিহারীর এখন নূতন সংসার। পরিপূর্ণ উদ্যম। আজকাল তাহার এতোটুকু বেড়াইবার অবসর নাই! মাছ ধরিতে, বাজারে যাইতে, জাল বুনিতে, জাল সারিতে সে সর্বদাই ব্যস্ত।

বেশ চলিতেছে।

বনবিহারী তাহার আগের দিনের কথাগুলা ক্রমশঃ ভুলিয়া যাইতেছে। বিপিন, কিরণ সকলে যেন মুহূর্তের পর মুহূর্ত ধীরে ধীরে তাহার জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। তাহাদের যে সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে তাহা নয়। তাহারা মাঝে-মাঝে তাহার মনে একটা করুণ স্মৃতির মতো জাগিয়া উঠে। পরক্ষণেই তাহারা আবার নূতন স্রোতের প্রবাহে ভাসিয়া যায়। লক্ষ্মীর আলোকে বনবিহারীর মনটা আপ্লুত হইয়া গিয়াছে, শুধু অন্ধকার আছে সেই অংশটুকু যেখানে কিরণ ও বিপিনের স্মৃতি ও স্নেহ জাগিয়া আছে। লক্ষ্মী যেন দীপ, কিরণ ও বিপিন তাহারি ছায়া।

বনবিহারী কিন্তু আজ পর্যন্ত কখনো কিরণদের বাড়ীর পাশ মাড়ায় নাই। এমন কি সকাল বেলা সে পুকুরের দিকে যাইতেও ভয় করে—পাছে কিরণ স্নান করিতে আসিলে তাহার সহিত দেখা হইয়া যায়। সকাল বেলা যেদিন সে বাজার যাইত না, সেদিন ঘরের সম্মুখেও আসিয়া বসিত না। ঘরের সম্মুখ দিয়াই পুকুরে যাইবার পথ। হঠাৎ যদি কিরণ যাইবার বেলা তাহার দিকে চাহিয়া ফেলে, তবে আর তাহার লজ্জায় মরিবার পথ থাকিবে! সত্যই বৌয়ের সম্মুখে বাহির হইতে তাহার যতো লজ্জা। সে যেন শুধু কিরণের কাছেই অপরাধ করিয়াছে!

দাদার সম্মুখে বাহির হইতে আজকাল আর তাহার লজ্জা হয় না। ভয়ও করে না। দাদার ক্রোধের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার স্পর্ধা সে করে। দাদা হয় তো পাড়ার মুদী দোকানীর কাছে তাহার নামে অনেক কথা কহিয়াছে। সেও সত্যে মিথ্যায় মিশাইয়া সে অপবাদের প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িবেই না। প্রথমে কয়েক দিন বনবিহারী বিপিনের সম্মুখে বাহির হইতে লজ্জা পাইত, এমন কি তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাইতেও সাহস করিত না। কিন্তু দিন কয়েক তিনু বারিকের ছেলেদের সঙ্গে মাছ ধরিতে যাইয়া সে লজ্জা ও ভয় তাহার ভাঙিয়া গিয়াছে। আজকাল সে বিপিনকে এতোটুকুও সঙ্কোচ করে না, এক সঙ্গেই নদীতে মাছ ধরিতে যায়। তবে আজও কেহ কাহারো সহিত কথা কয় না। বিপিন যে বন্ধুর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, বিপিন সে ভাবটা ষোলো আনা বজায় রাখে। এবং বনবিহারী যে দাদার সে ক্রোধকে মোটেই তোয়াক্কা করে না, তাহা দেখাইতে সেও মোটেই পশ্চাৎপদ নয়। নদীতে মাছ ধরিবার সময় যে যার কাজ করিয়া যায়।

লক্ষ্মীর কিন্তু আবার উল্টা ভাব।

সে ঘাটে স্নান করিতে গেলে কিরণের সাথে এক ঘণ্টা না গল্প করিয়া ফিরে না। সত্যি, দিদি বড় ভাল। কতো ভালোবাসে সে তাহাকে! সেদিন সে স্নান করিবার আগে কিরণদের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিল, বিপিন ঘরে ছিল না। কিরণ তাই আদর করিয়া লক্ষ্মীকে পাশে বসাইয়া বলিল, "মাথার কি ভঙ্গি তোর! যেন কাকের বাসা।"

লক্ষ্মী বলিল, "মার তো অসুখ। কে বেঁধে দেয়? সেদিন চাঁপা মাসী দিছ্‌ল। মাগো, মাথায় বেদনা ধ'রে গেল। কি চুল ছিঁড়ে! তাই আমি আর যাইনি।"

কিরণ বলিল, "কেন, আমার কাছে আসিস্‌। আমি বেঁধে দিব।"

বন্ধুর বৌকে এমনি করিয়া সাজাইতে যে তাহার কতো সাধ ছিল! আজও কিরণ সে সাধটুকুকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারে না। সে আর কোনো কথা কহিবার আগে নারিকেল-তেলের বোতল ও চিরুণী লইয়া লক্ষ্মীর চুল বাঁধিতে বসিল। লক্ষ্মী বলিল, "বেশী তেল দিও নি। ভাসুর আবার ব'কৃবে।"

কিরণ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "তবে কাল থেকে তুই তেল আনিস। ভাসুরের উপর যদি তোর এতো দরদ।"

লক্ষ্মীও হাসিল, "দরদ নয়, ভয়।"

কিরণ আর কিছু বলিল না।

সত্য সত্যই লক্ষ্মীর যতো ভয় বিপিনকে। তাহার সাড়া পাইলেই সে কোথায় পড়িবে কি মরিবে, পথ পায় না। যখন বনবিহারীর সহিত কোনো দিন লক্ষ্মী মাছ ধরিতে যায়, সেদিন সে এক ধারে জড়সড় হইয়া থাকে। বিপিন যেন বাঘ, তাহাকে গিলিয়া ফেলিবে!

লক্ষ্মী একদিন বন্ধুকে বলিল, "আমি আর তোমার সঙ্গে যাবনি।"

বন্ধু বলিল, "কেন?"

—"বট্‌ঠাকুরকে ভারী ভয় করে।"

বন্নু হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "ভয় আবার কিসের? তার খাই না পরি, যে তাকে ভয় ক'র্‌বো? কি ক'র্‌বে সে আমার?"

লক্ষ্মী বলিল, "তোমার কথা শুন্‌লে ভারী রাগ হয়। ক'র্‌বে আবার কি? কিছু নাই ক'র্‌লে ভয় ক'র্‌তে নাই বুঝি? তবে তুমি দিদিকে ভয় কর কেন? সে তোমাকে মারবে নাকি?"

সত্য সে ভয় যে কিসের ভয়, বন্নু তাহা নিজেই বুঝিতে পারে না। দাদা তাহার শত্রুতা করিতেছে, তাহাকে লোকের কাছে গালি দেয়, তাহার দুর্নাম করে, কিন্তু তাহাকে তাহার ভয় নাই। তাহার সামনে বুক ফুলাইয়া হাঁটিয়া আজকাল সে তৃপ্তি পায়। কিন্তু বৌদিদি তাহাকে কিছুই বলে না, তাহার সঙ্গে কথা কহিবার জন্য কতো উৎসুক, তাহার লক্ষ্মীকে সে কতো আদর করে, তবু তাহার সঙ্গে কথা কহিতে তাহার এত ভয়। তাহার দিকে চোখ তুলিতে তাহার স্পর্ধা নাই, সাহস নাই।

কিন্তু সেদিন যখন শিবমন্দিরের সম্মুখে সে বৌদিদি ও দাদার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, সেদিন সে কিরণের দৃষ্টি অবহেলায় সহ্য করিয়াছিল, এবং দাদার দিকে মুখ তুলিতে সাহস পায় নাই। আজ কিন্তু এ পরিবর্তন কেন?

লক্ষ্মী কহিল, "দিদি তোমাকে ডাকে। তুমি তার সঙ্গে কথা কওনি কেন?"

—"বৌ তোকে ভারী ভালোবাসে, নয়?"

—"হ্যাঁ।"

পরের দিনও লক্ষ্মী কিরণের কাছে মাথা বাঁধিতে আসিল। কিরণ নিজের নারিকেল তেলের বোতলটা আনিতে লক্ষ্মী বলিল, "আজ আমি তেল আন্‌ছি দিদি। তোমার তেল চাইনে।"

কিরণ রাগিয়া গিয়া বলিল, "কে ব'ল্ল তোকে তেল আন্‌তে ?

—"তোমার দেওর কিনে দিছে। আমি তোমার তেল রোজ রোজ মাখ্‌ব কেন ?"

—"তা তো সে কিনে দিবে। আজকাল সে রোজগারী হ'চে। আর সে বন্ধু নাই।"

লক্ষ্মী বিস্মিত হইল।

কিরণ বলিল, "আর যদি কোনোদিন তেল আন্‌বি, তবে আসিস্ নি আমার কাছে।"

লক্ষ্মী কিছুই বলিল না, কিরণের কাছে চুল বাঁধিতে বসিল ; স্থির করিল, আর কখনো সে তেল আনিবে না, দিদি রাগ করে।

কিন্তু পরদিন হইতে আর লক্ষ্মী আসিল না।

কিরণ ভাবিল, বুঝি কাল সে লক্ষ্মীকে তেল আনিতে বারণ করিয়াছিল বলিয়া আজ আর লক্ষ্মী আসে নাই। হয় তো বন্ধু বারণ করিয়া দিয়াছে। কিরণের আজ প্রথম দুর্জয় অভিমান হইল, সত্য সত্যই বন্ধুর কাছে তাহারা এতো পর ! তাহাদের দেওয়া এতোটুকু তেল তাহার স্ত্রীর মাথায় পড়িলে তাহার মাথা কাটা যাইবে।

কিরণ রাগিয়া গিয়া শেষে মন্তব্য করিল, না আসুক। সে তো বাঁচিয়া গেল। অতোটা সময় ঘরে কোনো কাজ করিলে নিজেরি লাভ। মাঝে মাঝে ভাবিল, আজ হয় তো এমনি আসে নাই, কাল আসিবে। কিন্তু কালও লক্ষ্মী আসিল না।

কিরণ রাগিয়া গুম্ হইয়া রহিল।

পরদিন স্নান করিতে গিয়া হঠাৎ লক্ষ্মীর দেখা পাইয়া গেল। কিরণ প্রথমে ভাবিতেছিল, সে লক্ষ্মীর সহিত কথা কহিবে কি না, লক্ষ্মী বলিল, "আজ দু'দিন যেতে সময় পাইনি দিদি।"

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন রে ?"

—"মার অসুখ বাড়্ছে। ডাক্তর বলে, মা আর বাঁচ্বেনি।"

কিরণের অভিমানটা পলকে মিলাইয়া গেল। তাহার তেল মাখিতে তবে বন্ধু বারণ করে নাই। কিরণ বলিল, "মাসীকে বিকালে দেখ্তে যাব।"

লক্ষ্মীর কাছে কিরণের আসিবার কথা শুনিয়া বন্ধু বিকালে ঘর হইতে কোথায় উধাও হইল।

সাতাশ

দুর্গামণির অসুখটা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল। এ-যাত্রা যে সে আর বাঁচিবে, এমন কোনো আশাই নাই। কিরণ একটু সময় করিয়া উঠিতে পারিলে বিপিনকে লুকাইয়া তাহাকে দেখিয়া আসে। লক্ষ্মী কাঁদিলে তাহাকে সান্ত্বনা দেয়, কখনো কখনো অভয় দিতেও ভয় করে না। কিন্তু আজ পর্যন্ত একদিনও সে বন্ধুর সহিত কথা বলে নাই। সে আসিলে হয় বন্ধু কোথাও পলাইয়া যায়, নয় পাড়ার অন্যান্য কাহারো সহিত গল্প করিতে বসে। বন্ধু কিরণের এ দুর্বলতাটুকু জানে। কিরণ অন্য কাহারো সম্মুখে যাচিয়া তাহার সহিত কথা কহিবে না।

কথা কহা ত দূরের কথা, অন্য কেহ আসিলে কিরণ দুর্গামণির বাড়ীর বাহির হয় না। দুর্গামণির কাছে লুকাইয়া বসিয়া থাকে—পাছে তাহার স্বামীর সম্মানের হানি হয়। কিন্তু কিরণ যতোই লুকাইয়া থাকুক, একথা আর কাহারো জানিতে বাকী নাই। তবু কিরণের লজ্জাটা যায় না। সে কাহারো সম্মুখে বাহির হয় না। বিশেষত পুরুষের সাম্‌নে। মাঝে মাঝে ভয় করে, পাছে কথাটা কেহ তাহার স্বামীর কাণে তুলিয়া দেয়। তাহা হইলে আর তাহার গালি খাইতে খাইতে প্রাণ থাকিবে না। কিন্তু আজ পর্যন্ত বিপিন কই কিছু বলে নাই। বোধ হয়, সে জানেই না।

বিপিন বাজার গিয়াছে। সেই অবসরে কিরণ দুর্গামণিকে দেখিতে আসিয়াছিল, কিরণ যখন দুর্গামণিকে দেখিয়া বাড়ী ফিরিল, তখন বিপিন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে এবং ঘরে তালা লাগানো বলিয়া চুপ করিয়া ঘরের বাহিরে বসিয়া আছে। কিরণ ভয় পাইয়া গেল, পাছে বিপিন তাহাকে জিজ্ঞাসা কবে।

কিরণ নীরবে আঁচলেব চাবি হাতে লইয়া তালা খুলিয়া ঘরের মধ্যে গেল। বিপিনের সম্মুখে দাঁড়াইতেও তাহার ভয় হইতেছিল।

বিপিন বাহিরে বসিয়া থাকিয়া ডাকিল, "বৌ?"

বিপিনের কণ্ঠস্বর বেশ সহজ। কিরণের ভয়টা কমিল। সে বাহিরে আসিয়া এক চুপ্‌ড়ি কল্‌মি শাক মাটিতে ঢালিয়া তাহাই পরিষ্কার করিতে সুরু করিয়া বলিল, "কি?"

—"কোথা গেছ্‌লে?"

—"এই পাড়ার দিকে।"

—"দুগ্‌গামাসী কেমন আছে?"

বিপিনের গলাটা আজ বেশ সুপ্রসন্ন বলিয়া মনে হইল। যে দুর্গামণির উপর সে এতো চটা, তাহার ভালোমন্দর খোঁজ লইতেছে! কিরণ মনে মনে আনন্দিত হইল। বলিল, "বাঁচ্‌বেনি। আর দু' একদিন।"

বিপিন নিজের মনে কি ভাবিতে লাগিল।

কিরণ শাক বাছিয়া চলিল।

আজ বিপিনের এই সহজ ভাব দেখিয়া কিরণ সত্যসত্যই ভারী খুসী হইল। তাহার স্বামীর রাগটা একটু পড়িয়াছে। আরও কিছুদিন গেলে তাহার রাগটা আর থাকিবে না। সে আবার বন্ধুকে ফিরিয়া পাইবে এবং লক্ষ্মীকে লইয়া ঘরকন্না করিবে।

মাঝে একদিন মাত্র কাটিয়াছে।

হঠাৎ পাড়ায় লক্ষ্মীর কান্নার শব্দ শুনা গেল। কিরণ ঘরের বাহিরে আসিয়া শুনিল দুর্গামণি মারা গিয়াছে। দুর্গামণির জন্য আর পাড়ায় হাঁক ছাড়িয়া কাঁদিবার মতো কেহই ছিল না। লক্ষ্মীর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তবু সমস্ত পাড়াটাকে একটা বেদনার ছায়ায় কালো করিয়া রাখিল। যথাসময়ে পাড়ার লোক শবদাহ করিল এবং বনু ও লক্ষ্মী কৃত্য শেষ করিল। বিপিন নীরবে সমস্তই দেখিল, সমস্তই শুনিল।

বিপিন যখন বনুর উপর চটিয়া যাইত, কিরণ তখন তবু সহ্য করিতে পারিত। কিন্তু বিপিনের এই উদাসীন ভাবটা সে কোনো মতেই সহ্য করিতে পারে না। বিপিনের সহিত বনুর যে কোনো শত্রুতা আছে, তাহা বিপিনের কাজ দেখিয়া মনে হয় না। আর তাহার সহিত যে কোনো মিত্রতা আছে, ইহাও বিশ্বাস করা যায় না। প্রত্যেকের সহিত শত্রুতা বা মিত্রতা একটা কিছু থাকাই ভালো। এই নিরপেক্ষতাই সব চাইতে ভয়াবহ। কিরণও এই নিরপেক্ষতার মধ্যে দুলিতে লাগিল।

কিরণ একবার ভাবিল, তাহার স্বামী বুঝি বনুকে ক্ষমা করিয়াছে, তাই তাহার বিরুদ্ধে কোনো কথা কহে না। আবার নিজের মনেই তাহা অবিশ্বাস করিল। তাহাই যদি, তবে বনুর এই বিপদের সময়েও তাহার মনে এতটুকু চাঞ্চল্য নাই কেন? সে তো কই বনুর সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে না!

কিরণ কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

বনুদের জন্য কিরণের অনেকদিন রাত্রিতে ভালো ঘুম হয় না। বনুও লক্ষ্মী দু'জনে কেমন করিয়া একটা ঘরে থাকে? দু'জনের কী-ই বা সাহস। তাহার উপর আবার একটা লোক মরিয়াছে। ভূত-প্রেতের উপদ্রবও তো হইতে পারে!

লক্ষ্মী তো নেহাৎ ছেলেমানুষ। বন্নুর যদিও বা সাহস আছে, তাহার আদৌ নাই। বন্নু এক পা গেলে সে ভয়ে কাঁদিতে বাকী রাখে। সে আজকাল সব সময় বন্নুর সঙ্গে সঙ্গে থাকে, বন্নুর সহিত মাছ ধরিতে যায়, বন্নুর সহিত বাজার যায়, বন্নুর সহিত ঘরে থাকে। দিবসে তবুও লক্ষ্মী ঘরে দু'এক ঘণ্টা একলা থাকিতে পারে, কিন্তু রাত্রিতে আর পারে না। সমস্ত ঘরখানা যেন তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। এই ঘরের প্রত্যেকটি ছায়া যেন জীবন্ত, ভয়ঙ্কর!

কিরণ একদিন লক্ষ্মীকে কাছে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে শুইতে তোর ভয় করেনি লক্ষ্মী?"

—"করে তো।"

কিরণ বলিল, "তবে আমার কাছে শুইতে আসিস্।"

—"বা রে, সে একলাটি শুইবে কি ক'রে?"

কিরণ লজ্জিত হইল। সে বন্নুর কথাটা ভুলিয়াই গিয়াছিল। তাহার যে এখানে শুইবার উপায় নাই। কিরণ লক্ষ্মীকে আর কিছুই কহিল না। সে সেদিন সমস্ত সময় ভাবিল, বন্নুকে কি আর ফিরাইয়া আনা চলে না? তাহার দাদা যদি তাহাকে একবার নিজে গিয়া ডাকিয়া আনে, তাহা হইলে সে আর কোনো মতে অমত করিবে না। তাহার যতো রাগ তো কেবল দাদার উপর।

কিরণ সেদিন বিপিনকে বন্নুর সম্বন্ধে কিছু বলিবে বলিয়া স্থির করিল। কিন্তু সোজাসুজি কিছুই কহিতে পারিল না। বলিল, "বন্নুটা যে উ ঘরে থাকে কি ক'রে ঠিক ক'র্‌তে পারিনি। লক্ষ্মীটাও তো একটা বাচ্চা মেয়ে বই নয়।"

আজ প্রায় দুই মাস পরে কিরণ বিপিনের সম্মুখে বন্নুর নামটা উচ্চারণ করিল। বিপিন কিন্তু কিরণের কথায় কোনো সাড়াই দিল না, চুপ

করিয়া বসিয়া রহিল। কিরণ আরো একটু নীরবে প্রতীক্ষা করিল। কিন্তু বিপিন আগের মতোই নিরুত্তর।

বন্ধুকে আবার ঘরে ফিরাইয়া আনার কথাটাই কিরণ বলিবে বলিয়া ভাবিয়াছিল, কিন্তু বিপিনের এই নীরবতায় আর অগ্রসর হইতে সাহস পাইল না। বিপিন রাগিয়া যাইবে, কি মত দিবে, কিরণ বুঝিতে পারিল না। শেষে কিরণ একটা ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বেচারার ভারী কষ্ট। তাই বলি, ভাগ্যি। না হ'লে কি আর এমন কষ্ট তাকে সইতে হয়? হতভাগা মরুক কি চুলায় যাক্,—মিছামিছি ভেবে মরি।"

কিরণ আবার চুপ করিল। ইচ্ছা—বিপিন কোনো কথা বলে।

—"হুঁ।" বিপিন একটা ছোট হুঁ দিয়াই উঠিয়া গেল।

কিরণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। সেও কাজে গেল।

আটাশ

আরো কয়েকদিন কাটিল।

এখনো কিরণ বিপিনকে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সেদিন বিপিনকে অমন নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া আর তাহার কাছে বনুর কথা পাড়িবার মতো সাহসও তাহার হইল না। সে নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। হয় তো বিপিন নিজেই কথা তুলিবে। সেও তো বনুকে কম ভালোবাসে না! লক্ষ্মী আর বনুর এমনি ভাবে থাকিতে যে কতো কষ্ট হইতেছে, তাহা বুঝিতেও তাহার বাকী নাই। কিরণের এই ধীর অপেক্ষা ও আশার মধ্যে আরো কয়েক দিন কাটিল, কিন্তু তবু বিপিন কিছুই কহিল না।

আগে কয়েক দিন বিপিনের মধ্যে যে অস্বাভাবিক অন্যমনস্ক-ভাব দেখা গিয়াছিল, এখন আর তাহা নাই। এখন সে আবার বেশ কাজে মন দিয়াছে। জগা, বঙ্কা, তিনুখুড়া ইত্যাদির সহিত কোনো ঝগড়া করে না, যদিও তাহাদের প্রতি বিপিনের বিদ্বেষ ভাবটা সম্পূর্ণরূপেই আছে। আজকাল সে আগের মতোই মাছ ধরিতে আসে, আগের মতোই বাজার যায়, জলের সঙ্গে যুদ্ধ করে। বনুর সহিত বিচ্ছেদ হইবার পর যে উদ্যমহীনতা, হতাশা, ও পৃথিবীর প্রতি বিরুদ্ধভাব তাহার মধ্যে দেখা যাইতেছিল, তাহা আর নাই। বিপিনের উদ্যম আরো বাড়িয়াছে। পৃথিবীর সহিত আর তাহার শত্রুতা করিবার ইচ্ছা যেন নাই। সে চায় পৃথিবীকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আপনার করিতে। বিপিন আজকাল আবার হাসে, পাড়ায়

বাহির হইয়া গল্প করে, কিরণের জন্ত রাঙা পাড়ের কাপড় আনে, মাঝে মাঝে পাড়া হইতে দুধ কিনিয়া আনিয়া খায়। বাজারে কোনো ভালো জিনিস আসিলে তাহাও কিনিয়া আনে।

আরো কয়েক দিন কাটিল। কিরণ দেখিল, বিপিন যেন একটা নূতন মানুষ। বনবিহারীর জন্ত যেন তাহার এতোটুকুও দুঃখ নাই। বন্ধু বলিয়া যে কেহ তাহাদের সংসারে ছিল, এমনটি মনে হয় না। বন্ধুর সমস্ত চিহ্ন যেন বিপিনের কাছ হইতে মুছিয়া গিয়াছে!

বিপিনের আগের অপেক্ষা পরিশ্রম আরো বাড়িয়াছে। আজকাল সে অনেক রাত্রি অবধি বসিয়া বসিয়া দড়ি কাটে। জাল বুনে। মাছ ধরিবার যন্ত্র তৈয়ার করে। কিরণ গালি দেয়। বিপিন একটু হাসিয়াই তাহা উপেক্ষা করে। যেন এরূপ করিবার তাহার নিতান্ত প্রয়োজন আছে; না করিলে তাহাদের চলিবেই না।

কিরণ সত্য সত্যই আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাহার স্বামীর এ হাড়ভাঙা খাটুনির কি প্রয়োজন আছে? দু'টা প্রাণীর এতো কি হইবে? একদিন রাত্রি প্রায় দুপুর পর্যন্ত বিপিন জাল বুনিতেছিল। কিরণ রাগিয়া গিয়া বলিল, "দিন দিন রাত জেগে শরীরের-কি ছিরি হ'চ্চে ভাখ। কেন, অত ক'রে কি হবে?"

বিপিন নীরবে একটু হাসিল, যেন সে একটা ষড়যন্ত্র করিতেছে, কিরণকে তাহা জানাইবে না।

বিপিনের হাসিতে কিরণ আরো বিরক্ত হইল, পাশে একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "কি হবে এতো খেটে? বেশ তো চ'লছে।"

বিপিন একটু হাসিয়া স্ত্রীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, "কি আর হবে? পয়সা হবে। জালটা বেচ্‌লে যেই চারটা টাকা পাই। এমনি ক'রে বুড়া বয়সের রোজগারটা তো ক'রে রাখ্‌তে হবে? যদিও বা একটা

বিপিন একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বাহির হইয়া গেল। বিপিন শুনিয়াছিল, নাকি পোয়াতি হইলে এমনি সব ইচ্ছা হয়। তাই সে তাহার বিস্ময়টাকে দূর করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বিপিন হাট হইতে ফিরিবার বেলা আল্‌তা কিনিয়া লইয়া আসিল, এবং মনে মনে ভাবিল, কিরণের আরো হয় তো কতো ইচ্ছা হইয়াছে— খাইবার, পরিবার।

কিরণের কিন্তু আদৌ আল্‌তা পরিবার সাধ হয় নাই। সে আল্‌তা আনিতে দিয়াছিল লক্ষ্মীর জন্য। লক্ষ্মী চুল বাঁধিতে আসিলে সে তাহাকে আল্‌তা পরাইয়া দিবে। লক্ষ্মীর ছোট ফর্সা পা দু'টায় আল্‌তা মানাইবে ভালো। বন্ধু নিশ্চয় খুসী হইবে।

বন্ধুকে খুসী করিবার জন্যই তাহার এতো ষড়যন্ত্র। দাদার উপর বন্ধুর রাগের মাত্রা যে খুব বেশী নয়, তাহা লক্ষ্মীর যাতায়াত হইতেই বুঝা যায়। যদি বা দাদার উপর রাগ থাকে, কিরণের উপর যে এতোটুকুও নাই, কিরণ তাহা জানে।

কিরণ কিন্তু আজ পর্যন্ত বন্ধুর সহিত কথা কহিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারিল না। কিরণের গন্ধ পাইলেই বন্ধু সরিয়া পড়ে। কিরণ বন্ধুর উপর রাগ করিবে, কি হাসিবে, খুঁজিয়া পায় না। কিরণ আজকাল মাঝে-মাঝে লক্ষ্মীদের বাড়ীতে আসে, অত্যন্ত চুপে-চুপে। ইচ্ছা, বন্ধুকে গ্রেপ্তার করিবে। কিন্তু বন্ধুর নাগাল পাওয়া ভারী কঠিন।

কিরণ সেদিন লক্ষ্মীকে আল্‌তা পরাইয়া দিয়া আবার লক্ষ্মীর সহিত দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, বন্ধু তাহার পায়ে আল্‌তা দেখিয়া কতো খুসী হইয়াছে, শুনিবার জন্য। পরদিন বিকালে লক্ষ্মী গা ধুইতে যাইবে

বলিয়া কিরণের কাছে আসিল। কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে লক্ষ্মী, তোর আলতা দেখে বনু কি ব'ল্‌ল ?"

"ব'ক্‌ল। ভারী বকে।"

"ব'কল !" কিরণ আশ্চর্য হইয়া গেল, "কেন রে ?"

লক্ষ্মী একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, "ভাসুরের পয়সায় আলতা প'রতে মানা।"

"এই কথা ?" কিরণ হাসিয়া বলিল, "বেশ, তার দাদা যে তাকে এত কাল পেলে-পুষে মানুষ কচ্ছে, তার দামটা মিটিয়ে দিতে বলিস্‌। তার বুঝি দাম লাগেনি ?"

কিরণ কথাগুলা হাসিয়া কহিলেও, তাহার মধ্যে একটা তীব্র ব্যথা যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা লক্ষ্মীর কাছে লুকানো ছিল না।

লক্ষ্মী বলিল, "সে কি শুদা যায় ?"

কিরণ বলিল, "কেন যাবে না ? তাকে একটিবার খালি আসতে বলিস্‌।"

—"বলি তো, যদি না আসে, আমি কি করব দিদি ?"

—"কি বলে ?"

—"বলে, তোমার ডাকে কেন আসবে ?"

—"আমি কি তার কেউ নয় ?"

একটা সূক্ষ্ম ব্যথার ছোঁয়া কিরণের সারা গায় শিহরণের মতো খেলিয়া গেল। লক্ষ্মী কিরণের চোখদু'টায় তাহারি একটু আভাস পাইয়া কথাটাকে একটু সহজ করিয়া লইবার ইচ্ছায় বলিল, "না, তা নয়। তবু রাগ তো তার দাদার উপর। তোমার উপর তো নয় ?"

কিরণ বলিল, "বেশ তাকে বলিস্, তাকে তার দাদা ডাকছে।"

—"সত্যি ?"

"সত্যি নয় তো কি? তুই যদি দেখ্‌তিস্‌ লক্ষ্মী, বনুকে উ কি ক'রে মানুষ কচ্ছিল, তবে বুঝতে পার্‌তিস্‌, উ কখনো তাকে না ডেকে থাক্‌তে পারে কি না। বনু তখন ছিল এই এতোটুকু, অকে অর দাদা সব সময় কোলে ক'রে রাখ্‌ত। এতোটুকু মাটিতে ব'স্‌তে দেয়নি। তার পর বড় হ'তেও কি কম কচ্ছে। এতোটুকু অসুখ করে তো আর সারা রাত্রি ঘুম নেই চোখে। ছাখো, চুপটি ক'রে মাথার কাছে ব'সে আছে। একটা ভালো জিনিস বাজার থেকে আন্‌লে, আগে অকে না দিয়ে খেতে পারেনি। এমন ভাই উ। আজ-অ কি পারে ছাই? মুখ ফুটে না, না হ'লে বুক ফেটে যায়। সে আমি সব বুঝি। অকে না দিয়ে একটা জিনিস মুখে দিতে বিষের মত লাগে। সত্যি লক্ষ্মী, উ যদি সে কথা জান্‌ত, তবে কি আজ এমন ক'রে আমার সঙ্গে কথা কয়নি? আমি তার কি কচ্ছি বল্‌তো?"

কিরণের চোখ দু'টি অশ্রুতে ভরিয়া আসিল। লক্ষ্মী নীরব নত মুখে বসিয়া রহিল। একবার নিজের স্বামীর উপর রাগ হইল। আবার ভাবিল, সে নিজেও তো একবার তাহাকে ভালো করিয়া বলিলেই পারে? দাদা যদি তাহার জন্ত ব্যাকুল হয়, বৌদিদি যদি তাহাকে আগের মতই ভালোবাসে, তবে তাহার আর এই কঠিন বিচ্ছেদের প্রয়োজন কি? আবার তাহারা মিলিবে। রচিবে নূতন সংসার, নূতন বন্ধন। লক্ষ্মী বলিল, "আজ আমি অকে ব'ল্‌ব। সত্যি দিদি, আমারও তোমার কাছে থাক্‌তে ভারী সাধ হয়। দাদার উপর আবার রাগ কিসের?"

—"সত্যিই তো, দাদার উপর আবার রাগ কিসের! না হয় দাদা দু'কথা ব'লেছে, তায় আর কি হবে? আবার ঘরে আস্‌বি, থাক্‌বি, দাদা কি তোকে তাড়িয়ে দিবে? এসে উ বলুক না একবার অর দাদাকে। দেখি, কই সে কি বলে? ব'ল্‌তে লাজ করে? নাই ব'ল্‌বি, আয় না তুই ঘরে। বোস্‌ না, দাঁড়া না। আপনি-ই সব চুকে যাবে।"

লক্ষ্মী বলিল, "আমি ব'ল্‌ব। দেখি, কি ব'লে।"

—"বলিস তো বোন্‌। সত্যি আমি যে আর সইতে পারিনে। বোনাকে অমন পর ক'রে রাখ্‌তে হবে, কোনোদিন এমন স্বপ্নেও ভাবিনি। কতো আদরের ভাই, কতো আদরের দেওর!"

লক্ষ্মী সেদিন সত্য সত্যই বন্নুকে বুঝাইয়া বলিল। বনবিহারী শুনিল কিন্তু বুঝিল না। লক্ষ্মী নিরুপায় হইয়া বিকালে কিরণকে তাহার অকৃত-কার্যতার কথা জানাইল, এবং স্বামীর একগুঁয়েমির জন্য তাহার নিন্দা করিল।

লক্ষ্মী বলিল, "তুমি একবার নিজে বলোনা দিদি।"

কিরণ কি ভাবিতেছিল, অন্যমনে বলিল, "হুঁ।"

—"তোমার কথা উ কখনো ঠেল্‌তে পারে?"

কিরণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। আজ সে পর। আজ তাহার কথার আবার কি মূল্য আছে? কিরণ তবু বলিল, "ব'ল্‌ব।"

কিরণ তো বলিবে, কিন্তু বন্নুর দেখা পাইলে তো!

কিরণ দু'একদিন বন্নুর সহিত দেখা করিবে বলিয়া ওৎ পাতিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু বন্নুকে কোনো দিনই নিরিবিলিতে পাইল না। কিরণ হতাশ হইল।

সেদিন কিরণ সকাল-বেলা ঘাটে নায়িয়া ঘরে ফিরিতেছিল, হঠাৎ তাহারই দিকে কাহাকে আসিতে দেখিয়া কিরণ একটু তাকাইল। বন্নু নয়? হ্যাঁ, সেই তো!

কিরণের কাখের কলসীর জল ছলাৎ-ছলাৎ করিয়া নাচিতেছিল। কিরণের একটু পা থামিয়া যাইতেই তাহার কলসীর জল নৃত্যে বাধা পাইয়া অভিমানে উচ্ছ্বসিত হইয়া কিরণের গায়ে পড়িল ও তাহার দেহ ভিজাইয়া দিল। কিরণ ধৃষ্ট কলসীটাকে কাখের উপর আবার শাসন করিয়া বসাইল।

বন্ধু একদম কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

কিরণের মনটা তাহার কোমরের কলসী লইয়াই ব্যস্ত ছিল, সে হঠাৎ বন্ধুর সহিত কথা কহিবে কি না, স্থির করিতে পারিল না। আর যদিই বা কথা কহে, তবে কি বলিয়াই বা সুরু করিবে, তাহাও খুঁজিয়া পাইল না।

বন্ধুও অন্যমনে কি ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল। সে কিরণকে এতো কাছে দেখিয়া জড়সড় হইয়া গেল এবং নীচের দিকে মুখ করিয়া দ্রুত পায় হাঁটিয়া পলাইল।

বন্ধু যখন কিরণকে পার হইয়া চলিয়া গেল, তখন কিরণ স্থির করিল, বন্ধুকে কি বলিলে ঠিক হইত। কিন্তু বন্ধু তখন বাঁধের বাব্‌লা-বনের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

কিরণের মনের মধ্যে কিন্তু বন্ধুর চিন্তা ক্রমশঃ জটলা করিয়া আসিতে লাগিল। কিরণ একটি মুহূর্তের জন্য মাত্র বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়াছিল। কিন্তু সেই একটি লজ্জা-বিহ্বল পলকেই বন্ধুর সমস্ত মনটা যেন কিরণ তাহার চোখের সুমুখে ফুটিয়া উঠিতে দেখিল। বন্ধু ছোট-বেলা হইতে কিরণের উপর কতবার রাগ করিয়াছে, কতবার আড়ি দিয়া কথা কয় নাই। কিরণ সে আড়ির মধ্যে কেমন একটা স্নিগ্ধ মাধুর্যের ছোঁয়া পাইত। কিরণ জানিত, এই অভিমানটুকু স্নেহের একটুকু অভিব্যক্তি মাত্র। আলো আছে, তাই এতোটুকু ছায়া পড়িলে সে ছায়া ভালোই লাগে। এ ছায়া আলোরই অভিব্যক্তি। কিন্তু যেখানে আলো নাই, সেখানের আঁধারটা বড় বিশ্রী, ভয়ঙ্কর। তাই বন্ধুর এই নীরবে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাওয়াটা কিরণের কাছে অতি বিশ্রী লাগিল। কিরণ জানিত, বন্ধুর আজকের ভাবটুকু শুধু অভিমান নয়, তাহার সঙ্গে অনেক তিক্ত ও বিষাক্ত মনোবৃত্তিগুলিও জড়াইয়া রহিয়াছে। আজ কিরণ বন্ধুকে দেখিয়া ভাবিল,

বন্ধু যেন সত্যই পর হইয়া গিয়াছে। কিরণ নিজের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত হইয়া বাড়ী ফিরিল।

কিরণের মনে হইল, বন্ধুর অপরাধ হইয়াছে। আশৈশবের এতো স্নেহ-মমতার প্রতিদান এই? কয়েক দিনের মধ্যেই সমস্ত ভোলা যায়?… বন্ধু অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।

বাড়ী ফিরিয়া কিরণ বিপিনকে বলিল, "সত্যি, বোনাটা আজকাল একেবারে মানুষ হ'য়ে গেছে।"

বিপিন একটা কাঠের ছোট চৌকিতে বসিয়াছিল। সে কিরণের কথাগুলা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। গুরুতর একটা কিছু ঘটিয়াছে। নইলে কিরণ কখনো বন্ধুর নামে অভিযোগ আনিবে না। একটু ভীতকণ্ঠে বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'লো আবার?"

—"কি আর হবে? ঘাটে গেছ্‌লাম,ফির্‌তি পথে দেখা হ'লো।"

—"কিছু ব'ল্‌লে বুঝি বোনা?"

—"কিছু না। মুখ হাঁড়ি-পানা ক'রে চ'লে গেল। মোরা কি তার কথা কইবার যোগ্যি লোক যে, সে মোদের সঙ্গে কথা কইবে! সত্যি কোনো দিন ভাবিনি, বোনা কখনো এমন হবে।"

বিপিন বুঝিল, বন্ধুর না কথা বলাটাই কিরণের রাগের কারণ। বিপিন একটু হাসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হাসিটার অর্থ কিরণ বুঝিল। বিপিন বলিতে চায়, বন্ধু যে কত অকৃতজ্ঞ ও ধূর্ত তা বিপিন অনেক দিনই বুঝিতে পারিয়াছে এবং সে কথা সে বার বার কিরণকে বুঝাইতে চাহিয়াছে। কিন্তু কিরণ কখনো তাহাতে মত দেয় নাই। বিপিনেরও যে দোষ আছে, এ কথা সে বার বার বলিয়াছে। আজিকার ঘটনায় যেন সে মতবাদটা সমূলে ধ্বংস হইয়াছে; তাই নিজের জয়লাভে বিপিন বিজ্ঞের মত একটু হাসিল। কিরণ এ হাসির অর্থ সম্যক্ বুঝিয়া কোনো মতে পরাজয় স্বীকার

করিয়া লইতে পারিল না। সে বিপিনের পাশ হইতে রান্নাঘরে পলাইয়া আসিয়া বন্টুর ব্যবহারের রীতিমত সমর্থন-যোগ্য কারণ অনুসন্ধান করিতে সুরু করিল।

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিরণ অবশেষে স্থির করিল, কথা না বলিয়া বন্টু খুব বেশী দোষ করে নাই। সে নিজেও তো কই কথা কহিতে পারিল না। বন্টুরও হয় তো তাহারই মতো কথা কহিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু লজ্জায় ও অভিমানে পারিতেছে না। কিরণের কাছে বন্টুর সেই হাঁড়িপানা মুখখানা ধীরে ধীরে ছায়ার মতো কোথায় মিলিয়া গেল। সেদিন বিকাল বেলা কিরণ বন্টুদের বাড়ী ছুটিল।

উনত্রিশ

বন্নুর আজ কোনও কারণে বাজার হইতে ফিরিতে দেরী হইয়াছে। বাজার হইতে ফিরিতে অন্যান্য দিন তাহার এতো দেরী হয় না। সে নাকি তাহার মামা-শ্বশুর হারাণের সঙ্গে নদীর ওপারে গিয়াছিল। একজন একটা ডিঙ্গি বিক্রি করিবে, তাহাই দেখিবার জন্য। লক্ষ্মী আর বন্নু দু'জনে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিয়াছে, একটা ডিঙ্গির নেহাৎ প্রয়োজন। এমনি করিয়া পরের ডিঙ্গিতে মাছ ধরিয়া যৎকিঞ্চিৎ ভাগ পাইয়া সংসারে উন্নতি করা একেবারে অসম্ভব। লক্ষ্মী নিজের গায়ের গহনা বেচিয়া টাকা দিতে চাহিয়াছে। তাই বন্নু একটা ডিঙ্গির সন্ধানে ফিরিতেছে।

রাত জাগিয়া জাগিয়া অনেক বেলা হইবার পর লক্ষ্মী চারটি ভাত খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বন্নু ফিরিয়া আসিয়া স্নান সারিলে লক্ষ্মী তাহাকে খাইতে দিয়া সম্মুখে বসিল। বন্নু প্রথমে ডিঙ্গির কথা পাড়িল। তাহা ফুরাইয়া গেলে, বন্নু কিরণের কথা পাড়িল।

—"আজ বৌ-এর সঙ্গে দেখা হ'লো।"

লক্ষ্মী উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিল, "দিদি তোমায় কি ব'ল্‌ল ?"

বন্নু বলিল, "কিছু না, মুখ ভার ক'রে চ'লে গেল।"

—"কথা কইল না ? তোমার উ মিছে কথা।"

লক্ষ্মী কিরণের মুখে অনেকবার শুনিয়াছে, কিরণ নাকি একটিবার তাহাকে হাতের কাছে পায় নাই। নইলে সে বন্নুকে নিশ্চয় বাড়ী ফিরিয়া

খাইতে বুঝাইয়া বলিত। কিন্তু আজ তাহাকে সুমুখে পাইয়াও যে সে কোনো কথা না বলিয়া মুখভার করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহা লক্ষ্মীর বিশ্বাস হইল না।

—"সত্যি। বৌও আমার উপর ভারী চটা।"

লক্ষ্মী উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। সে তাহার দিদি বা স্বামী কাহাকেও অবিশ্বাস করিতে পারে না।

হঠাৎ সশব্দে সাম্‌নের দরজাটা খুলিয়া গেল।

লক্ষ্মী ও বনু চাহিয়া দেখিল, কিরণ।

কিরণ দু'জনের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। বনু সে হাসি যেন সহ্য করিতে পারিল না। এ হাসিতে যেন তাহার কোনো অধিকার নাই। সে অধিকারহীন তস্করের মত মাথা হেঁট করিয়া কোনো মতে ভাতগুলা মুখে গুঁজিয়া যাইতে লাগিল। বনু ভাবিয়াছিল, বৌ লক্ষ্মীর কাছে আসিয়াছে। অতএব রান্নাঘরে গিয়া তাহারা এখনি কথা সুরু করিবে। কিন্তু কিরণ রান্নাঘরে গেল না। লক্ষ্মীর পাশেই বসিয়া পড়িল। বনু একবার গোপনে মুখ তুলিয়া চাহিতে গিয়া ধরা পড়িয়া গেল। সকালে কিরণের মুখে যে ভাবটুকু ছায়ার মতো জড়াইয়াছিল, এখন আর তাহা এতোটুকুও নাই। কিরণের মুখখানি বেশ হাসিমাখা। বনু কিরণের হাসি দেখিয়া আরও মাথা হেঁট করিল।

লক্ষ্মী বুঝিয়াছিল, কিরণ কি অভিসন্ধি লইয়া আসিয়াছে। একটু পূর্বে তাহার স্বামী যে কথাগুলি বলিয়াছিল, তাহা যে কতো অমূলক, তাহা বুঝিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। ধীরে ধীরে মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটিতে লাগিল। কিন্তু কেহ কোনো কথা কহিল না।

খানিক বাদে কিরণ কহিল, "হ্যাঁ বনু, সত্যি কি তোর দাদা-বৌদিদিকে ভুলে গেছিস্?"

বন্টু তেমনি নতমুখ থাকিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, "কেন ভুল্‌ব ?"

—"তবে আর কতদিন এমনি রাগ ক'রে থাক্‌বি ভাই ? দাদা একবার ব'কল ব'লে কি তার উপর চিরদিন রাগ ক'রে থাক্‌তে হয় ? সে যে কি দাদা তুই তো জানিস বন্টু। তোর জন্যে যে তার কতো দুঃখু, সে আমি আর ভগবান ছাড়া কেউ জানেনি। কতো ভালবাসে সে তোকে ! তোকে ঘর থেকে তাড়িয়ে তার ঘর কি আর ঘর আছে ? শ্মশান হ'য়ে গেছে।"

কিরণ একটু থামিল। তাহার গলাটা গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। তাহার চোখের কোণেও জলের আভাস। বন্টু তেমনি নতমুখে ভাত খাইয়া যাইতে লাগিল, কোনো কথা কহিল না। তাহার সমস্ত দেহের মধ্যে একটা অব্যক্ত অনুভূতির স্রোত বহিয়া যাইতেছে।

লক্ষ্মী দু'জনের মধ্যস্থ হইয়া কথা বলিল, "দিদি তোমায় ডাক্‌তে আস্‌ছে, তুমি যাবে তো ?"

—"না যাবে কেন শুনি ? সেখানে কি অর কিছু নেই ? দাদা না হয় মুখে ডাকেনি। কিন্তু তাই ব'লে কি সে তোকে পর ক'রে দিতে পারে ? রাত দিন যে সে কি আগুনে পুড়্‌ছে, সে আমি একলা জানি। সে কি আর মানুষ আছে যে, তোকে এসে ডাক্‌বে ?"

কিরণ একটু থামিল। তাহার আঁখিপক্ষ্ম দু'টি অশ্রুতে ভিজিয়া উঠিল। কিরণ বলিল, "বল্‌ বন্টু, তুই যাবি ? নেই বা ডাক্‌ল দাদা ? আমি কি তোর কেউ নয় রে ? আমি কি তোকে খাওয়াই-নি, পরাইনি, এতোটুকুও আদর-যত্ন করিনি ? তোর দাদাই তোর নিজের, আর আমি তোর একেবারে পর ? দাদা ডাকেনি ব'লে যাবি নে, আর আমি যে রাত দিন কেঁদে মরি, সে কি কিছু নয় ?"

কিরণ সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল।

লক্ষ্মী ব্যথিত হইয়া বলিল, "ছি দিদি, তুমি কাঁদছ?" পরে বনুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, "বল না দিদিকে, তুমি ঘরে যাবে। নেই বা গেলে একেবারে। একবার আধবার যেতে দোষ কি? দিদি এমন ক'রে কাঁদ্‌তেছে। না গেলে আরও কাঁদ্‌বে।"

বনু ছোট গলায় বলিল, "কাঁদ্‌বার কি আছে?"

লক্ষ্মী বলিল, "তুমি যাবে ব'ল্‌লেই তো, দিদি আর কাঁদে না। বল যাবে?"

কিরণ অশ্রুসিক্ত গলায় বলিল, "বল্‌ যাবি? আমাকে কথা দে?

বনু আগের মতোই ছোট গলায় বলিল, "যাব।"

কিরণের অশ্রুসিক্ত চোখদু'টিতে হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিরণ আকুল-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি যাবি ভাই?"

—"যাব।"

—"আজই?"

—"হ্যাঁ।"

কিরণের আনন্দ আর ধরে না। উন্মত্ত ঝরণার ধারা পাষাণের বন্ধন ও বাধা নাশ করিয়া বহিতে সুরু করিয়াছে! কিরণের অতীতের সমস্ত স্নেহ ও মমতা একটি মুহূর্তের মধ্যে কুসুমিত হইয়া উঠিল। বনুর বুকের মধ্যেও এমনি একটা অবোধ্য অনুভূতির আকুলতা। লক্ষ্মী দু'জনের মুখের দিকে চাহিল। বনুর মুখখানি তখনো নত। লক্ষ্মী কিন্তু যেন আন্দাজে বুঝিল, সেখানে আনন্দের আলো লাগিয়াছে। আর কিরণের তো কথাই নাই। তার অশ্রুসজল মুখে আনন্দের আশীর্বাদ, সে যেন ভোরের শিশির বিন্দুতে সূর্যরশ্মির স্বর্গীয় স্পর্শ! লক্ষ্মীও আনন্দের স্পর্শ পাইল। কিরণ বনুকে সঙ্গে লইয়া তবে বাড়ী ফিরিল।

বিপিন কোথায় পাড়ার দিকে বাহির হইয়াছিল। বন্নুর কেমন সঙ্কোচ হইতেছিল। কিন্তু দাদা ঘরে নাই দেখিয়া তাহার সে সঙ্কোচটুকু কাটিয়া গেল। এতোদিন পরে বন্নু তাহার চির-পুরাণো ঘরখানির মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া মনে মনে সত্যই ব্যথিত হইল। এই ঘরখানির প্রতিটি বস্তুতে যেন স্নেহের পরাগ লাগিয়া আছে। তাহা সত্ত্বেও এতোদিনের পুরাণো ঘরখানি যেন তাহার কাছে অপরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে। এখানে তাহার অধিকার যেন পদে পদে ব্যাহত, সংযত। মাত্র কয়েক মাস পূর্বে যেখানে নিজের অধিকার পরিপূর্ণভাবে বজায় রাখিয়াছে, সেখানে সে যেন আজ পর। কিন্তু কে তাহাকে এমনি পর ও অপরিচিত করিয়া দিল? আজ সে ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তবু সবটুকু ফিরিয়া পাইতেছে না কেন?

কিরণ আগের মতোই সহজভাবে বন্নুর সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু বন্নু কোনো মতেই সেই সহজ সাবলীল ভাবটুকুর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারে নাই। কোথায় যেন বাধা। সমস্ত পরিচয়ের মধ্যে যেন একটা অপরিচয়ের ছায়া।

কিরণ বন্নুকে সামনে বসাইয়া এটা ওটা নানা কথাই পাড়িতে লাগিল। এতোদিনের না-বলা কথাগুলি যেন এক দিনে সব শেষ করিয়া লইবে। কিন্তু বন্নু কোনো কথাই কহিতে পারিতেছে না। সে শুধু হ্যাঁ কি না দিয়াই সারিতেছে। হঠাৎ বন্নু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। বন্নু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এবার যাই বৌ।"

বন্নুর পলাইবার কারণটা কিরণ বুঝিতে পারিয়াছিল। বিপিন পাড়ার দিক হইতে ফিরিয়া আসিয়া গলা খাঁকারি দিতেছে।

কিরণ হাসিয়া বলিল, "বোস্ না তুই। দাদা কি তোকে খেয়ে ফেল্‌বে নাকি?"

কিরণ বনুকে হাতে ধরিয়া আবার বসাইয়া দিল। বনু দ্বিধার সহিত নীরবে বসিয়া রহিল। বিপিন ঘরের মধ্যে আসিতেছিল, হঠাৎ বনুকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। বনু! বিপিন তাহার চোখদু'টাকে প্রসারিত করিয়া দেখিল, সত্যই তো বনু। বিপিন কিছুই বুঝিতে পারিল না। মাত্র আজ সকালে কিরণ বনুর সম্বন্ধে এমনি একটা মন্তব্য করা সত্ত্বেও বিকালে হঠাৎ বনু এখানে কেমন করিয়া আসিল? বিপিন কিছুই বুঝিল না, কোনো কথাও বলিল না, বাহিরে আসিয়া একটা চৌকিতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আরও অনেকক্ষণ কিরণের সহিত কথা কহিয়া বনু বিদায় লইয়া বাড়ী ফিরিল। বনু পথে নামিতেই বঙ্কার সহিত দেখা হইয়া গেল। বঙ্কা অবাক্ হইয়া বলিল, "কিরে, কথা গেছ্‌লি? এরি মধ্যে দাদার সঙ্গে মিট্‌মাট হ'য়ে গেল নাকি?"

বনু বলিল, "কি করি ভাই! দাদা বৌদিদি অত ক'রে ডাকে। যাক্, আর ঝগড়াঝাটি ক'রে কি হবে? কি বলিস্?"

—"হুঁ। তোর দাদার টেক্‌টা আর তাহ'লে নেই, কেমন? উঃ, কি কথা! অমন ভাইয়ের মুখ আর দেখ্‌বে না। দেখা হ'ক্, দু'টা কথা শুনিয়ে দিব। ভারী ফড়ফড়িয়েছিল!"

—"না ভাই, কিছু বলিস্ নে।" বনু ভীত হইয়া উঠিল। দাদা তাহাকে ডাকে নাই, অথচ সে দাদার বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে, এ কথাটা বঙ্কার কাছে স্বীকার করিতে বনুর কেমন যেন বাধিল, তাই বৌদিদির সঙ্গে দাদার নামটাও করিয়াছিল। কিন্তু বঙ্কার কথায় বনু ভয় পাইয়া গেল। বঙ্কা আর জগা যেন তাহার দাদাকে কোনও মতে চোখে দেখিতে পারে না। তাহার সহিত এতোটুকু ঝগড়া করিতে বা তাহাকে দু'একটা কথা শুনাইয়া দিতে পারিলে যেন তাহাদের তৃপ্তি।

বন্নুর কথায় বক্কা বলিল, "কেন, ভয়টা কিসের? সে ভয় তোরা ক'র্‌তে পারিস্। কিন্তু আমরা ভয় ক'র্‌তে যা কেন, শুনি? হুঁ, তিনু বারিকের ছেলে তেমন বাচ্চাই নয়।"

বক্কা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

বন্নু বাড়ী ফিরিল।

ইহার পর হইতে বন্নু যখন তখন দাদার বাড়ী আসে। কিন্তু আজ পর্যন্তও বন্নুর সহিত দাদার কথা হয় নাই। বিপিনকে দেখিলে সে এড়াইয়া যায়। দাদাকে লুকাইয়া লুকাইয়া আজকাল এখানে আসিতে বন্নুর বাধে না। বিপিনও বন্নুর সম্বন্ধে একেবারে নির্বিকার। কিরণও বিপিনকে বন্নুর কথা কিছুই বলে নাই। সে যেন হারাণো সম্পদগুলি আবার ফিরিয়া পাইয়াছে। বিপিনের সহিত বন্নুর কথা কহা বা না কহাও যেন একটা গুরুতর সমস্যা নয়। আজ কথা হয় নাই, কাল হইবে।

ত্রিশ

কয়েক দিন আগে হইতেই কিরণ এক দিন বন্ধুকে আগের মতো পাশে বসাইয়া খাওয়াইবে বলিয়া মনে মনে ভাবিতেছিল। বিপিনকে এ কথাটা বলি বলি করিয়াও বলে নাই। বিপিনের এই চুপচাপ নিরপেক্ষতা দেখিয়া কিরণ সাহস করে না। এতো দিন বন্ধু তাহাদের বাড়ী আসিয়াছে, অথচ বিপিন তাহার সম্বন্ধে কোনো কথা বলা দূরের কথা, তাহার নামটাও ধরে না। বিপিনের হাবভাব দেখিয়া মনে হয়, সে যেন বন্ধুকে দেখিয়াও দেখে নাই। বন্ধুর যাতায়াতে বিপিন মনে মনে খুসী হইয়াছে, কি রাগিয়া গিয়াছে, তাহা কিরণ আজও স্পষ্ট বুঝিতে পাবে না। কিরণের মনে হয়, সে খুশী না হইয়া পারে না। কিন্তু পরক্ষণেই বিপিনের গাম্ভীর্য দেখিয়া সে ভীত-হইয়া উঠে।

আজ ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়া কিরণ সাহসে ভর করিয়া বিপিনকে বলিল, "বড় মাছ পড়েনি ?"

বিপিন আশ্চর্য হইয়া বলিল, "কেন ?"

কিরণ সোজাসুজি কারণটা তুলিতে পারিল না। পাছে দু'চার পয়সা খরচের অজুহাতে বিপিন বন্ধুর এই যাতায়াতের জন্য চটিয়া যায়। সে একটু থামিয়া বলিল, "একটা মাছ ধরে আনো না ?"

বিপিন বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি হবে ?"

—"ভারী খেতে ইচ্ছা করছে, অনেক দিন খাইনি।"

বলিয়াই কিরণ কাজ করিতে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। বিপিন মনে মনে না হাসিয়া পারিল না।

বিপিন সকালে সকলের সহিত নদীতে মাছ ধরিয়া বাজার হইতে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিল। কিরণ ভারী আশা করিয়াছিল, বিপিন আজ একটা মাছ লইয়া আসিবেই আসিবে। বিপিনের সাড়া পাইয়া কিরণ তাই ছুটিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, কোথায় মাছ, বিপিন এক তাড়ী খড় উঠানে ফেলিয়া দাবার উপর চুপচাপ বসিয়া আছে।

বিপিন অনেক সকাল সকাল ঘরে ফিরিয়াছে। মাছ না দেখিয়া কিরণ হতাশ হইয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত সকাল সকাল যে?"

বিপিন কিরণের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। পরে বলিল, "তাড়াতাড়ি মাছ বেচা হ'য়ে গেল। মিছামিছি বাজারে ব'সে থাক্‌ব কেন?"

—"মাছ আনোনি বুঝি?"

—"না।"

বিপিন আবার একটু হাসিল।

কিরণ সে হাসির তাৎপর্য বুঝিল না, মনে মনে ক্ষেপিয়া গেল। মুখ-খানা ভার করিয়া বলিল, "খড় কি হবে? মিছামিছি পয়সা নষ্ট।"

বিপিন কিরণের মুখের পরিবর্তনটা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কৌতুক অনুভব করিয়া পরে বেশ গাম্ভীর্যের সহিত বলিল, "বিপিন বারিক কি আর বোকা যে, পয়সা দিয়ে কিন্‌বে? পেলা-দাদাকে খড় চেয়েছিলাম সেই পৌষ মাসে। আন্‌ব আন্‌ব ক'রে আর আনা হয়নি। তাই আজ বলি আস্‌বার বেলা মাথায় ক'রে নিয়ে যাই। কথায় বলে, দেওয়া অন্ন ছাড়তে নেই। পেলা-দাদা ব'ল্‌ল নাকি পাঁচগণ্ডা খড় আছে। বিশ্বাস হয়নি। খুলে ছাখ দেখি বউ। ব্যাটা যে ধড়িবাজ! দিবে এক, কইবে আর।"

কিরণ মনে মনে একটু রাগিয়াই ছিল, বিপিনের কথায় বলিল, "কি লাভ তার শুনি? ই তো আর বেচা খড় নয়, যে কম খড় দিয়ে বেশী ব'লে বেশী পয়সা পাবে।"

—"তুই জানিস্‌নে বউ। ব্যাটা যে চালাক, কম জিনিষ দিয়ে একটু বেশী নাম পেয়ে গেল। ব্যাটার কি কম বুদ্ধি! গ'ণে ত্থাখ না একবার।"

কিরণ বিপিনের কথাটা আর অবহেলা করিতে পারিল না। পারা তাহার অভ্যাসের বাহিরে। সে খড়গুলার তাড়া খুলিয়া গুণিতে সুরু করিল।

হঠাৎ খড় নাড়িতে নাড়িতে কিরণ চমকিয়া থামিয়া গেল। খড়ের মধ্যে রূপার মতো কি চক্ চক্ করিতেছে। কিরণের সমস্ত দেহের মধ্যে একটা পুলকের শিহরণ খেলিয়া গেল। সে ক্ষিপ্রহস্তে খড় নাড়িয়া ফেলিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে কিরণের ডাগর চোখ দু'টি আনন্দে আরও ডাগর হইয়া গেল।

কিরণ হর্ষ-বিকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "মাছ? এই তো মাছ! মিছা কথা ব'ললে কেন?" কিরণ মাছটা হাতে ঝুলাইয়া হাসিতে হাসিতে ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গেল। আনন্দ তাহার দু'টি কারণে হইয়াছিল। একটি, সে তাহার আশাতিরিক্ত সুন্দর একটি মাছ পাইয়াছে। অপরটি, তাহার স্বামী তাহার সহিত রসিকতা করিয়াছে।

বিপিনও কিরণের পিছনে পিছনে আসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল। কিরণ মাছ লইয়া বঁটি পাড়িয়া কাটিতে বসিয়া গিয়াছে। বিপিন রান্নাঘরে আসিতে কিরণ তাহার দিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিল। হাসিয়া আনন্দের আতিশয্যে বলিল, "কতো বড়ো মাছ!"

বিপিন চুপি চুপি বলিল, "তাড়াতাড়ি কুটে ফ্যালো। কেউ না যেন জান্‌তে পারে।"

মাছের আঁশ তুলিতে তুলিতে কিরণ বলিল, "জান্‌লেই বা। লুকো-ছাপা নাকি ?"

বিপিন প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ করিয়াই বলিল, "হ্যাঁ, লুকো-ছাপা বইকি।"

কিরণ তবুও বিপিনের কথাটা কাণে তুলিল না। বলিল, "আমার ভাগের মাছ বিক্রি না ক'রে যদি আমি ঘরে খাই, লোক তাতে ব'ল্‌বে কেন ? আমার ছাগল আমি যেমন ইচ্ছে কাটব। বেশ ক'র্‌ব।"

বিপিন বিব্রত গলায় বলিল, "না না, বেশ করব নয়। কেউ জান্‌তে পারলে ভারী খারাপ হ'বে। এটা ভাগের মাছ নয়, আমি চুরী ক'রে আন্‌ছি।"

কিরণ স্বামীর মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইল। তাহার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এত বড় মাছটাকে সকলের চোখে ধূলি দিয়া তাহার স্বামী কেমন করিয়া চুরী করিল ?

কিরণ বলিল, "চুরী ? এত বড় মাছ এই দিন দুপুরে কি ক'রে চুরী ক'র্‌লে বলো দেখি ! ওমা, কি সাহস তোমার ! কেউ যদি দেখে ফেল্‌ত ?"

কিরণের গলায় একটু ভীতির আভাস পাইয়া বিপিন না হাসিয়া পারিল না।

বিপিন একটু হাস্যের সহিত আত্মপ্রসাদের সুরে বলিল, "ইস্‌, দেখল আর কি !"

কিরণ মাছ কাটা বন্ধ করিয়া স্বামীর মুখের পানে তাকাইল। তাহার চোখের দৃষ্টিতে শাসন, বিস্ময় ও গৌরব এক সঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাছে পুনরায় তাহার স্বামী কবে এমনি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া যাইবে, তাই শাসন ; কেমন করিয়া তাহার স্বামী এতো লোকের সুমুখ হইতে এতো বড়ো একটা মাছ চুরী করিল, তাহা ভাবিয়া বিস্ময় ; তাহার স্বামী এতো বড়ো চালাক, বুদ্ধিমান ও বাহাদুর, তাহা ভাবিয়া গৌরব।

বিপিন কিরণের মুখের দিকে একটু তাকাইয়া বলিল, "এমন চুরী ক'রব যে ধ'রে ফেল্‌বে? তেমন চুরী আমি করিনি!"

কিরণ বলিল, "কি ক'রে এত বড় মাছটা সরালে বল তো?"

কিরণ মাছের মাথাটা কাটিবার জন্য মাছটা্কে বঁটির উপর সজোরে ঘসিতে লাগিল।

বিপিন বলিল, "জাল টান্‌তে টান্‌তে বাঁধের ধারে যেমনি জাল এলো, অমনি আমি জালের ঘাইটা মাটির সঙ্গে চেপে ধ'রে হাতড়ে দেখ্‌লাম, মাছ কোথা আছে। মাছটা হাতে লাগাও যা, অমনি মাছটাব গলা মুচড়ে মেরে পাঁকে পুঁতে দিলাম। বাস্‌। তারপর বাজার ফেরৎ আসবার বেলা তুলে' পেলাদাদার কাছে খড় চেয়ে তার মধ্যে লুকিয়ে ঘরে আন্‌লাম। কে জান্‌বে, কার বাবার সাধ্যি! পেলাদাদাও কি জানে ছাই! মিছামিছি ভাগের মাছ এনে পয়সা নষ্ট ক'র্‌ব কেন? সেই পয়সা হ'লে একখানা কাপড় বা এক পুয়া তেল হবে। অত বড় মাছটা রাঁধ্‌তেও তো তেল যাবে?'

কিরণ পেরেকে ঝুলানো সরিষা তেলের বোতলের দিকে তাকাইয়া কহিল, "সত্যি এতোটুকুও তেল নেই। একেবারে বাড়ন্ত।"

বিপিন নিজেই তেলের বোতলটা পেরেক হইতে নাধাইয়া লইয়া বাজারের উদ্দেশে বাহির হইল। কিরণও মাছ কুটিয়া লক্ষীর বাড়ীর দিকে চলিল। বন্ধু আর লক্ষীকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে।

একত্রিংশ

কিরণের নিমন্ত্রণে বন্নু প্রথমে কোনো মতেই রাজি হইতে চাহিল না। সে দাদার ওখানে লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতে আসে বলিয়াই যে আজও নেহাৎ বেহায়ার মত খাইতে যাইবে, এমন কখনো হইতে পারে না।

কিরণ বলিল, "বেহায়ার মত কেন? তোর দাদাই তো তোকে ডাক্‌তে ব'লেছে।"

কিরণ এ মিথ্যা কথাটা না বলিয়া পারিল না। বন্নু বলিল, "দাদা ডাক্‌ছে? মিছে কথা।"

"সত্যি বন্নু, তুই তোর দাদাকে কি ভাবিস্ বল্ দেখি? তুই ভাবিস্, সে তোকে ভালোবাসে না। তুই যদি তাকে চিন্‌তে পার্‌তিস বন্নু, তবে দেখ্‌তিস, তোর দাদা মানুষ নয়, ঠাকুর দেব্‌তার মত।"

বন্নুর এই একটা খেয়াল কিরণের এতো আশা ও পরিকল্পনাকে একেবারে নষ্ট করিয়া দিবে, কিরণ তাহা কোনো মতে সহ্য করিতে পারিল না। কিরণ জানিত, যদি এখানে বিপিনের নামে কিছু বলিয়া যায়, তবে তাহা কেহ শুনিতে আসিবে না বা বন্নুও তাহার দাদাকে বলিতে যাইবে না।

কিরণ বলিল, "চল্ লক্ষীটি, তোর দাদা না হ'লে রাগ ক'রবে। তুই খেতে যাবি ব'লে, এই রোদে সে দোকানে গেছে। সে জানে তুই কখ্‌খনো না ব'ল্‌বিনে।"

বন্নু সন্দিগ্ধসুরে বলিল, "দাদা ডাক্‌ছে? সত্যি?"

আশায় ও উৎসাহে কিরণের মুখখানা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কিরণ বলিল, "হ্যাঁরে, সত্যি, মিছা কথা নয়।"

কিরণ ফস্ করিয়া আর একটা মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিল, "হ্যাঁরে, সে-ই তো দোকান যাবার বেলা এখানে পাঠিয়ে দিয়ে গেল। যাবি তো? তুই আর লক্ষ্মী, দু'জনে, কেমন?"

লক্ষ্মী জানিত বন্ধু কিরণদের ওখানে যাতায়াত করিলেও সে খাইতে কোনো মতেই যাইবে না। তাই সে রান্নাঘরে ভাত রাঁধিবার হাঁড়িতে জল তুলিয়া কিরণ আর বন্ধুর কথাবার্তাগুলি কাণ পাতিয়া শুনিতেছিল। দাদা ডাকিয়াছে বলিতেই যে তাহার স্বামী এতো সহজে মত করিয়া যাইবে, তাহা তাহার ধারণা ছিল না। কথাটা কাণে আসিতেই লক্ষ্মী উনানের জলন্ত কাঠটা নাড়িয়া নিবাইয়া দিল।

বন্ধু যে কিরণদের বাড়ীতে খাইতে অমত করিবে, তাহা কিরণের যে একটু আধটুকু মনে হয় নাই, এমন নয়। বন্ধুর মত পাইয়া কিরণ ছুটিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ভাত রাঁধিসনে লক্ষ্মী।"

লক্ষ্মী একটু হাসিয়া বলিল, "সে আমি শুনছি।"

কিরণ লক্ষ্মীর পাশে বসিয়া পড়িয়া লক্ষ্মীকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া একটা চুমু খাইয়া বলিল, "তুইও যাবি তো বোন?"

লক্ষ্মী কিরণের বুকের ভিতর হইতে নিজেকে উন্মুক্ত করিয়া লইল, বলিল, "যাব গো।"

কিরণের আর একটি মুহূর্তও নষ্ট করিবার উপায় ছিল না। বন্ধু আর লক্ষ্মী খাইতে যাইবে। বন্ধুকে সে কতো দিন খাওয়ায় নাই। আর লক্ষ্মী তাহার নূতন-বৌ, সেও তাহার হাতের রান্না কোনো দিন খায় নাই। কিরণ ছুটিয়া ঘরে ফিরিল। বিপিন তেল, নুন, মশলা সব লইয়া আসিয়াছিল, কিরণ কোমরে কাপড় জড়াইয়া রান্নায় লাগিল। কিরণ গোটা চারেক

তরকারী করিয়া ফেলিল। আজ তাহার কাজের মধ্যেও যেন একটা নেশা!

কিরণ যে বন্নু ও লক্ষ্মীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিল, একথা বিপিন জানিত না। বিপিন হাটবাজার করিয়া দিয়া আবার পাড়ার দিকে বাহির হইয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া আবার দোকানে গেল। পাড়ার সীমান্ত-প্রদেশে শিবু বেনের মুদী-দোকান। শিবু তাহার বাপঠাকুরদাদার আমলের দোকানটি আজও চালাইয়া আসিতেছে। লাভ ক্ষতি যে কি করিয়া কতটা হয়, তাহা শিবুর জানা নেই, তবে এই দোকান হইতে তাহার সংসারের ব্যয় চলিয়া যায়।

শিবুর সহিত বিপিনের খুব বন্ধুত্ব; সময়ে-অসময়ে শিবুর দোকানের বাঁশের বেঞ্চিটি মাড়িয়া বিপিন আসিয়া বসে ও শিবুর কল্‌কেয় টান দিয়া বেশ মশগুল্ হইয়া উঠে। কিরণের রান্না-বান্না করিতে আজ হয় তো একটু দেরী হইবে ভাবিয়া বিপিন শিবুর দোকানে আসিয়া হাজির হইল। শুধু বিপিন যে এই দোকানে একলা আসে, তাহা নয়। পাড়ার অনেকেই আসে। বিগিন শিবুর সহিত গল্প করিতেছিল এবং ছিলিমের পর ছিলিম তামাক পুড়িতেছিল, এমন সময় বঙ্কা ও জগা আসিয়া হাজির।

বঙ্কা ও জগার আগমন দেখিয়া বিপিন কল্‌কেয় জোর জোর টান্ দিতে লাগিল।

এদিকে কিরণের রান্নাবান্না সব শেষ। এখনো বিপিন ফিরে নাই; একটু আগে লক্ষ্মী ও বন্নু আসিয়াছে। বিপিন এখনো ঘরে ফিরে নাই দেখিয়া বন্নুর জড়িত ভাবটা অনেকটা কাটিয়া গেল। বিপিন আসিবার আগেই যাহাতে সে খাইয়া পলাইতে পারে, তাই কিরণকে বলিল, "খেতে দাও বৌ, ভারী খিদে লাগ্‌ছে।"

কিরণ এক প্রকার প্রস্তুত হইয়াই ছিল। সে রান্নাঘরে একটা চাটা পাতিয়া বন্নুকে খাইতে দিল। বন্নু খাইতে খাইতে পাতে এতো বড় মাছের টুক্‌রা দেখিয়া বলিল, "এত বড় মাছ কোথা ছিল বৌ?"

কিরণ বলিল, "তোর দাদা আন্‌ছিল।"

বন্নুও মাছ ভাগের সময় ছিল; বিপিনের ভাগে একটা বড় মাছ পড়িয়াছিল বটে। বন্নু বলিল, "এতো বড় মাছটা না বেচে শুধু শুধু নষ্ট ক'রে কি হ'লো? এই একটা মাছ তো মোটে দাদার ভাগে প'ড়েছিল।"

কিরণ বন্নুর পাশে বসিয়া পড়িয়া প্রায় চুপি চুপি গলায় বলিল, "কাউকে বলিস্‌নে ভাই, তোর দাদা এটা চুরী ক'রে আন্‌ছে।"

বন্নু অবাক্ হইয়া বলিল, "চুরী ক'রে?"

—"হ্যাঁ। মাছ ধরবার বেলা নাকি পাঁকে পুঁতে রাখ্‌ছিল। তার পব বাজার ফেরৎ তুলে আন্‌ছে।"

দাদা যে এসব দিকে ওস্তাদ বন্নুর তাহা জানা ছিল। বন্নু খাইয়া চলিল।

এমন সময়ে বাহিরে বিপিনের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "বৌ, অ বৌ!"

কিরণ বন্নুকে আবার ভাত দিতে আসিয়াছিল। বিপিনের এই উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার হাতের থালাটা কাঁপিয়া উঠিল। সে বন্নুকে চারটি ভাত দিয়া কোন রকমে থালাটা রান্নাঘরে ফেলিয়া রাখিয়া ভীতিবিহ্বল ভাবে বাহিরে ছুটিয়া আসিল।

বিপিন কিরণকে দেখিয়াই ফাটিয়া গেল, "তুই মাগীই তো সব অনাছিষ্টির মূল!"

কিরণ দেখিল, বিপিনের চোখে-মুখে এক অস্বাভাবিক ভাব। তাহাব সারা গায় দর দর করিয়া ঘাম বহিতেছে। মাথার চুলগুলা কপালে ঘামেব সহিত মিশিয়া মুখের উপর জটলা করিতেছে। কিরণ বিপিনের মুখে এ রকম কথা কোনো দিন শোনে নাই। সে ভয়ে ও বিস্ময়ে স্বামীর মুখের

দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। তাঁহার মুখ দিয়া ছোট দুইটি কথা বাহির হইল, "কি হ'ল ?"

বিপিন কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "কি হ'ল! সোহাগ আর ধরেনি! কেন বোনাকে ডাক্‌তে গেলি তুই ? সে আমার বাড়ী না এলে কি আমার ব'য়ে গেছ্‌ল ? শয়তান! পাজী! হারামজাদা! সাত-জন্ম অমন ভাইয়ের মুখ না দেখ্‌লেও ব'য়ে যায়নি।"

কিরণ ছুটিয়া আসিয়া বিপিনের পাশে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি বলিল, "চুপ কর না ; তোমার পায়ে পড়ি। শুন্‌তে পাবে যে!"

কিরণের কণ্ঠস্বরে আকুলতা ফুটিয়া উঠিল। বিপিনের রাগ তাহাতে এতোটুকুও কমিল না। সে তেমনি গলায় বলিল, "কে শুন্‌তে পাবে ? শুনুক না সবাই। আমি কি লুকিয়ে-চুরিয়ে বলি নাকি! সে আবার বলে, আমি নাকি তাকে তোষামুদি ক'রে তেল দিয়ে ডেকে আন্‌ছি। জগা বঙ্কা আমার মুখের উপর শুনিয়ে দিল।"

কিরণ আর্ত্ত গলায় বলিল, "চুপ করো। খেতে ব'সেছে যে!"

কিরণের গলার সুরে একটা কান্নার আওয়াজ ফুটিয়া উঠিল। বিপিন বলিল, "কে খেতে ব'সেছে ?"

—"বন্ধু, ওগো বন্ধু ; তুমি একটু চুপ করো। তোমার পায়ে পড়ি, একটু চুপ কর।"

আগুনে ঘি পড়িল। বিপিন জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "বোনা ? কোথা সে শয়তান! আজ ঘা কয় দিব তাকে। আমারি বুকে ব'সে, আমারি বুকে ছুরি বসাবে! দেখি আজ কে তাকে বাঁচায়! বঙ্কা না জগা, কার বাপের মুরোদ আছে দেখি।"

বিপিনের উন্মত্ত ভাব দেখিয়া কিরণ প্রথমে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সত্যই যখন কিরণ দেখিল যে, বিপিন রান্নাঘরের দিকে আগাইয়া যাইতেছে,

তখন কিরণ বিপিনের হাত দু'টা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "তুমি কি পাগল হ'লে ?"

বিপিন কিন্তু কিরণের বাধা মানিল না। কিবণেব হাত দু'টা ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, "অনেক সইছি। আজ আমি একবাব দেখ্ব।"

কিরণ যখন দেখিল, বিপিন আজ সত্যই একটা অনর্থ না বাধাইয়া যাইবে না, সে বিপিনেব পা দু'টা আঁকড়াইয়া ধবিয়া বলিল, "আমাকে আগে খুন কর। তারপর তুমি বোনাকে মেরো।"

কিবণ কাঁদিতেছিল। বিপিন কিবণকে এরূপ অবস্থায় ঠেলিয়া যাইতে পারিল না। বিপিন পা ছাড়াইয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। কিবণ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাব দুই চোখ অশ্রুতে ভাসিযা গিয়াছে। সে রান্না-ঘরে ফিরিয়া আসিল।

কিবণ বান্নাঘরে ফিবিয়া দেখিল, সেখানে কেহই নাই। বন্নুব পাতেব ভাতগুলা সব পড়িয়া আছে। কিরণ মুহূর্তের জন্য বান্নাঘবেব মাঝখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া বহিল। এই একটি পলকে কেমন কবিয়া তাহাব সমস্ত আশা ও স্বপ্ন নষ্ট হইয়া গেল, সে নিজেও যেন বুঝিতে পারিতেছে না।

কিরণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বত্রিশ

বন্নু দাদার প্রত্যেকটি কথা শুনিয়াছে। এই কথাগুলা সে বিপিনেব কাছে মোটেই আশা করে নাই। বন্নু রাগে গর-গর করিতে করিতে বাড়ী ফিরিল। উঃ কী অপমান! বন্নুর যেন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। সে যদি দাদার উপর খুব করিয়া একটা প্রতিশোধ লইতে পারিত, তবে তাহার গায়েব জ্বালা মিটিত। বন্নু আসিয়া চুপ করিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল। লক্ষ্মী বন্নুর মুখের ভাব দেখিয়া ভয়ে কাঠ হইয়া গিয়াছে। বন্নু অনেকক্ষণ চুপ কবিয়া থাকিয়া ডাকিল, "বৌ।"

লক্ষ্মী ভয়ে ভয়ে বাহিরে আসিল। বন্নু বলিল, "আর কখনো তুই অদের বাড়ী যাস্‌নে। খবরদার! আমি একবার দেখব অদের!"

লক্ষ্মী কিছু না বলিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। দাদার সহিত কি শত্রুতা যে বন্নু করিবে, তাহা লক্ষ্মী বুঝিল না। বন্নু আপন মনে বিড়-বিড় করিয়া বলিতে লাগিল, "আচ্ছা, আমি যদি অকে সকলের সাম্‌নে না হীন-মান করি, তবে বাপের ব্যাটা নই। বলে, আমাকে আবার মারবে! দাদার মুরোদ। হুঁ, আমি তো অর মুরোদ তুলি!"

বন্নু বিড়-বিড় করিয়া বকিতে লাগিল। লক্ষ্মীর ইচ্ছা করিল, সে বলে, "ঝগড়া-ঝাঁটি ক'রে কি হবে? যতো হ'ক্ বড় ভাই।"

কিন্তু লক্ষ্মী সাহস করিয়া কিছুই কহিতে পারিল না। কপাটের কোণে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাণ পাতিয়া স্বামীর আস্ফালন শুনিতে লাগিল।

বন্নু আরও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিপিনের কাছে কিরণের সেই কাকুতি-মিনতি বন্নুর কাণে এখনো একটা বেদনার মতো বাজিতেছে। কিরণ যে বন্নুকে কতো ভালবাসে তাহা বুঝিয়াও কিরণের উপর বন্নুর কম রাগ হইল না। কেন সে বিপিনের বিনা আহ্বানে তাহাকে এমন করিয়া ডাকিয়া লইয়া গেল? কেন সে তাহাদের কাছে মিথ্যা কথা বলিল? নহিলে কি দাদা তাহাকে কখনো এমন অপমান করিতে পারে?

যাহাই হউক, বন্নু এই অপমানের প্রতিশোধ লইবে-ই। বন্নু আর কোনো কথা না বলিয়া পাড়ার দিকে বাহির হইল এবং অচিরেই তিনুদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বঙ্কা ও জগা বাহিরে বসিয়াছিল, তাহারা বন্নুকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল। ইচ্ছা, আজকার সকালের ঘটনাটা তাহাকে সবিস্তারে শুনাইবে।

বঙ্কা বলিল, "হ্যাঁরে বন্নু, তোকে নাকি তোর দাদা ডাকেনি?"

বন্নু একটা 'হুঁ' দিয়া চৌকীর উপর বসিয়া পড়িল। বন্নুর মুখের ও চোখের ভাব দেখিয়া জগা বলিল, "কি হ'লো রে? কার সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছিস বোধ হয়?"

বন্নু বলিল, "কোথা, খুড়ো কোথা?"

জগা বলিল, "বাবা ভাত খাচ্ছে।"

নূতন ঘটনাটা পুরানো ঘটনাকে চাপা দিল। বঙ্কা উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিল, "কেন রে, কি হোল?"

—"একটা কথা আছে।"

—"কি কথাটা তাই বল্ না।"

বন্নু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "একটা চুরী ধরা প'ড়ছে।"

—"চুরী?"

বঙ্কা ও জগা উভয়েই বন্ধুর মুখের দিকে তাকাইল।

—"হ্যাঁ চুরী। ভরা সকালে মোদেরই বুকের উপর দিয়ে মোদেরই জিনিস চুরী ক'রে গেছে। পেরায় একটা পাঁচ ছ' সের মাছ!"

—"মাছ?"

বঙ্কা ও জগা দু'জনেই লাফাইয়া উঠিল।

—"কেরে? কে? কোন্ শালা?"

—"দাদা।"

—"বিপ্‌নে?" বঙ্কা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখে হিংস্র দীপ্তি। জগা বলিল, "সত্যি?"

—"সত্যি?—পাঁচ ছ' সের একটা রুই। ঘাড় মটকে' পাঁকে পুঁতে রেখেছিল, তারপর বাজার ফেরৎ তুলে আন্‌ছে।"

—"শালার তো আস্‌পদ্দা কম নয়?"

বঙ্কা ও জগা দু'জনেই এই শুভ সংবাদটা বাবাকে জানাইতে গেল। তাহার বাবাই তো এই সমস্ত জেলেপাড়ার ভাগ্য-বিধাতা। বঙ্কা ও জগার মুখে এই সংবাদটা শুনিয়া তিনু একটা হুঁকা হাতে করিয়া বাহিরে আসিল। হুকায় টান্ দিয়া তিনু গম্ভীরমুখে বলিল, "হ্যাঁরে বোনা, ব্যাপার কি?"

—"দাদা মাছ চুরী কচ্ছে।"

—"কে ব'ল্‌ল তোকে?"

—"কেন, বৌ নিজে।"

—"বিপ্‌নের মাগ?"

—"হ্যাঁ।"

তিনু গম্ভীরমুখে হুঁকোয় গোটাকয় টান্ দিয়া বলিল, "যা' তো জগা, পাড়ার সবাইকে বিকালের দিকে ডেকে আস্‌বি! আর বিপ্‌নেকেও ঘরে থাকতে ব'ল্‌বি। ব'ল্‌বি, আমি ব'ল্‌ছি।"

জগা পাড়ার দিকে বাহির হইল ও একে একে প্রত্যেকটি বাড়ীতে সংবাদ দিয়া গেল।

জগা সকালে বিপিনের সঙ্গে তুমুল রকম কলহ করিয়াছিল বটে, তবে এরকম একটা হুকুমজারি করিতে বিপিনের বাড়ীতে যাইতে তাহার মোটেই বাধিল না।

বিপিন খাইয়া-দাইয়া ঘরে শুইয়াছিল। কোনো মতে তাহার চোখে ঘুম আসিতেছে না। কয়েক ঘণ্টা আগে যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা যেন এখনো তাহার বুকের উপর একটা দুঃস্বপ্নের মত জাগিয়া আছে। বিপিন ভাত খাইয়াছে, কিন্তু কিরণ ভাত খায় নাই। তাহার যেন আদৌ ক্ষুধা ছিল না। কিরণ বিপিনের আহারের মধ্যেও একটা চাঞ্চল্য দেখিয়াছে। আজ সে অন্যান্য দিনের মতো ভাত খাইতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। বিপিন ভাত খাইয়া চুপচাপ করিয়া শুইয়াছে। কিরণ খাইয়াছে কি না সে-খোঁজটাও সে লয় নাই। কিরণের কোনো দিকেই মন বসিতে-ছিল না। সে ভিতর ও বাহির করিতেছিল। এমন সময় জগার আবির্ভাব। জগাকে দেখিয়া কিরণ একটু মাথায় কাপড় টানিয়া দিল। জগা বলিল, "কর্ত্তাকে সন্ধ্যাবেলা ঘরে থাক্‌তে ব'লো। তার নামে বিচার আছে।"

জগা আর কিছুই না কহিয়া চলিয়া গেল। কিরণ নীরবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা পাথর হইয়া গিয়াছে। নিশ্চয় তাহার স্বামীর মাছ চুরীর কথাটা সারা পাড়া রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। ইস্, কি কলঙ্কের কথা! কেন তাহার স্বামী এমন করিয়া মাছ চুরী করিতে গেল? কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত অপরাধটা তাহারই উপর বিভীষিকার মত ছাইয়া আসিল। কেন সে তাহাকে মাছ আনিতে বলিল? কেন সে বন্ধুকে খাইতে ডাকিল? কেন? কেন? সমস্ত অপরাধ-ই যে তাহার।

কিরণের আর বিপিনের সম্মুখে বাহির হইবার মতো সাহস রহিল না। সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল ও রান্নাঘরের বাঁশের কপাটটা বন্ধ করিয়া দিয়া মাটীতে কাপড় মেলিয়া তাহারি উপর শুইয়া পড়িল।

জগা আসিবার পথে পানুদের বাড়ীতেও এ সংবাদটা দিয়া আসিয়াছিল। বিপিন মাছ চুরী করিয়াছে ও তাহার বিচার হইবে শুনিয়া পানুর মার তাক্ লাগিয়া গিয়াছে। পানুর মা সংবাদটা সত্য কি না, জানিবার জন্য কিরণের কাছে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু কিরণ রান্নাশালে কপাট দিয়া শুইয়াছিল। তাই পানুর মা তাকে আবিষ্কার করিবার পূর্বেই বিপিনকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

বিপিন ঘুমায় নাই, চুপ করিয়া শুইয়াছিল। পানুর মা ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "বড় বৌ। বড় বৌ আছ?" বিপিন বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিল, বনু হয় তো পানুদের বাড়ীতে কিছু বলিয়াছে! কারণ, পানুদের বাড়ীতে তাহার আড্ডা। বিপিন বলিল, "কেন, বউ কি করবে?"

পানুর মা বলিল, "হ্যাঁগো, জগা যা ব'ল্‌ল, সে কি সত্যি?

বিপিন জগা কি বলিয়াছে, তাহার কিছুই জানিত না। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ব'ল্‌ল জগা?"

—"নাকি তোমার উপর কি বিচার হবে?"

বিপিন আশ্চর্য হইয়া বলিল, "কি বিচার?"

—"তুমি নাকি মাছ চুরি কচ্ছ। সে কথা বড় বউ নাকি বোনাকে ব'ল্‌ছে। আবার বোনা নাকি জগার বাপকে ব'ল্‌ছে। সন্ধ্যাবেলা পাড়া ডাক ক'রে বিচার হবে যে! সত্যি কি গো?"

বিপিন ভ্রূ কুঁচকাইয়া অন্য মনে বলিল, "হুঁ।"

পানুর মা বলিল, "জগা তোমার এখানে আসেনি? সে যে আস্‌বে ব'ল্‌ল। জগার বাপ নাকি তোমাকে সন্ধ্যাবেলা ঘরে থাক্‌তে বল্‌ছে।"

বিপিন কপাল কুঁচকাইয়া কি ভাবিতেছিল। পান্নুর মার কথার কোনও উত্তর দিল না। পান্নুর মা বলিল, "হয় তো বড় বউকে ব'লে গেছে।"

হুঁ দিয়া বিপিন ভিতরে সরিয়া গেল। পান্নুর মা মাছ চুরির বিশদ বিবরণ শুনিবার লোভ সামলাইতে পারিতেছিল না। সে তাড়াতাড়ি পাড়ার দিকে বাহির হইয়া পড়িল।

বিপিন ওখান হইতে সরিয়া বাহিরে একটা চৌকী টানিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। তাহার মাথার ভিতরের সমস্ত জীবাণুগুলা যেন একটা অব্যক্ত যাতনায় কুঁকড়াইয়া মরিতেছে। আজ পর্যন্ত বিপিনকে এমন দুর্নাম কেহ কোনো দিন দিতে পারে নাই। চিরদিন সে বুক ফুলাইয়া চলিয়াছে। তাহার উন্নত মাথা কখনো কাহারো কাছে নত হয় নাই। কিন্তু আজ সে চোর! পাড়ার সকলের সুমুখে তাহাকে চোর বলা হইবে, সকলে মিলিয়া তাহার বিচার করিবে, সত্যই ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আব কি আছে! এতো বড় দৈন্য ও অপমান বুঝি বিপিনের জীবনে কখনো আসে নাই। তাহার মাথাটা রাগে ও অপমানে ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। বিপিন তাহার চোখের সুমুখে স্পষ্ট দেখিল, পাড়ার সকলে জমায়েৎ হইয়াছে; সকলে তাহাকে অপরাধীর পর্যায়ে ফেলিয়া জেরা-জবানবন্দী করিতেছে। তিনু বারিক করিবে শেষ বিচার। পাড়ার ছেলে-মেয়ে সকলে হাসিতেছে, ঠাট্টা করিতেছে। ইস্! কী লজ্জা! কি গ্লানি! বিপিনের সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। বিপিন তাহাও হয় তো কোনো রকমে সহ্য করিত। কিন্তু জগা হাসিবে, বঙ্কা হাসিবে, বোনা তাহার উপর এমন ভাবে প্রতিশোধ লইয়া জয়ের হাসি হাসিবে, ইহা সে কোনো মতেই সহ্য করিতে পারিবে না।

মাঝে মাঝে বিপিনের সমস্ত শিরাগুলার মধ্য দিয়া অগ্নিস্রোত বহিয়া গেল। পৃথিবীর সকলেই তাহার শত্রু। বোনা, জগা, বঙ্কা, পাড়া-প্রতিবেশী, সবাই। বিপিনের শিরায় শিরায় একটা ক্রোধের আগুন

জ্বলিয়া উঠিল। যদি সকলকে সে শাস্তি দিতে পারিত! সকলকে! পর মুহূর্তেই কিন্তু বিপিনের ক্রোধ একটা হিম অবশ মূর্ছার মধ্যে অবসিত হইয়া গেল। তাহার দুর্ভাগ্য! নইলে আজ কিরণ-ও তাহার শত্রুতা করে? কিন্তু কিরণেরই বা দোষ কি? বিপিনের মাঝে মাঝে মনে হইল, কিরণের তো কোনো দোষ নাই। যতো দোষ তাহার নিজের। না, না, সব দোষ বোনার, ওই শয়তানের!

বিপিনের মাথার মধ্যে অনুভূতিটা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। যতো মুহূর্তের পর মুহূর্ত পার হইয়া যাইতেছিল, ততই বিপিনের মনে হইল, কেমন করিয়া সে পাড়ার মজলিসে যাইবে, কোন্ মুখে? কেন, সে যদি সব অস্বীকার করে? কে দেখিয়াছে? একলা বোনা? বোনা তাহার শত্রু। বোনা তাহাব নামে মিছা কথা বলিতেছে। বিপিন তাহাই করিবে স্থির করিল।

কিন্তু বিপিনের এই যুক্তি বেশীক্ষণ টিকিল না। বোনার সুমুখে সে ভয়ে মিথ্যা কথা কহিবে? ছিঃ, বোনা মনে মনে তাহাকে কতো ভীরু ভাবিবে, তাহাকে কতো ছোট ভাবিবে? হঠাৎ বিপিনের মনে হইল, সে মজলিসে যাইবে না। তাহার ইচ্ছা, সে যদি না যায়, কে তাহার কি করিতে পারে? হ'ক না মজলিসে কি হয়, সে তো সময়ে সব শুনিতে পাইবে। বিপিন মজলিসে যাইবে না স্থির করিল।

বিপিন বাহিরে বসিয়া বসিয়া যতোই ভাবিতেছিল, ততই যেন তাহার ভারী একা লাগিতেছিল। পৃথিবীতে সবই যেন তাহার পর। তাহার নিজের বলিতে যেন আজ কেহই নাই। কিরণও যে কোথায় গিয়াছে! সে পাশে থাকিলেও বিপিনের এই দুশ্চিন্তার একটু লাঘব হয়। বিপিন কিরণের উদ্দেশে চৌকী ছাড়িয়া রান্নাঘরে আসিল। কিরণের অনাহার-ক্লিষ্ট ধমনীগুলি শীঘ্রই অবশ হইয়া পড়িয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া দিয়াছিল। বিপিন রান্নাঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "বউ?"

কিরণ একটি ডাকেই আঁৎকাইয়া ঘুম হইতে উঠিয়া বসিল। আজ যেন সে বিপিনের কাছে কতো অপরাধ করিয়াছে, কতো ত্রুটি করিয়াছে! সে-ই তো বিপিনের এই কলঙ্কের জন্য দায়ী। সে ভয়ে ভয়ে নীরবে স্বামীর মুখের পানে তাকাইল। কিরণের মুখের উপরের সে ভীতির ছায়াটা বিপিন স্পষ্টই দেখিতে পাইল। বিপিন তাই কিরণকে অভয় দেওয়ার জন্য একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিল, "শালারা আবার নাকি মজলিস কচ্ছে। কি ক'রবে আমার? বেশ কচ্ছি, চুরী কচ্ছি। তারা পারে, করুক না। মজলিস কচ্ছে, না ঘোড়া কচ্ছে। যাবো না আমি, দেখি কি করে?"

কিরণ স্বামীর হাসি দেখিয়া একটু সাহস পাইল। বিপিন তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে। দুঃখ কষ্ট অপমান যাহাই আসুক, তাহার স্বামী তাহাকে পর বলিয়া ভাবে নাই। কিরণ বিপিনের কথার কোনো প্রতিবাদ করিল না। সে খানিকক্ষণ নতমুখে বসিয়া থাকিয়া বলিল, "আমিই তো যতো সর্বনাশের গোড়া।"

বিপিনের কাছে কিরণের গলাটা অত্যন্ত করুণ শোনাইল। সে কিরণকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলিল, "সর্বনাশ না ছাই! করুক না কি ক'রবে শালারা!"

কিরণ মাঝে মাঝে ভাবিল, সে বিপিনকে মজলিসে গিয়া সমস্ত অস্বীকার করিয়া আসিতে বলে। কিন্তু এখন কোনো যুক্তি দেওয়ার মতো সাহস তাহার ছিল না। বিপিন এখন যাহা ভালো বুঝে তাহাই করুক। ভালোই হউক, আর খারাপ হউক, সে শুধু স্বামীর পাশে ছায়ার মতো দাঁড়াইয়া থাকিবে।

সেদিন সন্ধ্যায় পাড়ায় মজলিস বসিল। বার বার ডাক পড়া সত্ত্বেও বিপিন মজলিসে উপস্থিত হইল না। বিপিন কিরণকে বলিল, "মজলিসে গিয়ে কি হবে? বোনা, জগা, বক্কা, শালারা আমাকে সবার মাঝে দাঁড়-

করিয়ে মজা দেখ্‌বে! কি হয় হ'ক না ছাই পাঁশ! কিছুতেই যাচ্ছিনে আমি!"

রাত্রি প্রায় ঘণ্টা তিনেক হইয়া গিয়াছে। অন্ধকার নামিয়াছে চতুর্দিকে। বিপিন সেই অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া একবার শিবু মুদীর দোকানের দিকে চলিল। সেখানেই আজকার মজলিসের সংবাদটা ভালো পাওয়া যাইবে।

বিপিন চুপি চুপি দোকানে গিয়া পৌঁছিল। দোকানে আর কেহ নাই। শিবু একটা নিবু-নিবু আলোর সুমুখে বসিয়া খাতায় কিসের হিসাব টুকিতেছে। বিপিনের পায়ের শব্দে শিবু চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "কে?"

—"আমি।"

কণ্ঠস্বরে বিপিনকে চিনিতে পারিয়া শিবু বলিল, "কে, সাঙাৎ?"

"হ্যাঁ।"

"ব্যাপার কি বল্‌তো?"

—"যা শুন্‌ছ তা সব সত্যি। তারপর বিচারের কি ফলটা হ'ল বলতো?"

শিবু বলিল, "এই তো এক্ষুণি তিনু দোকানে এসেছিল, তামাক কিন্‌তে। তিনু ব'ল্‌লে, তোকে সবাই একঘরে ক'র্‌বে। কেউ তোর সঙ্গে মাছ ধ'র্‌তে যাবে না। কেউ তোর সঙ্গে বস্‌বে না, কথা কইবে না। যদি তুই পাড়ায় পাঁচ টাকা জরিমানা দিস্‌, আর পাঁচ পোয়া বাতাসা হরির লুট দিস্‌, তবেই রেহাই।"

বিপিন অন্তরে যাহাই অনুভব করুক, মুখে তুড়ী দিয়া বলিল, "ইস বিপ্‌নে বারিক সেই রকম ছোক্‌রা আর কি। দেখ্‌ব ব্যাটারা আমার কি ক'র্‌তে পারে। মাগভাতার দু'জনের খেতে-প'র্‌তে কি লাগে সাঙাৎ? ভিক্ষা ক'রলে পেট চলে যাবে। তাই ব'লে শালাদের কাছে হার মান্‌ব?

কখ্খনো না। সব সইব সাঙাৎ; বোনা আমার উপর টেক্কা দিতে যাবে, সেটি কিছুতেই সইব না। বোনার কাছে বিপিন বারিক মাথা নুয়াবে, কখ্খনো না।"

—"ভুল হ'লো সাঙাৎ, বোনার সঙ্গে এদের কি?"

—"না না, তুমি জানোনি, সেই সয়তানটাই তো সব করাচ্ছে।"

বিপিন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "লও সাঙাৎ, এক ছিলিম তামাক কর।"

বিপিন আবার অন্যমনস্ক হইয়া গেল ও বলিল, "আচ্ছা শালাদের একবার দেখ্‌ব। বোনার কত খ্যামতা।"

শিবু তামাক সাজিতে বসিল।

তেত্রিশ

কয়েক দিন বিপিন কোথাও বাহির হইল না। ঘরে চুপচাপ করিয়া বসিয়া রহিল। পাড়ার সবাই কি রায় দিয়াছে, বিপিন শিবুর দোকান হইতে ফিরিয়া কিরণকে সব বলিয়াছিল। কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে বিপিন উপেক্ষার হাসি হাসিতেছিল। কিন্তু কিরণ এ রায়টাকে মোটেই উপেক্ষা করিতে পারিল না। তাহার সমস্ত মুখখানির উপর ভীতির একটি কালো মেঘ ধীরে ধীরে ছাইয়া আসিল। কিরণ একটা অস্পষ্ট ছায়ার মতো রান্নাঘরে চলিয়া গেল। পরদিন সত্য সত্যই বিপিন আর মাছ ধরিতে গেল না। আর পাড়ার কেহ ডাকিতেও আসিল না। তাহারা তাহাকে যে একঘরে করিয়াছে, এমনি করিয়া তাহার প্রাথমিক অধ্যায় সুরু হইল।

বিপিন মাছ ধরিতে যায় না, বাজার যায় না, এমন কি সাঙাৎ শিবুর দোকানেও যায় না। সে দিন সে যাহা নিতান্ত একটুকু হাসির সহিত উপেক্ষা করিতেছিল, আজ তাহা বিপিনের কাছে ভয়ানক একটা রূপ ধরিয়াছে, কিরণ তাহা বুঝিল। বিপিন অত্যন্ত গম্ভীর। কিরণের সঙ্গেও সে বেশী কথা কয় না, বাহিরে ছোট চৌকিটায় প্রায় অধিকাংশ সময় বসিয়া থাকে ও নীরবে কি ভাবে। কিরণও প্রায় তাহার সম্মুখে আসে না। সেও একলাটি রান্নাঘরে থাকে। কাজে অকাজে কোনো রকমে কাটায়।

কিন্তু তিন চার দিন এমনি বসিয়া বসিয়া কাটিবার পর কিরণ কথা না কহিয়া পারিল না। কলসীর চাল ফুরাইয়া আসিয়াছে। তেল-নুন প্রায়

বাড়ন্ত। দু'টি দিন পরে কি করিয়া তাহাদিগের সংসার চলিবে? আর না বলিয়া উপায় কি? বিপিন তাহার আসনটিতে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কিরণ তাহাকে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া আনিয়া দিয়া বলিল, "কি হবে বল তো? সংসারে সব বাড়ন্ত।"

বিপিন খ্যাঁকাইয়া উঠিল, "আমি তার কি করব? চলে চল্‌বে, না চলে না চ'ল্‌বে?"

কিরণ নীরবে পলাইয়া গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই বিপিনের যে পরিবর্তন আসিয়াছে, তাহা দেখিয়া কিরণের দুঃখের অবধি ছিল না। কিরণ জানিত, তাহাদের দুর্ভাগ্য সুরু হইয়াছে। কিন্তু এ দুঃসময়ে দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে তাহাদিগের শেষের সম্বল ভালোবাসাটুকুও যেন কমিয়া আসিতেছে। আজকাল বিপিন কিরণের সঙ্গে কথা কহিতে চায় না। কহিলেও হয় তাহা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত, নয় বিরক্তির সহিত। এই লোকটিকে লইয়া কি করিয়া সে সংসারে চালাইবে? দুটা ভালো করিয়া কথা কহিলেও না হয় সে যুক্তিপরামর্শ করে। কিন্তু বিপিনের সঙ্গে পরামর্শ করা তো দূরের কথা, দুটা কথা বলিতেও ভয় হয়। কিরণ বিপিনের কাছে এতোটুকু খারাপ ব্যবহার কোনো দিন পায় নাই। তাই আজ তাহার কাছে সর্বদা এইরূপ বিরক্তির আভাস পাইয়া কিরণের দুঃখের সীমা থাকে না। কিরণের কোমল মনটা মাঝে মাঝে কাঁদিয়া উঠে। তাহার চোখ দু'টি জলে ভরিয়া যায়। ভগবান! দুঃখ কি এমনি করিয়াই আসে? কিরণ প্রায়ই কাঁদে।

পাড়ার সবার সঙ্গে একটা মিটমাট করিবার জন্য কিরণ বারে বারে বিপিনকে বলিবে ভাবে, কিন্তু বলিতে পারে না। তাহাকে বলিতে গেলেই তো সে এখুনি খ্যাঁকাইয়া উঠিবে। বিপিনের যাহা ইচ্ছা হয়, করুক; কিরণ আর কিছুই বলিবে না।

পরদিন বিপিন ভোরে কিরণের ঘুম হইতে উঠিবার আগেই যে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছিল—প্রায় বেলা দুপুরে বাড়ী ফিরিল। বিপিন বাড়ী ফিরিয়াই শণ লইয়া খানিকটা দড়ি কাটিতে বসিল। বিপিনের যেন মাথার ঠিক নাই। এই দুপুরের সময় স্নান নাই, আহার নাই, সে দড়ি কাটিতে বসিয়াছে। কিরণ আসিয়া বলিল, "আচ্ছা তোমার ই কি ব্যবস্থা বল তো? চান নাই, খাওয়া নাই, এত বেলায় দড়ি কাট্‌তে ব'স্‌লে?"

বিপিন কিরণের কথায় কিছুই কহিল না। এক মনে কাজ করিয়া চলিল।

কিরণ চুপ করিয়া খানিকক্ষণ পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। সে আজ একটা উত্তরেরও যেন যোগ্য নয়! কিরণ ভিতরে যাইতেছিল, বিপিন ডাকিল, "বউ!"

কিরণ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি?"

বিপিন বলিল, "ডিঙি-য়ে দাঁড় টান্‌তে পারবে বউ?"

কিরণ বলিল, "পার্‌ব। কিন্তু একলা কি মাছ ধর্‌তে পার্‌বে?"

—"যেই দু'এক সের পারি। তাতেই আমাদের খুব চলে যাবে।"

কিরণ ভিতরে চলিয়া যাইতেছিল।

বিপিন হাঁক দিয়া বলিল, "দু'টো কশ সিদ্ধ ক'রে ফ্যাল। দড়িটা মাজতে হবে।"

কিরণ বলিল, "কশ আবার কি হবে?"

—'একটা দন্‌ তৈরী ক'র্‌ব।'

বিপিন দড়ি কাটিতে লাগিল। কিরণ রান্নাঘরে গিয়া কশের হাঁড়িটা উনানে চড়াইয়া কশ সিদ্ধ করিয়া ফেলিল। অনেকটা দড়ির দরকার ছিল। তাই কিরণ কশ সিদ্ধ করিয়া যখন বাহিরে আসিল, তখনো বিপিনের দড়ি কাটা চলিতেছিল। কিরণ বলিল, 'থাক উ, আমি এখন দুপুরে কেটে

দেব। তুমি চান ক'রে এসে ভাত খাও। ক'দিনে শরীরের কি ছিরি হ'লো।"

কিরণের কথায় বিপিন একটু ম্লান হাসিল। ক্ষুধাও পাইয়াছিল, সে দড়ি কাটা বন্ধ করিয়া স্নান করিতে গেল।

খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে কিরণ বাসন মাজিয়া দড়ি কাটিতে বসিল। বিপিন ততক্ষণ বড় বড় লোহার কাঁটায় মোটা সূতা বাঁধিতে সুরু করিয়াছে। কিরণের দড়ি কাটা হইলে কিরণ ও বিপিন দু'জনে দড়ি পাক দিয়া ফেলিল ও দু'জনেই কাঁটায় বাঁধা সূতাগুলি সেই পাক-দেওয়া দড়িতে বাঁধিয়া তাহাতে কশ মাখাইয়া দিল। তারপর সন্ধ্যার মুখামুখি সেই দনে খোপ গাঁথিয়া ঘরে চাবী দিয়া জাল লইয়া কিরণ ও বিপিন নদীর দিকে চলিল।

দু'জনেই ডিঙিতে চড়িয়া বসিল। প্রথমে দাঁড় টানিতে হইল না। বিপিন বাঁশ দিয়া ঠেলিয়া ডিঙি চালাইতেছে। ডিঙি একটু মাঝের দিকে আসিতেই কিরণ দাঁড় টানিবার জন্য বসিল। কিন্তু বিপিন তাহাকে দাঁড় টানিতে না দিয়া হালে বসিতে বলিল। কিরণ হাল ধরিল ও বিপিন দাঁড় টানিতে লাগিল। নৌকা হেলিয়া-দুলিয়া পৌছিল একটা ফাঁড়ির মুখে। বিপিন দাঁড় টানা থামাইয়া সেখানে নৌকা হইতে নাবিয়া ধারের একটা গাছে দনের দড়ির এক প্রান্ত বাঁধিয়া দিল এবং আবার দাঁড় টানিয়া ফাঁড়ির অপর পাশে আর একটা বাব্‌লা গাছের গোড়ায় দড়ির অপর প্রান্তটা বাঁধিয়া দিল।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। বিপিন বাঁশ মারিয়া ও দাঁড় টানিয়া ফাঁড়ি হইতে নৌকা বাহির করিল ও নদীর ধারে ধারে জাল ফেলিতে লাগিল। কিরণ বাঁশ মারিতেছিল ও বিপিন জাল ফেলিতেছিল। বিপিন জাল ফেলিয়া হালাক হইয়াছে, তবুও দু'একটা ছোট পুঁটি ও ভেতো

ছাড়া আর কিছুই পায় নাই। বিপিন বিরক্ত হইয়া উঠিল। রাত্রিও বেশ বাড়িয়া উঠিতেছে। তবুও বিপিন কাল বাজারে লইয়া যাওয়ার মতো কিছু মাছ ধরিতে পারিল না। কিরণও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিরণ বুঝিল, একলা বেশী কিছুই ধরিতে পারা যাইবে না। কিন্তু সে কথাটা বলিলে পাছে বিপিন হতাশ হইয়া পড়ে, তাই বলিল, "আজ কার মুখ দেখেছি, কিছু পড়বে না, পালিয়ে চলো।"

কিরণ না বলিলেও বিপিন নিজে যথেষ্ট হতাশ হইয়া পড়িতেছিল। সে শুধু একটা হুঁ দিয়া গম্ভীর মুখে নদীতে আবার জাল ফেলিল।

নৌকাটা একটু বাদেই নদী যেখানে একটু ভিতরের দিকে ঢুকিয়া গিয়াছে, সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। বিপিন জাল ফেলিতে যাইতেছিল, কিরণ বাধা দিয়া বলিল, "থামো।"

বিপিন একটু অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেন ?"

—"জালটা একটু টেনে দিই।"

কিরণ কোমরে কাপড় জড়াইতে লাগিল।

বিপিন বলিল, "না কাজ নেই, পার্‌বে না আবার।"

—"খুব পার্‌ব।" কিরণ ডিঙির উপর হইতে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে বিপিনও জালটা জলে ছুঁড়িয়া দিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিরণ জালের একটা খুঁট ধরিয়া ফেলিয়াছে। বিপিন অপর খুঁটটা ধরিয়া জাল টানিতে লাগিল। উভয়েই সাঁতার দিয়া তীরের দিকে চলিতেছে। তীরের কাছাকাছি জাল আসিতে তাহারা জালটা ভালো করিয়া পাতাইয়া দিল এবং বিপিন ডাঙায় উঠিয়া জাল টানিল। জালে গোটা দুই পাবদা ভিন্ন আর কিছুই নাই

কিরণ বলিল, "এমনি খি কয়েক টানলেই হবে।"

কিরণ পাবদা দু'টা গামছার ভিতর পুরিয়া সাঁতার দিয়া ডিঙিতে আসিল ও নৌকার খোলে যে জল ছিল, তাহাতে পাবদা দু'টা জীয়াইয়া

রাখিল। এতো তাড়াতাড়ি মাছ মরিয়া গেলে কাল সকালে বাজার অবধি টিকিবে কেন ?

কিরণ ও বিপিন এবার শুধু জাল ফেলা ছাড়িয়া জাল টানিতে সুরু করিল। এমনি ভাবে প্রতি খি-য়ে দু'একটা মাছ করিয়া প্রায় রাত্রি দুপুর অবধি মাছ ধরিয়া সের তিনেক মাছ পাইল।

বিপিন বলিল, "আর না। আমার ভারী ভয় করে।"

কিরণ যেন একটু আভাস পাইয়াছে। তবু তাহার আয়ত চোখ দু'টা স্বামীর মুখের দিকে তুলিয়া বলিল, "কিসের ?"

—"যদি পেটের ছেলেটার কিছু খারাপ হয় ?"

কিরণ একটু হাসিল, কিছু ভয় নেই।

সে এমনি করিয়া তাহার স্বামীর সহিত রাত্রির পর রাত্রি, দিনের পর দিন পরিশ্রম করিতে পারে। ভগবান এটুকু আশীর্বাদ তাহাকে করিয়াছেন।

তার পর তাহারা বাড়ী ফিরে।

পরদিন ভোর না হইতেই আবার কিরণ ও বিপিন সেই দনের উদ্দেশে যাত্রা করিল। কিন্তু আজ দনে কিছুই লাগে নাই।

বিপিন তবুও হতাশ হইল না। দু'একটা কাঁটা তুলিয়া দেখিল, কাঁটার খোপগুলা সব ঠিক আছে কি না। পরে কিরণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "থাক শালা। আজ না লাগে, কাল লাগবে। যাবে কোথা ?"

কিরণ বাড়ী ফিরিল এবং বিপিন সেই সের তিনেক মাছ লইয়া বাজারে চলিল। কিরণ ফিরিবার পথে গলায় কাপড় দিয়া নদীর দিকে তাকাইয়া গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "মা, তুমি একটু দয়া ক'রো! তা হ'লেই ঢের হবে।"

পরদিন দনে প্রায় চার সের একটা ভেট্‌কী পড়িল। বিপিনের আনন্দ আর ধরে না। কিরণ আত্মহারা হইয়া বলে, "মা কথা শুনেছে। আর ভয় কি?"

বিপিন বলে, "সত্যি বউ, মা দিলে আমাদের আর ভয় কি?"

মাছটা ডাঙায় রাখিয়া বিপিন ও কিরণ নদীর দিকে মুখ করিয়া গড় হইয়া প্রণাম করে।

চৌত্রিশ

এমনি করিয়াই চলিতেছিল। বিপিন যখন দেখিল যে, তাহার দৈনিক ব্যয় অবহেলায় নির্বাহিত হইয়া যাইতেছে, তখন সে আর গাঁয়ের কাউকে তোয়াক্কা করিতেই চাহিল না। কেন সে তাহাদিগের কাছে মাথা নত করিবে? কেন সে হেয় হইবে? তবে কিরণ এতো পরিশ্রম করাতে বিপিনের মাঝে মাঝে ভয় হয়। তাই কোনো দিন একটু বেশী মাছ পড়িলে তাহাতেই সে টানিয়া-টুনিয়া কয়েক দিন কাটাইয়া লইতে চায় ও নদীতে মাছ ধরিতে যায় না। কিরণ মাঝে যেরূপ দমিয়া গিয়াছিল, এখন আর তাহার সে ভয় নাই। সে স্বামীর সাহায্যের সুযোগ পাইয়া আনন্দিত হইয়াছে। কিন্তু তবু তাহার মুখে ব্যথার ছায়া।

কিরণ প্রথমে বন্নুর কাজটাকে মোটেই অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু পরে তাহার মনে হইল, বন্নুর দোষই বা আর কি? সে তো চিরদিনই এমনি বদরাগী, এমনি অভিমানী। বন্নুর ছোট বেলার কাণ্ডগুলি আজো কিরণের মন হইতে মুছে নাই। একটুকু আধটুকু রাগ করিয়া সংসারে কত অনর্থই না সে বাধাইত! হাঁড়ি ভাঙ্গিত। কলসী ভাঙ্গিত। ভাত মুড়ী মাটিতে ছড়াইয়া ফেলিত। সে বন্নু কি আর বয়সের সঙ্গে একেবারে বদ্‌লাইতে পারে? আর কীই বা বয়স হইয়াছে।

জ্যৈষ্ঠের শেষে আষাঢ় গেল, আষাঢ়ের পরে শ্রাবণ চলিল। শ্রাবণের পর আবার ভাদ্র। কিরণদের আর সেই পাড়ার বড় পুকুরে নাইতে যাইতে

হয় না। এখন তাহারা কোনো মতে ঘরের পিছনের ঘোলা পুকুরটাতে স্নান করিয়া লয়। কিরণ পাড়াতেও আর মোটেই বাহির হয় না। তাহার বাড়ীতেও কেহ আর সাহস করিয়া আসে না। পাছে পাড়ার লোকের কু-নজরে পড়িতে হয়। বিচার ও বিচারকের অবমাননার জন্য তাহারা একঘরে হইয়াছে। কিরণ ঘরেই থাকে। ঘরেই যেন সমস্ত পৃথিবীটা আসিয়া গিয়াছে। এই ঘর আর নদী, স্বামী আর কাজ, ম্রিয়মাণ আনন্দ আর বেদনা, এই লইয়া কিরণের দুনিয়া।

বিপিন সকলের উপর কেমন যেন একটা বিদ্বেষ পোষণ করিতেছে। সে যদি তাহাদিগের সকলের উপর উচিত মত প্রতিশোধ লইতে পারে, তবেই তাহার বুকের যন্ত্রণার উপশম হয়। বিপিন অত্যন্ত গম্ভীর। শিবু আর কিরণ ছাড়া কেহ তাহাকে কাহারও সহিত কথা কহিতে দেখে নাই।

সেদিন মাছ বেচিয়া বিপিন বাড়ী ফিরিতেছিল, শিবু বিপিনকে পাশে ডাকিয়া বলিল, "ব'স্ সাঙাৎ। তামাক খেয়ে যা।"

বিপিন তামাক খাইবার জন্য শিবুর ওখানে বসিল। শিবু একটা পিঁড়ি টানিয়া লইয়া তাহার উপর বসিয়া তামাক সাজিয়া বিপিনকে দিতে সে তামাকে টান দিল। শিবু যেন কি একটা বলি বলি করিয়াও বলিতেছে না; একটু পরে ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিল, "সাঙাৎ, কি মাছ পড়ল আজ?"

"কিচ্ছু না ভাই। আধ সের খানেক পুঁটি।"

শিবু একটু সোজা হইয়া বসিল, "তা হ'লে তো ভারী কষ্ট হ'চ্চে তোর?"

—"কি ক'র্‌ব? কপাল!" বিপিনের অতর্কিতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাতাসে মিশিয়া গেল।

শিবু বিপিনের সুরে একটু ব্যথার আভাস পাইয়া বলিল, "এতো কষ্ট ক'রে কি পার্‌বি? আর বউটাও পোয়াতি।"

বিপিন মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "না ক'রে উপায় কি? মাথার উপরে যে আছে, সেই দেখ্‌বে।"

শিবু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "কেন উপায় থাক্‌বে না?"

শিবু যেন বিপিনের শিরা-উপশিরার প্রত্যেকটি স্পন্দন অনুভব করিতে চেষ্টা করিতেছে!

বিপিন শিবুর মুখের দিকে উদ্‌গ্রীব হইয়া তাকাইল। কিরণকে না খাটাইয়া যদি সত্যই কোনো উপায় থাকে, সে তাহা করিবে। বিপিন বলিল, "কি?"

শিবু চোখ-কাণ বুজাইয়া বলিয়া ফেলিল, "মিটিয়ে ফ্যাল্ না?"

বিপিনের চোখের উজ্জ্বল আলোটুকু একেবারে নিভিয়া গেল এবং সে একটা অপমানিত সর্পের মত গর্জন করিয়া উঠিল, "মিটিয়ে ফেল্‌ব? তুমিও ই-কথা বল? তিনু বারিকের পায় ধ'রে মিল্‌তে হবে! জগার, বঙ্কার, বোনার কাছে হেঁট হ'তে হবে! বিপিন বারিক ম'র্‌লেও তা পার্‌বে না সাঙাৎ!"

—"কিন্তু অদের সঙ্গে কি পার্‌বি তুই? সমস্ত পাড়া এক দিকে আর তুই এক দিকে।"

—"ইস্! কোন্ শালা আমার কি ক'রবে? কারু বাপের চালে পরচালা বেঁধে আছি? শালারা আবার গোস্তাকি দেখায়! এতো তো ক'র্‌ল? পাড়া ডাক্‌ল; পঞ্চৎ ক'র্‌ল; পাড়ায় বন্ধ রাখছে; কি ক'রে ফেল্‌তেছে আমার?"

শিবু ভয় পাইয়া বলিল, "ইস্ একটু আস্তে ক' না। শুন্‌তে পাবে যে কেউ?"

—"শুন্‌ল তার কি! কোন শালাকে ভয় করি? কে শুনে আমার কি ক'র্‌বে? জোর গলায় ব'ল্‌ব, বেশ ক'রে ব'ল্‌ব, কোনো শালা আজ পজ্জন্ত বিপিন বারিকের কিছু কর্‌তে পারেনি, পারবে-ও না।"

এমন সময় পাড়ার জনকতক ছেলে মেয়ে সেই পথে বাজার হইতে ফিরিতেছিল, তাহারা বিপিনের গলা শুনিয়া দাঁড়াইয়া গেল। আগে আগে বিপিন ছোট ছোট ছেলেদের সহিত কতো খুনসুটি করিত, কতো গল্প করিত, কতো হাসিত। আজকাল সে গম্ভীর। কাহারো সহিত কথা কয় না, এই ছোট ছেলেমেয়েগুলির সহিতও না। ইহারা সবাই শত্রু। তাই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বিপিনকে দেখিলে তাহাকে ক্ষেপাইবার জন্য কতো কি বলে, তাহাকে লইয়া নিজেদের মধ্যে কতো কৌতুক করে। বিপিনকে এতো কাছে দেখিয়া তাহারা জড়সড় হইয়া গেল এবং নীচের দিকে মুখ করিয়া এইরূপ চীৎকার করিতে দেখিয়া উৎসাহের সহিত তাহাই শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিল।

শিবু আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, "চুপ কর্ না তুই।"

—"কেন চুপ ক'রব। জোর গলায় ব'লব। করুক্ না অরা, কি ক'রবে! আমিও বাপের ব্যাটা। দেখব!"

সেদিন বিপিন কিছুই দেখিতে পাইল না। কিন্তু পরদিন প্রাতে দনের মাছ তুলিতে গিয়া দেখিল, সেখানে দন্ নাই। দনের দড়িটা কে ছিন্ন ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে। ইহা যে পাড়ার লোকের আক্রোশ ভিন্ন আর কিছু নয়, তাহা বিপিন স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। কিন্তু পাড়ার লোকের কে-ই বা এমন করিল। এ নিশ্চয় জগা কি বঙ্কার কাজ। সেই দু' ব্যাটা দস্যু ভিন্ন সব সময় পরের পিছনে কে লাগে? বিপিনের সমস্ত দেহটা রাগে কাঁপিয়া উঠিল। সে যদি এখুনি এখানে সেই দুর্বৃত্তদিগকে পাইত, তবে নিশ্চয়ই বিপিন বারিকের রাগের বহরটা বুঝাইয়া দিত। বিপিন দাঁতে দাঁত চাপিয়া নিস্তব্ধে নৌকার দিকে চলিল। কিন্তু নৌকায় উঠিয়াই মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সে যেন ঝটিকার পূর্বক্ষণের ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা। নৌকার বাঁশ, দাঁড়, হাল সব ভাঙ্গিয়া কে চুরমার করিয়া

রাখিয়াছে। নৌকার খোলে একটা মাছ রাখিবার হাঁড়ি ছিল, সেটাকে ভাঙিতেও ব্যাটারা বাকী রাখে নাই। বিপিনের রাগটা অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহার শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে বহিয়া গেল একটা অগ্নিস্রোত। মাথার রুক্ষ তেলহীন চুলগুলা দলিত সাপের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। বিপিন শিবুর দোকানের দিকে ঝড়ের মত ছুটিয়া চলিল।

তিনু ঘরে আছে, বঙ্কা মাছ বেচিতে গিয়াছে ও জগা বিপিনের রাগের পরিমাণটা একটু উপভোগ করিবার জন্য বিপিনের অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে আসিয়া শিবুর দোকানে বসিয়াছে। বিপিনের প্রতি যাহারা এই অত্যাচার করিয়াছে, তাহারা আর কেহ নয়, পাড়ার লোক। তবে জগা ও বঙ্কার নেতৃত্বে। তিনু বুড়ো মানুষ, দু'একবার বাধা দিয়াছিল। কিন্তু ছেলেদের সাথে আর তর্ক করিয়া পারে নাই। বিপিনকে সায়েস্তা না করিতে পারিলে পাড়ার অপমান, জাতির অপমান, জন্মের অপমান। অতএব তিনুও মত দিয়াছে। তিনুর অমত খুব বেশী নাই, তবে কেমন একটু দুর্বলতা।

বিপিন ছুটিয়া আসিতে আসিতে বলিল, "দেখ্ছ সাঙ্গাৎ, ব্যাপারটা শালাদের? দেখা যে পাইনে একবার! রক্তে সান্ ক'রে ছাড়তাম। পাড়ার লোকে কি ক'র্বে, আমার আইন আছে, আদালত আছে!"

জগা বিপিনকে দেখিয়া শিবুর দোকানের দালানে উল্টা দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল, এবার বলিল, "কে তোমার কি কচ্ছে যে অমন গাল পাড়্ছ?"

বিপিন এতোক্ষণ জগাকে দেখে নাই। এইবার জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "কি কচ্ছে, শালারা যেন জানেনি! সব শালাকে আমি দেখ্ব!"

জগা বলিল, "খবরদার বল্ছি, শালা শালা ক'রো না।"

বিপিন আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সে একদম জগার গায়ের কাছে আসিয়া বলিল, "কি ব'ল্‌ব তবে? ফুল দিয়ে পূজা করব! শালারা ছোট লোক!"

জগা মুখে হটিবার পাত্র নয়। বলিল, "আমরা তো ছোট লোক। তুই শালা যে চোর!"

বিপিন জগার গা ঘেঁসিয়া বলিল, "খবরদার, চোর বলিস নে, ব'ল্‌ছি।"

—"তোকে ভয় না কি! খুব ক'রব, ব'ল্‌ব।"

"খুব ক'রবি ব'ল্‌বি?" বলিয়াই বিপিন জগার মাথার চুলের মুটি ধরিয়া পিঠে গোটাকয় কিল বসাইয়া দিল। জগা মুখে যাহাই করুক, গায়ের জোরে বিপিনের কাছে শিশু। বিপিনের বলিষ্ঠ সাঁড়াশীর মত হাতের মুঠার মধ্যে দুর্বল ও ক্ষীণকায় জগা ভয়ে আর্তনাদ করিতে লাগিল। শিবু ছুটিয়া আসিয়া বিপিনের হাত হইতে জগাকে বাঁচাইবার জন্য বিপিনের হাত দু'টা ধরিয়া ফেলিতে বিপিন ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে জগাকে ছাড়িয়া দিল। ছাড়া পাইয়া জগা যখন দেখিল যে, শিবু বিপিনের সাম্‌নে আসিয়া তাহাকে বাধা দিতেছে, সে তখন বিপিনের পূর্বপুরুষগণকে পৃথিবীতে আসিয়া নানা খাদ্যাখাদ্য খাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিতে লাগিল। জগা গালি দিতে দিতে বাড়ী ফিরিলে শিবু বিপিনকে থামাইয়া বসাইল দোকানে।

কিরণ ঘরের উঠানে ঝাঁট দিতেছিল। বিপিনের সাড়া পাইয়া বলিল, "আজ পড়েনি বুঝি কিছু? রোজ কি আর পড়ে?"

বিপিনের রাগ অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল, বলিল, "প'ড়্‌ত বৈ কি! দনটা ছিঁড়ে দিয়ে ম'র্‌ছে, আর প'ড়্‌বে কোথা থেকে? শয়তানটাকে আরো ঘা-কয় দিতে পার্‌লে গায়ের জ্বালা মিট্‌ত!"

কিরণ ভয় পাইয়া বলিল, "কাকে গো ?"

—"জগাকে। বেশী দিতে পার্‌লাম না যে !"

কিরণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। "জগাকে মারলে ? সত্যি, তোমার কি এতোটুকুও ভয়-ডর নেই ! তাদের দলে অত লোক, তুমি একলা। কোন্ সাহসে মার্‌লে তুমি তাকে ?"

ভয়ে কিরণের বুকের ভিতরটা জমাট বাঁধিয়া যাইতেছিল। তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বিপিন একটু উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিল, "নইলে আস্কারা পেয়ে যাবে যে !"

সেদিন সারা সকালটা ভয়ে কিরণের কোন কাজেই মন বসিল না। তাহার এই বিচারবুদ্ধিহীন স্বামীটিকে লইয়া সে কি করে ?

বিপিন বাঁশ, দাঁড় ও হাল জোগাড় করিয়া ফেলিল আবার। সমস্ত ঘরেই ছিল। আবার আজও তাহারা সন্ধ্যার মুখামুখি নদীতে মাছ ধরিতে বাহির হইবে।

অন্ধকার আকাশে মেঘ জমিয়াছে। নদীর উপরেও অন্ধকারেব সমারোহ। গাঢ় অন্ধকার। নদীতে আর কেহই নাই। কিরণ ও বিপিন মাছ ধরিতেছে।

হঠাৎ কিরণ চমকিত হইয়া বলিল, "কিসের শব্দ ?"

—"কই ?"

—"অই যে !"

বিপিন কাণ পাতিয়া বলিল, "দাঁড়ের। অরা বোধ হয় মাছ ধ'রতে আস্‌তেছে।"

কিরণ বলিল, "না গো, না, এ যে আমাদের চার দিকে। অরা আমাদের মার্‌বে তাই ঘিরে ফেল্‌ছে।" কিরণ ভয়ে জড়াইয়া বলিল, "অরা আমাদের খুন ক'র্‌বে। আমরা পালাই চল। কি ক'রে পালাই ?"

সকালের ঘটনাটা বিপিনের মনে পড়িল। তাই এই অন্ধকার রাত্রে সকলে মিলিয়া তাহাকে মারিতে আসিয়াছে। প্রতিশোধ। খুন করিবে। বিশ্বাস কি? অন্ধকার, নির্জন। খুন করিলে উপায়?

বিপিন নিরুপায় হইয়া হাতের বাঁশটা শক্ত করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিরণ কাঁদিয়া ফেলিল, "কি হবে?"

বিপিন কোনো উত্তর দিল না।

নৌকাগুলি তিন দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের দাঁড়ের শব্দ কিরণের কথার উত্তর দিল।

'কি হবে?'...

'খুন!'...

পঁয়ত্রিশ

লক্ষ্মী রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়াছিল। বঙ্কু সন্ধ্যার সময় পাড়ার দিকে বাহির হইয়াছে। লক্ষ্মীর পাশে মিটিমিটি করিয়া একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছে। ভাতের হাঁড়ির ফুটন্ত জলের টগবগ শব্দ ও আগুনে আশুষ্ক কাঠ পুড়িবার শোঁ শোঁ সাড়া ভিন্ন আর কিছুই নাই। লক্ষ্মী এক মনে উনানের ভিতরে আগুনের নৃত্যলীলা দেখিতেছে। হঠাৎ এমন সময় বঙ্কু ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "বউ?"

বঙ্কুর গলায় একটা অব্যক্ত আর্ততা ও ভীতি।

লক্ষ্মী ভয় পাইয়া বলিল, "কি?"

—"আমার লাঠিটা কই?"

বঙ্কুর ব্যস্ততা দেখিয়া লক্ষ্মী বলিল, "লাঠি কি হবে? সাপ মার্‌বে?"

—"না গো না।"

—"তবে?"

বলিয়া স্বামীর উত্তর শুনিবার আগেই লক্ষ্মী লাঠিটা কপাটের কোণ হইতে বাহির করিয়া আনিল। বঙ্কু বলিল, "অবা দাদাকে মারবে!"

—"মারবে?"

—"হ্যাঁ, খুন ক'রে মারবে। দুপুরে আমি শুনেছি। তখন বিশ্বাস করিনি। এখন শুন্‌লাম, সবাই নাকি নদীতে তাকে ঘেরতে গেছে।"

বঙ্কু লক্ষ্মীর হাত হইতে লাঠিটা ছিনাইয়া লইয়া বলিল, "আমি যাই।"

লক্ষ্মী বন্নুর হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "তুমি কোথা যাবে?"

—"দাদা আর বৌকে বাঁচাতে।"

বন্নু ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

লক্ষ্মীও বন্নুর পিছনে পিছনে কতকটা ছুটিয়া আসিল। কিন্তু মুহূর্তেই বন্নু কোথায় অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। লক্ষ্মী ভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। উনানের ভাত ফুটিয়া যে অবশেষে চুঁয়িয়া গেল, সেদিকে তাহার খেয়ালই রহিল না।

লাঠি হাতে বন্নু অন্ধকারের মধ্যে ঝড়ের মত ছুটিয়া চলিল। তাহার পায়ের তলার মাটির স্পর্শও সে পাইতেছে না। চতুর্দিকে অন্ধকার। পথের ধারের গাছ-পালাগুলি যেন সব ষড়যন্ত্র করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে!

বন্নু ছুটিয়া নদী পাড়ের বাবলা বনটার মধ্যে ঢুকিল। এই বাবলা বন নদী-তীরে একেবারে নদীর গা ঘেঁষিয়া প্রায় এক মাইল বিস্তৃত। বাব্‌লা গাছ ছাড়াও অনেক গাছ আছে। খেজুর, শ্যাওড়া, কালি, কলঞ্চি প্রভৃতি গাছ ঘেঁসাঘেঁসি করিতেছে জাতি ও শ্রেণী নির্বিশেষে। তার পর সেই সমস্ত গাছগুলিকে পরস্পরের সহিত জড়াইয়া রাখিয়াছে অনামিকা অপরিচিতা কতো লতা!

বন্নু সেই বনের তীরে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার নিজেরই কেমন ভয় করিতেছে। হঠাৎ বন্নুর কাণে আসিল, নদীতে দাঁড়ের শব্দ। বন্নুর সমস্ত ভীতি যেন কোথায় উবিয়া গেল। সে সেই পথহীন দুর্গম বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল উন্মত্তের মতো! বন্নু নদীতীর অবধি পৌঁছিবার জন্য ছুটিতেছে। তাহার আগমনের সাড়া পাইয়া বনের মধ্য দিয়া সাপ, ইঁদুর প্রভৃতি জীবগুলি পলাইতে লাগিল। মাথার উপর দু'-চারটা পাখীও ভয়ে উড়িয়া গেল ঝট্‌পট্‌ শব্দে। বন্নুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। সে নৌকার

দাঁড়ের শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। অন্ধকারে বনের লতা-পাতা বারে বারে বন্নুর পায়ে জড়াইয়া গেল। সে পড়িতে গিয়াও পড়িল না। দু' একটা কাঁটাও যে ফুটিল না, তাহা নহে। তবুও বন্নু ছুটিয়া চলিয়াছে।

অবশেষে বন্নু বনের কিনারে আসিয়া পৌছিল। হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল, কে এক জন লোক একটা লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া আছে তাহারি সম্মুখে। বনবিহারী লোকটাকে চিনিবার জন্ত লাঠিটা হাতে চাপিয়া নিঃশ্বাস চাপিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সে চিনিতে পারিল না। তবে যেন বঙ্কা বলিয়াই মনে হয়। নইলে এরূপ বলিষ্ঠ দেহ আর কাহার? বন্নু একটা গাছের আড়ালে চুপ করিয়া নিঃশ্বাস চাপিয়া দাঁড়াইল। এই লোকটা যে তাহার দাদা ও বৌদিদির পথ আগ্‌লাইয়া রহিয়াছে, একথা বুঝিতে আর বাকী রহিল না।

বন্নু অন্ধকারে চোখ প্রসারিত করিয়া দিল। নৌকাগুলা তখনো প্রায় একশো হাত দূরে। মাঝে একটা নৌকা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এইটা যে দাদার নৌকা সে বিষয়ে বন্নুর এতটুকুও সন্দেহ নাই। বন্নু সেই নৌকাটাকে গাছের আড়াল হইতে লক্ষ্য করিতে লাগিল। তখন পূর্বদিকে চাঁদের ইঙ্গিত জাগিয়াছে। সেই অস্পষ্ট আলোয় বন্নু শুধু নৌকাটা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না।

নৌকাগুলা ক্রমেই আগাইয়া আসিতেছে। বিপিন হাতের একটা বাঁশ লইয়া দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইল। কোনো কথা কহিল না। কিরণ বুঝিল, তাহার স্বামী এতোগুলি লোকের সহিত একাই দাঙ্গা করিতে প্রস্তুত। কিরণ ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সে একা, আর ওরা এতোগুলি লোক।

কিরণ বলিল, "তুমি ওদের সঙ্গে পারবে না। পালিয়ে চল।"

—"পালাই কি ক'রে?"

কিরণ বলিল, "এখনও অনেকটা দূরে আছে। আমরা দু'জন চুপিচুপি গাঙে নেমে পড়ি। তার পর সাঁতার দিয়ে উঠব অই ডাঙায়। বনের ভিতর কেউ খুঁজে পাবে না।"

বিপিন কথাটা সমীচীন বলিয়া মনে করিল। চুপি চুপি কিরণ আর বিপিন নদীতে নামিল ও পাছে তাহাদেব কেহ দেখিতে পায়, তাই তাহারা সাঁতার কাটিতে লাগিল ডুবিয়া ডুবিয়া। বিপিন ও কিরণ পাশাপাশি সাঁতার কাটিতেছিল। তীবে উঠিতে মাত্র আর কয়েক গজ বাকী, বিপিন হঠাৎ দেখিল, কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। গাছের ছায়ায় জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোকে সত্যই লোক বলিয়া বিপিন বুঝিতে পারিল না। চুপি চুপি বলিল, "কে দাঁড়িয়ে আছে না?"

"কোথা? উটা তো একটা গাছ," কিরণও বলিল চুপি চুপি। দূর হইতে লোকটাকে কতকটা গাছের মতই দেখাইতেছিল। লোকটা কিন্তু গাছ নয়, লোকটা বঙ্কা। এ দিকের পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বঙ্কা প্রথমে বিপিন ও কিরণকে স্পষ্ট দেখিতে পায় নাই। এতোটুকু মাথাগুলি কেবল জলের উপর জাগিয়া আছে। বিপিন ও কিরণ উভয়েই ধীরে জল হইতে উঠিয়া চরে কাদার উপর হাঁটিতে সুরু করিতেই বঙ্কা তাহাদের দেখিতে পাইল, ও লাঠি হাতে সেই দিকে ছুটিল। বিপিন আবার আগেকার সেই চেহারাটার দিকে চাহিয়া দেখিল, সেটা গাছ নহে। সত্যই মানুষ। কারণ সে ছুটিতে সুরু করিয়াছে। কিরণ সেদিকে লক্ষ্য করে নাই। সে ত্রস্তে তীরের দিকে কাদার উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছিল। বিপিন হঠাৎ কিরণের হাতখানা ধরিয়া থামাইয়া দিয়া বলিল, "কে আস্‌তেছে।"

দুই জনেই শঙ্কিত হইয়া দাঁড়াইল, কি করিবে আর কি না করিবে, খুঁজিয়া পাইল না। লোকটা তীরের গতিতে ছুটিয়া আসিতেছে। বিপিন ও

কিরণ সেদিকে মূঢ়ের মত তাকাইয়া রহিল নির্বাক্ শঙ্কায়। তাহাদের সমস্ত শিরা উপশিরাগুলি মুহূর্তের জন্ম অবশ হইয়া গিয়াছে। লোকটা বিপিনদের অতি কাছেই আসিয়া পড়িল। কিন্তু আর একটি পাও সে নড়িবার আগে একটা আর্তনাদ করিয়া উন্নত নদীর বাঁধ হইতে গড়াইয়া পড়িল একেবারে নীচে এবং কাদায় নিমজ্জিত হইয়া উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বক্কাকে পড়িতে দেখিয়াই বিপিন কিরণের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া সেই কাদার উপর দিয়া ছুটিয়া চলিল। কিন্তু হঠাৎ কিরণ পা পিছলাইয়া বিপিনের হাত ছাড়াইয়া কাদায় পড়িয়া গেল। এতোটুকুও সময় নষ্ট করিবার ছিল না। বিপিন একটু থামিয়াই কিরণকে এক রকম টানিয়া তুলিয়া লইয়া ছুটিল। এই কাদায় পোয়াতি কিরণের ছুটিতে যে যথেষ্ট কষ্ট হইতেছে, তাহা বুঝিতে আর বিপিনের বাকী ছিল না। কিরণের গায়ে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিলেও বিপিনের গায়ের জোরের কাছে তাহা কিছুই নয়। তাহারা ছুটিয়া শুকনা ডাঙায় আসিয়া উভয়ে ফিরিয়া দেখিল, যে লোকটা কাদায় পড়িয়াছিল, সে এখনও উঠিতে পারিতেছে না। বিপিনদের দাঁড়াইবার এতোটুকুও অবকাশ নাই, তাহারা সেই অন্ধকারের মধ্যে ছুটিতে লাগিল।

ঝরা পাতার মচ্‌মচ শব্দে চতুর্দিক ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। পাছে দাদা দেখিতে পায়, এই ভয়ে বন্নু একটা গাছের আড়ালে লুকাইয়া গেল। হঠাৎ বিপিনদের পাশে ঝরা পাতার উপর দিয়া আসিবার শব্দ পাওয়া গেল। বিপিন ও কিরণ শিহরিয়া দাঁড়াইল দু'জনেই। গাছের ফাঁকে যে একটু জ্যোৎস্না আসিতেছিল, তাহা না আসিবার মতোই। কেহই অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। বন্নুর মনে পড়িল দুপুরের ষড়যন্ত্রটা। বক্কা ও জগা দু'জনেই ডাঙায় থাকিবে। বক্কা কাদায় পড়িয়াছে, এ নিশ্চয় জগা। অন্ধকারে জগাকে দেখা গেল না। জগাও যে অন্ধকারে তাহাকে

দেখিতে পাইতেছে, তাহাও মনে হইল না। তবে পাতার শব্দ শুনিয়া মনে হইল, কে যেন তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। সেও নিশ্চয় ইহাদের পায়ের তলার পাতার শব্দ শুনিয়া আসিতেছে। হঠাৎ গাছের পাশ হইতে বন্ধু বাহির হইয়া বলিল, "খবরদার জগা, এগোস্‌নি বল্‌তেছি। এক পা এগুলে জান্ যাবে!"

অন্ধকার নিস্তব্ধ বনতল বন্ধুর কণ্ঠস্বরে যেন কাঁপিয়া উঠিল। অন্ধকারে বন্ধুকেও কেহ দেখিতে পায় নাই। তবে কণ্ঠস্বরে বন্ধুকে কিরণ চিনিতে পারিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, "বন্ধু?"

বন্ধু বলিল, "হ্যাঁ বউ। চল, আর ভয় নেই। জগা ভারী ভীতু, আর আস্‌বে না। আর বঙ্কাকে তো এক ঘায়ে কাদায় পুঁতে দিছি।" বিপিন বন্ধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়াই যেন চাবুক খাইয়া থামিল।

বন্ধু আসিয়া দাঁড়াইল দাদা ও বৌদিদির কাছে। কিরণ জড়াইয়া ধরিল বন্ধুর একটা হাত। বিপিন কোন কথা কহিল না। বন্ধু যেন তাহাকে অপমান করিতে আসিয়াছে!

ছত্রিশ

এতো বড়ো একটা নাটক ঘটিয়া গেল। এমন নাটকীয় ব্যাপার মানুষের জীবনে কদাচিৎ ঘটে। একটি ঘণ্টারও ঘটনা নয়। তাহারা নদীতে মাছ ধরিতেছিল। এমন সময় চারি দিক হইতে আসিল কয়েকখানা নৌকা মৃত্যুর কালো ভয়ঙ্কর ইসারার মতো! তার পর তাহারা প্রাণ বাঁচাইবার জন্ম পলাইতে লাগিল। এমন সময় আবার একটা নাটকীয় ব্যাপার—বন্ধু আসিল তাহাদিগকে বাঁচাইতে। বন্ধুর সাহসে ও সাহায্যে কিরণ ও বিপিন এ যাত্রা এই সমাগত বিপদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইল।

কিন্তু জীবনের এতো বড়ো অকল্পিত একটা নাটককে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিবার মতো শক্তি ছিল না বিপিনের। কিরণ আতঙ্কের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া সাময়িক আনন্দের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া বন্ধুর হাত ধরিয়া আগাইয়া 'চলিয়াছে। সে কোনও কথা মুখে না বলিলেও তাহার হাতের কোমল স্পর্শের মধ্যে কতো বেদনা, আনন্দ ও অভিমান যে স্পন্দিত হইতেছে, বন্ধু তাহা নিজের দেহের রক্তে-মাংসে এবং মনে-প্রাণে অনুভব করিতে পারে। তাহারা সকলেই দ্রুতপায় চলিতেছিল। এই অন্ধকার বনের মধ্যে এখনো যেন বিপদটা প্রেতায়িত হইয়া ফিরিতেছে! কাহারো মুখে কোনও কথা নাই। সকলের পায়ে দ্রুতগতি।

বন্ধুর মনের মধ্যে একটা অপূর্ব পুলক দোলা দিতেছে। সে কিরণের কাছে যেমন আদর ও ধন্তবাদ পাইয়াছে, দাদার কাছেও তেমনি পাইবে

এই আশাই করিতেছিল। যে দাদার কাছে সে পর হইয়া গিয়াছে, সেই দাদার সে আজ আপনার হইয়া উঠিবে! পূর্বের সমস্ত বিচ্ছেদ, সমস্ত গ্লানি আজ চুকিয়া যাইবে! দাদা আর বৌদিদির এতো বড়ো বিপদে আসিয়া সে সাহায্য করিয়াছে, ইহাতেও কি তাহার দোষ-ত্রুটির ক্ষতিপূরণ হইবে না! নিজের গৌরব এবং সমাগত আনন্দের ঘনীভূত রূপটা বন্ধু নীরবে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছে। আর কিরণ?

কিরণকে মুহূর্ত পূর্বে ভীতিটা যেমন সম্পূর্ণভাবে পাইয়া বসিয়াছিল, বর্তমানের আনন্দটাও তেমনি সম্পূর্ণভাবে পাইয়া বসিয়াছে। সে বন্ধুর হাতটা ছাড়িয়া দিয়া হাঁটিয়া চলিতেছে দ্রুত। তাহার বাম দিকে স্বামী, ডান দিকে ঠাকুরপো, মাথার উপরে নিস্তব্ধ আকাশ, পায়ের তলায় মুহ্যমান ধরণী। এ যেন তাহার পূর্বের সেই সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র সংসারটির প্রতিরূপ। কিরণের জীবনের আশা এবং পরিকল্পনা! ইহাই তাহাব সমস্ত প্রয়াসের পরিপূর্ণতা!...আর বিপিন?

সে নীরব, নির্জীব। সেও হাঁটিয়া চলিতেছে, কিরণ আর বন্ধুর সঙ্গে, সমান তালে, সমান তেজে। কিন্তু সে চলার মধ্যে প্রাণ নাই,—একটা নির্জীব যন্ত্রের চলার মতো তাহার গতি! সেই বিপদের সম্মুখে তাহার যে শক্তি এবং সাহস ছিল, বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তাহার একটি কণাও অবশিষ্ট নাই! কিরণ আর বন্ধু যে-আনন্দের স্বপ্নে বিভোর, বিপিন নিজের দেহে-মনে তাহার এতোটুকু আভাসও পাইল না। বিপিন বুঝিতে পারিল না, কোথায় কি ঘটিয়া গিয়াছে। শুধু বুঝিল, সে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। তাহার বিরাট শক্তিমান একটা সত্তা যেন কিসের আঘাতে মুসড়িয়া ম্রিয়মাণ হইয়া আর্তনাদ করিতেছে। বিপিন অনুভব করিল, মনের অন্ধকারে একটা দুর্বোধ্য আকুলতা, অদ্ভুত, অস্পষ্ট। তাহার দেহের মধ্যে কে যেন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে! বিপিন কি করিলে সে যন্ত্রণার হাত হইতে

অব্যাহতি পাইবে, কিম্বা সে যন্ত্রণার আসল রূপটি কি, তাহা আদৌ বুঝিতে পারিল না। শুধু সেই অনুভূতিটাকে দমন করিবার জন্য দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলিকে সংযত ও সঙ্কুচিত করিতে চাহিল। কিন্তু তাহাতেও কোনও ফল হইল না। সে এবার স্পষ্ট অনুভব করিল, এ যেন তাহার নিজের মৃত্যু যন্ত্রণা, তাহার বিরাট সত্তার এবং সমস্ত প্রবৃত্তির! সে কিরণের আড়ালে আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিয়া চলিতে লাগিল। একটিবারও বন্নুর দিকে তাকাইল না।

তাহারা নদীতীরের বনাংশ পার হইয়া একটা রাস্তার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বিপিন এবার কথা কহিল। তাহার কণ্ঠস্বর অতি দুর্বল এবং জড়িত—"আমি যাই, শিবু সাণ্ডাতের কাছে। থানায় জানাতে যাব, নাহ'লে ব্যাটাদের আক্কেল হবে না।"

বিপিন আর একটি কথাও বলিল না বা কিরণ এবং বন্নুকে বলিতে অবকাশ দিল না। রাস্তার মোড় বাঁকিয়া অত্যন্ত দ্রুতপায় চলিতে লাগিল। কিরণ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু বিপিনের ত্বরা এবং ব্যস্ততা দেখিয়া কিছুই বলিতে সাহস পাইল না, শুধু একটিবার বন্নুর মুখের দিকে কাতরভাবে তাকাইয়া বলিল, "একলাটি যাবে?"

বন্নু অন্যমনস্কভাবে বলিল, "যাক্।"

বন্নু ভাবিতেছিল, কিন্তু তাহার অন্যমনস্কতা কিরণের কাছে ধরা পড়িল না।

কিরণ বলিল, "আমার ভারী ভয় করে! তুই না এলে কি যে হোতো, তা মা গঙ্গাই জানে!"

বন্নু কিরণের কথার কোনও জবাব দিল না। তখনও সে ভাবিতেছিল, ভাবনার মধ্যে অর্ধেকটা ডুবিয়া থাকিয়া বলিল, "কি আর হ'তো! যাই, লক্ষ্মী একলাটি আছে।"

কিরণ এতোক্ষণ লক্ষ্মীর অস্তিত্ব একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। এতোক্ষণ তাহার মনে হইতেছিল, বন্নু যেন তাহাদের আগেকার সেই বন্নু; তাহার জীবনে কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই, নূতন কোনও বন্ধন আসে নাই, পুরাতনগুলিও সমস্তই সুদৃঢ় আছে। কিরণের সম্মুখে একটা ব্যবধান গুহার মতো মুখব্যাদন করিয়া দেখা দিল। কিরণ তাহার চোখের কোণ দু'টা কুঞ্চিত করিয়া একটা ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া বলিল, "হুঁ, মেয়েটা ভারী ভীতু।"

বন্নু সে কথার কোনও উত্তর দিল না। কিরণের কথাটাও তাহার কাণে স্পষ্ট পৌঁছায় নাই। শুধু বন্নু বুঝিয়াছিল যে, কিরণ কি বলিতেছে। বলুক্। কিরণের সহিত কথা কহিতে বন্নুর বিরক্তি বোধ হইতেছিল। সে বাড়ী ফিরিবার যে কারণটা দেখাইয়াছিল, তাহাও আংশিক মিথ্যা। লক্ষ্মীর ভীতির জন্য এত তাড়াতাড়ি ফিরিতে চাওয়াটা বন্নুর কাছে অস্বাভাবিক না হইলেও, অসাময়িক। বন্নু আর কোনও বাক্যব্যয় করিল না। নিজের চিন্তার মধ্যে আপনাকে অসহায়ের মতো ভাসাইয়া দিয়া চলিতে লাগিল। কিরণও নীরব। বন্নুর অপর একটা সংসারের অস্তিত্বের কথা তাহার মনে আসিতেই সে আহত হইয়া নিজের মধ্যে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়া স্থির করিতেছে। কিরণ ও বন্নু দু'জনে দু'জনের পাশাপাশি, অত্যন্ত পাশে। কিন্তু তবু দু'জনে দু'জনের চিন্তাকে নিজের মধ্যে লুকাইতে ব্যস্ত এবং পাছে অপরে তাহার সন্ধান পায়, এই ভয়ে ভীত।

বন্নু বঙ্কাকে পাঁকের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া এবং জগাকে সেই অন্ধকার বনের মধ্যে ধমক দিয়া বেশ গৌরব এবং আনন্দলাভ করিয়াছে। সে দাদার উপকার করিয়াছে, দাদার সহিত যে সমস্ত কুব্যবহার সে করিয়াছে, ইহাতে তাহার লাঘব হইবে। দাদাও খুশী হইয়া তাহাকে ক্ষমা করিবে।

কিন্তু সে গৌরব ও আনন্দের অনুভূতিটা ধীরে ধীরে কর্পূরের মতো উবিয়া গেল। সে প্রতিটি মুহূর্তে ব্যগ্রতার সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিল, এবার দাদা তাহার সহিত কথা কহিবে। কিন্তু মুহূর্তের পর মুহূর্ত গেল, দাদা কিছুই কহিল না। অবশেষে সে যখন শিবু সাঙাতের বাড়ীর উদ্দেশে চলিয়া গেল, অথচ বনুর সঙ্গে একটি কথাও কহিল না, তখন চোখের শাদা অংশের পিছনে আসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল বনুর সমস্ত মনটা। লজ্জায়, অপমানে, রাগে ও অভিমানে তাহার সমস্ত দেহ-মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে আর সহ্য করিতে পারিল না। কিরণের অস্তিত্বটা তাহার অতি বিশ্রী লাগিতেছে। কিরণের তো দূরের কথা, নিজের অস্তিত্বটাও!...

এবার বনু এবং কিরণ বনুদের বাড়ীতে যাওয়ার রাস্তার উপর আসিয়া পৌছিয়াছে। বনু বলিল, "তুমি ঘরে যাও বৌ। ভয় নেই, দাদা এক্‌খুনি এসে পড়বে।"

কিরণ সে কথার কোনো জবাব দিল না। বনু আর একটি মুহূর্তও সেখানে না দাঁড়াইয়া বাড়ীর দিকে চলিল। কিরণও চলিল নিজের বাড়ীর দিকে। বনু যেন কিরণকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিতেছে! অভিমানে ও বেদনায় কিরণের সমস্ত মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। লক্ষ্মী ভীতু, তাই বনু তাহার কাছে চলিয়া গেল। আর, তাহাকে নিজের সঙ্গে যাইতে একটিবারও বলিল না! অথচ এই বনু তাহার পাশে পাশে রাত্রি-দিন না থাকিলে এক দিনও খুশী হইত না! অভিমানে কিরণের বুকের মধ্যে একটা পাষাণের ভার বোধ হইল। সে ছুটিয়া কোনওরূপে ঘরে পৌছিয়া তালা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিল।

ঘরের ভিতরের অন্ধকারটা যেন কিরণের গায়ে আসিয়া লাগিতেছে! কিরণ আলো জ্বালিল না। আলো জ্বালিবার মতো শক্তি বা ইচ্ছা তাহার

ছিল না। তাহার গায়ের কাপড়টা একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। কিরণ কাপড় ছাড়িতে গেল। ঘরের মধ্যে জমাট-বাঁধা অন্ধকারেও কিরণের কোনো অসুবিধা হইল না। ঘরের প্রতিটি স্থান তাহার সুপরিচিত। কিরণ আন্দাজে খুঁজিয়া একটা কাপড় বাহির করিল।

কিরণ কাপড় ছাড়িতে যাইতেছিল, হঠাৎ থামিল। কি বোকা সে! নাঃ, তাহার মাথার ঠিক নাই! তাহার পায়ে হাঁটু অবধি এক রাশি কাদা লাগিয়া আছে, তাহা না ধুইয়াই সে কাপড় পরিতে চলিয়াছে! এতো দুঃখেও কিরণের হাসি পাইল! কাপড়টা সে আন্দাজে একটা বাঁশের উপর তুলিয়া রাখিয়া ঘরে তালা দিয়া পুকুরের দিকে ছুটিল। পাশেই একটা ছোট পুকুর, বর্ষার জলে তাহা এখনও পূর্ণ রহিয়াছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কিরণ তাড়াতাড়ি পা-হাত ধুইয়া ঘরে ফিরিল। এবারেও কিরণ আলো জ্বালিল না, কাপড় ছাড়িয়া কাপড় পরিল অন্ধকারে। কিরণ ঘাটে পরা কাপড়টা কাচিয়া আনিয়াছিল। অন্ধকারেই একটা বাঁশের উপর তাহা সে মেলিয়া দিল। তাহার মনে হইতেছিল, সমস্ত দেহের মধ্যে যেন একটা বেদনা। হাতগুলা কেমন ক্লান্ত এবং শিথিল। পা দু'টা অত্যন্ত ভারী। কোমরের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করিয়া সমস্ত দেহটা যেন দুলিয়া উঠিল। কিরণ মুহূর্তে শিথিল হাত দিয়া দেহটাকে বেড়িয়া সংযত হইয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিল এবং অন্ধকারের মধ্যেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিসের এই যন্ত্রণা, কিরণ তাহা এতোটুকুও বুঝিতে পারিল না। দুর্বলতায় তাহার চোখ দু'টা নিজের অতর্কিতেই বন্ধ হইয়া আসিতেছে। কিরণ চোখ মেলিয়া চাহিবার কোনো চেষ্টা না করিয়া যন্ত্রণাটাকে সহ্য করিতে লাগিল। এবার ধীরে ধীরে যন্ত্রণার তীব্র আক্রমণটা কমিয়া আসিতেছে। কিরণ একটু আশ্বাসের সহিত চোখ মেলিল। কিন্তু আবার

অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল পর মুহূর্তেই। যাহা সে কোনো দিন কল্পনাও করে নাই, তাই তাহার মনে আসিয়া জাগিয়াছে! কিরণের সারা মুখের উপর দিয়া অন্ধকার খেলিয়া গেল। সে আর্তনাদ করিয়া উঠিল, যন্ত্রণায় নয়, ভয়ে। কিরণের যন্ত্রণাটা একেবারে কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু কিরণ ভয়ে আর্তনাদ না করিয়া পারিল না! কিসের যন্ত্রণা?

কিরণের সমস্ত দেহটা ভয়ে এবং ব্যাকুলতায় কাঁপিতেছিল। আর একটি পলকও দাঁড়াইয়া থাকিবার মতো ক্ষমতা তাহার ছিল না। কিসের এ যন্ত্রণা···কিরণ ভাবিতে গিয়া শিহরিয়া উঠিল। তবে কি সত্যই এতো সাধনা এমনি ভয়ঙ্কর ভাবে ফুরাইবে? কিরণের দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। কতো কামনা, কতো সাধনা, কতো কল্পনা—সমস্ত শেষ হইবে এমনি ব্যর্থতায়? কিরণ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। চারি দিকে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া জটলা করিতেছে। কিরণ কাহার সাহায্য চায়? এই দুর্বল মুহূর্তে সে কাহাকে ডাকে? কাহাকে সমস্ত কথা জানায়? কেই বা তাহাকে এই আসন্ন বিপদের হাত হইতে রক্ষা করে? বিপিনও নাই যে কিরণ তাহাকে জানায়। কিরণ অনুভব করিল, একটা দুঃসহ দুর্বলতা সমস্ত দেহ ও মন ছাইয়া আসিতেছে। যেন একটি পলকও দাঁড়াইবার মতো শক্তি নাই! সে বুঝি এখানেই মাটিতে পড়িয়া মূর্ছা যাইবে!

কিরণ কান্না থামাইয়া দেওয়ালের আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং টলিতে-টলিতে সেই অন্ধকারেই ঘরের মধ্যে চলিল। ঘরের মধ্যে একটা বিছানা-মেলা ছিল। এ বিছানাটা এমনি ভাবে অধিকাংশ সময়ই মেলা থাকে। কিরণ পায়ের তলায় বিছানার স্পর্শ পাইয়া ধীরে ধীরে তাহার উপর শুইল। দেহকে এতোটুকু পীড়া বা দোলা দিতেও তাহার ভয় হইতেছে!

কিরণ সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া থাকিয়া নিজেকে নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত করিতে লাগিল। সে স্থির হইয়া একবার অনুভব করিল, আর কোনো যন্ত্রণা হইতেছে কি না। কিন্তু যন্ত্রণা হইতেছে কি হইতেছে না, তাহা যেন ঠিক বুঝিতে পারিল না। সে কয়েক মুহূর্ত নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে সজাগ করিয়া পড়িয়া রহিল। এবার বুঝিল, না, কোনো যন্ত্রণা হইতেছে না। কোমরের তলার ছেঁড়া কাঁথাটা তাহার কাছে আজ অত্যন্ত কঠিন লাগিতেছে।

নিজের দেহটাকে অতি সাবধানে রক্ষা করিয়া কিরণ প্রত্যেকটি নিশ্বাস অতি ধীরে-ধীরে ফেলিল। এমন কি, মাঝে মাঝে কিরণ নিশ্বাস বন্ধ করিয়া পড়িয়া থাকিল! পাছে ঘন-ঘন নিশ্বাস লইলে পেটে চাপ পড়ে, দোলা লাগে। ভগবান্! কিরণ আবার বেশীক্ষণ নিশ্বাস আটকাইয়া পড়িয়া থাকিতেও সাহস পায় না। সে হাঁপাইতে থাকে এবং সারা শরীরটা কাঁপিয়া উঠে। এই কম্পনকে কিরণের ভারী ভয় হয়। কিরণ স্বাভাবিক ভাবে নিশ্বাস লইতে চায়। কিন্তু বুঝিতে পারে না, নিশ্বাসটা ঠিক স্বাভাবিক ভাবে লওয়া হইতেছে, কি হইতেছে না!··· কতকটা লইলে স্বাভাবিক হইবে, কতোটা লইলে হইবে না।

কিরণ কয়েক মুহূর্ত স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল। তন্দ্রায় তাহার দুর্বল চোখ দু'টা জড়াইয়া আসিতেছে। কিরণ নিজেও ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু পর-মুহূর্তে চমকিয়া সে জাগিয়া উঠিয়া অনুভব করিল যন্ত্রণা হইতেছে কি না। মনে হইল, বুঝি যন্ত্রণা হইতেছে। নইলে তাহাব তন্দ্রা ভাঙিল কেন? কিন্তু কিরণ যন্ত্রণার এতোটুকুও অনুভূতি বা আভাস পাইল না। সে স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল। কোমরের তলায় কাঁথার একটা কঠিন তুলার ক্ষুদ্র পিণ্ড বিঁধিয়া যাইতেছে। কিরণের ইচ্ছা হইল, সে

কোমরটাকে একটু সরাইয়া লয়, কিন্তু ভয়ে কোমর এতোটুকুও নাড়িতে সাহস পাইল না।

সে চোখ বুজিয়া কাতর ভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিল,—হে বনকুমার! তোমার দান কি তুমি এমনি করিয়াই ফিরিয়া লইবে? তবে কেন আশা দিলে? কেন এতো সান্ত্বনা দিলে? ওগো নিষ্ঠুর দেবতা···কিরণের চোখ দু'টি বেদনায় ও অভিমানে ভরিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা হইল, সে একবার হাত যোড় করিয়া বনকুমারকে প্রণাম জানায়। কিন্তু সাহস করিয়া সে হাত দু'টি তুলিতে পারিল না। পাছে দেহটা নাড়া পায়! কিরণের চোখের কোণ বহিয়া অশ্রুর ফোঁটাগুলি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত স্রোতের মত ঘরের সেই গাঢ় অন্ধকার বাহিয়া চলিয়াছে। বিপিন এখনো আসে নাই। কিরণ চমকিয়া উঠিল, তাই তো, সে ঘরের দোরে তো খিল দেয় নাই! যদি চোর আসে? কিম্বা বঙ্কা···জগা···? একটা তপ্ত রক্তস্রোতে কিরণের মস্তিষ্কটা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কিরণ উঠিয়া দোর বন্ধ করিতে যাইবে স্থির করিল। কিন্তু উঠিতে ইচ্ছা হইল না, সাহসও হইল না। তাছাড়া, বিপিন আসিলে আবার দোর খুলিতে উঠিতে হইবে। শরীরকে এতোটুকুও নাড়াইতে তাহার ভয় করিতেছে। কিরণ কম্পিত বুকে স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল।

ঘরের ভিতর নিস্তব্ধ ভাবটা যেন জটলা করিয়া মরিতেছে। অন্ধকার কুণ্ডলি পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতেছে। কিরণ এবার অনুভব করিল, শরীরে আর কোনো যন্ত্রণা নাই। অনেকক্ষণ চুপ্‌চাপ্ পড়িয়া থাকিয়া পরে আবার বনকুমারকে প্রণাম জানাইয়া সে অতি সাবধানে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

এমনি ভাবে কাটিল অনেকক্ষণ। হঠাৎ কিরণের দেহ ও মনকে সম্পূর্ণ শিথিল করিয়া দিয়া বহিয়া গেল একটা ভয়। তাহার স্বামী কোথায় গেল? এই রাত্রে…একা? এখনো সে ফিরিল না কেন? কিরণ আরো অনেকক্ষণ কাণ পাতিয়া চুপ্‌চাপ্‌ পড়িয়া রহিল, কিন্তু কাহারো পায়ের শব্দ শোনা গেল না। আর স্থির হইয়া পড়িয়া থাকিবার ক্ষমতা ছিল না তাহাব। পাড়ার সকলেই কম-বেশী তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে। পথে একলা পাইয়া তাহার স্বামীকে যদি…কিরণের দেহের রক্ত-স্রোত তীব্র ও ত্বরিত হইয়া উঠিল। গর্ভস্থ-সন্তানের কথা একেবারে না ভুলিলেও বা তাহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে না পারিলেও সে অতি সাবধানে নিজের দেহেব সমস্ত রন্ধ্রগুলি সংযত ও সংহৃত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর দুর্বল ও ভীত-হস্তে ঘরে তালা বন্ধ করিয়া চলিল বন্নুর উদ্দেশে।

বন্নুদের ঘবে তখনো কেরোসিনের ধোঁয়াটে আলো ভূতের মতো জ্বলিতেছিল। সেই আলোয় বসিয়া আছে বন্নু ও লক্ষ্মী। দু'জনেই চুপ্‌চাপ্‌। লক্ষ্মীর মুখ গম্ভীর,—বন্নুরও। কিরণের একটা আব্‌ছা ছায়ার মতো ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই ভীত-কণ্ঠে ডাকিল, "বন্নু?"

বন্নু চমকিয়া উঠিল। "তুমি? একলা?"

—"হ্যাঁ। যা'না ভাই একটু পাড়ার দিকে। তোর দাদা যে এখনো আসে-নি! উ শয়তানগুলার তরে যে…" কিবণ শিহবিয়া চুপ করিল।

—"আস্‌বে, ভয় কি?" বন্নু বসিয়া রহিল, নিরুদ্বেগে।

—"না না, তুই যা ভাই!…" কিরণ আর দাঁড়াইতে সাহস করিল না, লক্ষ্মীকে বলিল, "তোর বিছানাটা কই রে লক্ষ্মী?"

দু'জনেই অবাক্‌ হইল, লক্ষ্মী ও বন্নু, "কেন?"

—"শুয়ে প'ড়্‌ব। আমি আর পারিনে! ওঃ!"

—"তোমার কি হ'লো দিদি?" কিরণের ধূসর মুখখানা কাহারো দৃষ্টি এড়াইল না।

—"বনকুমার জানে বোন! আয় বিছানায়।"

লক্ষ্মী আর কোনো কথা কহিতে ভয় পাইয়া কিরণকে ঘরের বিছানাটা দেখাইয়া দিল। কিরণ ধীরে ধীরে বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া বলিল, "যা ভাই বন্ধু। আমার একলাটি থাক্‌তে বড়ো ভয় করে। জানিনে, হয় তো কি সর্ব্বনাশ হবে।"

লক্ষ্মী ছুটিয়া কিরণের পাশে আসিয়া বসিল। বন্ধু একটা লাঠি হাতে চলিল দাদার উদ্দেশে। তাহার রাগ ও অভিমানটা একেবারে তলাইয়া গিয়াছে একটা সম্ভাবিত অশুভের মধ্যে। তাহা ছাড়া, আর একটা কথা ভয়ঙ্কর ভাবে তাহাব মনে হইতেছিল, লক্ষ্মীরও যদি এমনিটি হয়। লক্ষ্মীও যে···কিন্তু, কি ভীষণ রোগা আর দুর্বল সে! বন্ধুর সমস্ত দেহটা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। কি প্রয়োজন ছিল তাহাব ছেলেমেয়ের? এতো শীঘ্র কেন? বন্ধু একটু লজ্জাও পাইল। তাহার জীবনেব সুগোপন অংশটা যেন কে পৃথিবীতে আসিয়া সকলের কাছে প্রকাশ করিয়া দিবে। কিন্তু বন্ধু পরক্ষণেই নিজের অনুভূতিটাকে একটা স্বপ্নময় চিন্তায় ডুবাইয়া দিল! তাহার ছেলে···তাহার মেয়ে···কতো আদরের···সে তাহাদের পিতা! সৃষ্টির অপরিমিত গৌরবটুকু যে তাহার, তাহার আর লক্ষ্মীর!···

কিরণ শুইয়া যেন একটু শান্তি পাইয়াছে। সেও লক্ষ্মীর কাছে এমনি একটি ইঙ্গিত পাইয়া ব্যাপারটা সমস্তই জানিয়া লইল। কিন্তু কিরণ খুশী হইল না। বুকের ভিতরে কি যেন একটা ক্ষুব্ধতা। সে চুপ্‌চাপ্‌ পড়িয়া থাকিয়া ঘরের অন্ধকারটাকে দেখিতে লাগিল। লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিতেও তাহার বিশ্রী বোধ হইতেছে।

লক্ষ্মী ভাবিতেছিল ভবিষ্যতের কথা। সম্মুখের এই মাসগুলি কেমন করিয়া কতো সাবধানে অজানার মধ্যে সে আগাইবে। তাহার সম্মুখে যেন প্রহেলিকাময় একটা দেশ! সে মা হইবে? উঃ! নাকি ভীষণ যন্ত্রণা সেই চরম মুহূর্তে। কতো মেয়েই না মারা যায়—খেয়া দিয়া সেই ভয়ঙ্কর সময়টুকু পার হতে। তার পরেও আবার কতো অসুখ করে। সে নিজে রোগা, ভারী রোগা। যদি এত সব সহিতে না পারে? যদি তাহার অসুখ করে? যদি সে মারা যায়? ভয়ে লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিল।

কিরণ কথা কহিল, দুর্বল গলায়, "এখনো তারা আসেনি কেন?"

লক্ষ্মী তখনও মৃত্যুর ভয়ঙ্কর স্বপ্নে বিভোর ছিল, কিরণের ডাকে চমকিয়া উঠিল বটে, কিন্তু কিছুই কহিল না। শুধু ভবিষ্যতের কাছে হার মানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় উঠানে শোনা গেল, কাহাদের কণ্ঠস্বর। এক-আধ জন নয়, প্রায় চার-পাঁচ জন লোক! কিরণ উঠিবে ভাবিয়াও উঠিল না। লক্ষ্মী ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, তিনু, শিবু, বিপিন, বনু আর জগা কয়েকটা হারিকেন হাতে উপস্থিত। লক্ষ্মী ঘরের মধ্যে ছুটিয়া আসিয়া ভীত ও বিস্মিত সুরে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিল, "সব্বাই আস্‌ছে গো! কেন বল তো? বুড়ো আর তার ব্যাটা জগা, শিবুদা..."

কিরণ এবার বিছানা না ছাড়িয়া পারিল না। সে সদরের কপাটটার পাশে কাণ উচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পাশে লক্ষ্মীও। তিনু বারিক কথা কহিতেছিল, "যা হবার হ'য়ে গেছে বাবা বিপিন! আর রাগ-ঝগড়া করিস্‌নে। যেমন চিরকাল মিলে-মিশে কাজ ক'রে আইনু, তেমনটি ক'রে যাই। আমার আর ক'দিন বল? আমি মরলে তার পর যা ইচ্ছে তোরা করিস।"

তিনুর কথায় কেহ কোনো উত্তর দিল না। তিনু তাহার সুপুত্র-দিগের উদ্দেশ্যে বলিল, "ই-শালাদের আমি বলি, একটু ভালো হ', ভদ্দর

লোকের মতো চল্। না, শালারা খালি ঝগড়া ক'র্বে! দেখে রাখ্ছে তিনু বারিকের ইয়ে···হারামজাদা সব।"

জগার মাথাটা মাটি স্পর্শ করিতে ছিল, মুহূর্তে সে মাথা তুলিয়া দলিত সর্পের মতো জাগিয়া উঠিল, "শুধু মোদেরই দোষ! বিপিনকা' যে মোদের যাচ্ছেতা ক'রে ব'কল, গালিগালাজ দিল, তার কি?"

বিপিন কি বলিতে যাইতেছিল, তিনু তাহাকে থামাইয়া দিল, "তুই চুপ কর্ বাবা বিপিন। উ-শালাদের কথায় কাণ দিস্ কেন? বঙ্কাকে লাঠির এক ঘা দিছে, বেশ ক'চ্ছে বোনা। অদের কি বল? এখন শুয়ে থাক্বে বিছানায়, আমি শালা ছুটি ইদিক-উদিক। অদের কি?···অদের শুয়ে থাক্লে চলে, রাজার ব্যাটা সব।"

এক মুহূর্ত চুপ্চাপে কাটিল। তিনু আবম্ভ করিল পুনরায়।

—"আর থানায় যেয়ে কি ক'র্বি বিপিন? বাবা, তুই বুঝে দেখ, ই-ব্যাটাদের আক্কেল নেই।"

—"আমি কি ব'ল্ব? বোনাকে জিগ্যেস করো।"

কথাটা কিরণের কাণে আসিতেই কিরণ সচকিত হইল। লক্ষ্মীও কাণ দু'টাকে সতেজ করিয়া তুলিয়াছে। বনু বলিল, "আমি কি ব'লব। দাদা যা ব'ল্বে তাই হবে। দাদার সঙ্গেই তো ঝগড়া অদের।··"

শিবু বলিল, "যাক, আর বেশী ব'কে কি হবে? বুড়ো যখন বল্তেছে, আর তার কথা ঠেলে পাড়ার যে কেউ তোদের সঙ্গে লাগ্তে আস্বে, এমনও নয়। আর ভয় ক'রে কি হবে? কি বল সাঙাৎ।"

—"বেশ তাই।"

সকলেই এমনি একটা মীমাংসার মধ্যে বিদায় লইল। কিরণ ঘরে আসিল বিপিনের সঙ্গে। বহু দিন পরে বিপিন পরোক্ষে বনুর সঙ্গে কথা কহিল।

সাঁইত্রিশ

তার পরে এমনি পরোক্ষে দু'-একটা কথা বিপিন বন্নুর সঙ্গে কহিয়াছে। কিরণ এখন আবার বন্নুদের ওখানে যায়, বন্নুও কিরণের কাছে আসে। লক্ষ্মীও। কিন্তু এই যাওয়া-আসা, কথাবার্তা সত্ত্বেও কোথা দিয়া একটা ব্যবধান সকলের মনেই রহিয়া গিয়াছে। কিরণ আগে লক্ষ্মীকে খুবই ভালোবাসিত বা ভালোবাসিতে চাহিত! কিন্তু সেদিন যখন তাহার মুখে আসন্ন-জননী হওয়ার সংবাদটা সে পাইল, তখনই যেন সে একটি মুহূর্তে পূর্বের সমস্ত স্নেহ-মমতা নিঃশেষে ভুলিয়া গেল। কেন যে এমনটি হইল, কিরণ তাহা জানিল না, জানিতে চাহিলও না। শুধু সে জানিল, লক্ষ্মীকে তাহার ভালো লাগে না।

কিরণ মাঝে-মাঝে বন্নুর দিকে তাকায়, দেখে তাহার মধ্যে একটি রূপ, যে রূপের সন্ধান কিরণ এতো দিন পায় নাই, পাইবে বলিয়া ভাবেও নাই। কিরণ বন্নুর মুখের দিকে নির্নিমেষে তাকায়। তাহার আদরের বন্নু, সে হইবে সন্তানের পিতা! কিরণ নিজের বুকের মধ্যে অসহ্য একটা যন্ত্রণা অনুভব করে। তাহার মনে হয়, তাহার বুকের মধ্যে কি একটা বস্তু যেন মৃত্যু-যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে। কিরণ অজানা অস্পষ্ট একটা ব্যথায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কিরণ আগে বিপিনকে পীড়াপীড়ি করিত—বন্নুকে ক্ষমা করিতে, তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে। কিন্তু এখন আর করে না।

বন্ধুও মাঝে-মাঝে কিরণের কাছে আসে। কিন্তু তাহার মনে হয়, এই কুঁড়ে ঘরখানার প্রতিটি তৃণে, প্রতিটি মাটির কণাতেও যেন তাহার অপমানের বিষ লাগিয়া আছে। আগে তাহার দুঃখ হইত। এই রান্নাঘর-খানার দিকে চাহিয়াই মনে হইত, কতো ব্যাথা-বেদনা এখানে পুঞ্জীভূত হইয়া রাত্রিদিন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। কিন্তু আজ আর এ ঘরের দিকে তাকাইয়া তাহার কষ্ট হয় না। রাগ হয়, ঘৃণা হয়। এখানেই তো সে সেদিন অপমানিত হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। এই ঘর-খানাই তো তাহার সমস্ত অপমান নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছিল।

বিপিনের মধ্যেও পরিবর্তনটা লক্ষণীয়। সে গম্ভীর। তাহার সমস্ত মুখে কালো কুঞ্চিত বার্ধক্যের ঘনীভূত চিহ্ন। সে কথা কহে, হাসে, কাজ করে—যেন একটা যন্ত্র। আজও সে আগেব মতো নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়ে বিরাট একটা দৈত্যের মতো, আজও তাহার সাঁড়াসির মতো কঠিন দু'টা হাত বড়ো বড়ো মাছগুলিকে করায়ত্ত করে। আজও সে মাঝে মাঝে হো-হো করিয়া হাসে। কিন্তু সমস্তর মধ্যে যেন একটা বিকৃতির ছায়া। সে শক্তি, সে হাসি,—যেন মানুষের নয়, প্রেতের। সত্য সত্যই পূর্বের সে বিপিন একটি দিনের কয়েক মুহূর্তে মরিয়া গিয়াছে। বিপিনের সে সাহস, সে দম্ভ, সে গর্ব আর নাই। এগুলির মধ্যেই ছিল আসল বিপিনের অস্তিত্ব। কিন্তু যেদিন তাহাকে বন্ধুর সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল, সেদিনই বিপিনের অন্তরাত্মার মৃত্যু হইয়াছে। বিপিন আজ একটা ছায়ার মতো পৃথিবীর বুকে ফেরে, মর্মান্তিক অপমানের লজ্জায় ও বেদনায়। মাঝে-মাঝে তাহার বুকের মধ্যে যেন কোন্ প্রেতায়িত কামনা আর্তনাদ করে! বিপিনের চোখ দু'টা জ্বলিয়া উঠে রাগে, লজ্জায়, ঘৃণায়। পর-মুহূর্তে তাহার চোখের সে দীপ্তি নিভিয়া যায়। সে দেখে চারি দিকে পৃথিবীর ভয়ঙ্কর অস্তিত্ব।

মাঠ, ঘাট, আলো, বাতাস, আকাশ, নদী, আর হাজার হাজার মানুষ। তাহার অন্তরের মরা-মানুষটা একটা প্রেতের মতো আত্মগোপন করে। বিপিন হাসে, কাজ করে, কথা কয়।

মাঝে-মাঝে বিপিন কিরণের মুখের দিকে তাকায়। পর-মুহূর্তে চুপিচুপি দূরে সরিয়া আসে। তাহার লজ্জা করে, নিজের উপর ঘৃণা হয়। একটা কুৎসিত পরাজয়ের গ্লানি সারা দেহে ও মনে লইয়া সে কিরণের সম্মুখে আসিতে সাহস করে না। পাছে কিরণ তাহাকে ঘৃণা করে! অসম্ভব কি। কিরণ তো দূরের কথা, তাহার নিজেরই কতো ঘৃণা হয় নিজের উপর। নিজেকে নিজের কতো ছোট বলিয়া মনে হয়।

কিরণও মাঝে-মাঝে বিপিনের পাশে আসে। কিন্তু ভয়ে ভয়ে পলাইয়া যায়। বিপিন যেন একটা নূতন মানুষ। কিরণের কাছে অনেকটাই তাহার অপরিচিত। কিরণ মাঝে-মাঝে বিপিনকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে। কিন্তু মনে হয়, বিপিনের মুখে যে অন্ধকার, তাহার চেয়ে হাজার গুণ অন্ধকার তাহার মনে। কিরণ শিহরিয়া উঠে, ক্লান্তি ও পরাজয়ের ভারে কাঁদে।

বন্ধুর সঙ্গে প্রথম যখন বিবাদ হইয়াছিল, তখন বিপিন নিজেকে যেমন হাজার কাজের ব্যস্ততায় ডুবাইয়া দিতে চাহিয়াছিল, আজও আবার তেমনিটি করে সে। ঠিক তেমনিটি নয়, তাহার চেয়ে অনেক বেশী। সকাল বেলা সে কোথা হইয়া গোটাকয় তল্‌তা বাঁশ কিনিয়া লইয়া বাড়ী পৌঁছিল। সারা সকাল আর সারা বিকাল তাহা চিরিয়া-ছিলিয়া রাশি রাশি কাঠি তৈয়ার করিয়াছে। তার পর তাল গাছের শাখার গোড়ার অংশ ছেঁচিয়া এক প্রকার সূতার মতো শক্ত জিনিষ বাহির করিয়াছে। রাত্রিতে সুরু হইল সেই কাঠি আর তালের দড়ি দিয়া মাছ ধরিবার যন্ত্রপাতির বুনন।

প্রথম দিন বিপিন অনেক রাত অবধি কাজ করিল, কিরণ আপত্তি করিবে ভাবিয়াও করিল না। কেমন একটা অনিচ্ছা আর অবসাদ তাহার মনটা নিস্তেজ করিয়া দিল। কিরণ বিপিনের অনেক আগেই ঘুমাইল। ভোরে যখন কিরণের ঘুম ভাঙিল, তখনও বিপিন পাশে শুইয়া আছে। কিরণ ভাবিল, সে বিপিনকে কিছু বলে। কিন্তু বলিল না, নীরবে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া গেল।

পরদিনও বিপিনের কাজ চলিল পূরা দমে। ক্লান্তি নাই, ব্যতিক্রম নাই, বিশ্রাম নাই। সকাল ও বিকাল কিরণ নীরবে দেখিয়া গেল। কিন্তু সেদিন রাত্রে আর সে কোনো মতেই সহিতে পারিল না। দুপুর পার হইয়া গিয়াছে। বিপিন তবুও কাজ করিতেছিল। কিরণ আঁচলটা গায়ে জড়াইয়া স্থির হইয়া পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। পূর্বে সে নিজেও বিপিনের সঙ্গে কাজ করিত; এ কয়েক দিন করে নাই। করিতে যেন ভালো লাগে না। বিপিনও আগে তাহার বড় আদরের কিরণকে কাছে পাইতে চাহিত। কিরণ তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়—তাহাব সুখ, দুঃখ, পরিশ্রম, বিপদের অংশ গ্রহণ করে, এ বিপিনের ভাল লাগিত। কিন্তু আজ যেন কোথা দিয়া কি হইয়া গিয়াছে। উভয়ের অজানিতে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে কেমন এক ব্যবধান জাগিয়া উঠিয়াছে—সে ব্যবধান পার হইয়া কিরণ স্বামীর কাছে আসিতে পারে না।

বিপিন একমনে কাজ করিতেছিল। কিরণ নিঃশব্দে চুপ করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল—প্রায় আধ ঘণ্টা। তাহার দুর্বল দেহ ক্লান্তি বোধ করিতেছিল। পা কাঁপিতেছিল। অভিমানে চোখের কূলে-কূলে জল আসিয়া জমিল; তবু মুখ খুলিল না। সে তেমনি মুখ বুঁজিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিপিনের খেয়াল নাই—সে যেন কাজের মধ্যেই আপনার অস্তিত্বের সন্ধান পাইয়াছে। কিরণের জন্য এক টুকরা হাসিও আর তাহার অবশিষ্ট

নাই। তাহারও মুখে একটা কথা ফুটিল না। সে নিপুণ হস্তে একটার পর একটা ফাঁস তুলিয়া বুনিয়া চলিল।

আরো অনেকক্ষণ কাটিল।

কিরণ যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। প্রাণপণে চোখের উদ্‌গত অশ্রুটাকে দমন করিয়া—প্রায় শোনা যায় না, এমনি কণ্ঠে—সে বলিল, "অনেক রাত হ'ল, খেতে যাবেনি ?"

বিপিন সযত্নে একটা, দু'টা, তিনটা ফাঁস তুলিল, তার পর একটু চমকিত হইয়া মুখ না তুলিয়াই বলিল, "এই যে যাই।"

কিরণ এমনিতেই বড় অভিমানী। তার পর পোয়াতী হইয়া অবধি তাহার অভিমানটা অনেক বাড়িয়াছে। চাপা-কান্নায় তাহার ঠোঁট দু'টা কাঁপিতেছিল। সে এক পা, এক পা করিয়া সরিয়া আসিয়া দোরের উপর হেলান দিয়া দাঁড়াইল।

তবু বিপিনের হুঁস নাই। সে আপন খেয়ালে কাজ করিয়া চলিয়াছে—যেন এই রাত্রেই জালটা শেষ করিতে না পারিলে তাহার চলিবে না—যেন অত্যন্ত প্রয়োজন।

কিরণ বুঝিতে পারে না। জাল তো বিপিনের রহিয়াছে—কি প্রয়োজন ঐটায় ? হয় তো হাটে বেচিয়া দু'পয়সা আনিবে, কিন্তু উহাতে লাভ কি ? জীবনটাই যদি গেল, পয়সা লইয়া কি হইবে ?

অনেকক্ষণের রুদ্ধ অশ্রু এইবার আর বাধা না মানিয়া বড় বড় ফোঁটায় কিরণের গাল বহিয়া পড়িতে লাগিল।

একটা—দু'টা—তিনটা—বিপিন এক মনে ফাঁস তুলিয়া চলিয়াছে। একবার মুখ চাহিবার অবসরটুকুও তাহার নাই। কিরণ আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। বিছানায় লুটাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আটত্রিশ

কিরণ কতো ভাবিয়াছে, ভাবিয়া-ভাবিয়া ক্লান্ত ও ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তবু কোনো সমাধানে পৌঁছিতে পারে নাই। কে তাহাব বক্ষতলে তাহার অজ্ঞাতে বাসা বাঁধিয়া ধীবে-ধীরে তাহারি রক্ত-মাংসের ব্যয়ে আত্মপোষণ করিতেছে, সে সন্ধানও কিরণ রাখে নাই! তবু সে মা! তাহারি মন, তাহারি আত্মা, তাহাবি দেহ দিয়া না কি পলে-পলে সৃষ্টি করিতেছে সে এই সন্তানেব জীবন! কিরণ নির্জনে কতোবাব নিজের দেহের দিকে তাকাইয়াছে, কিন্তু দেহেব প্রাচীরের অন্তবালে যে রহিয়াছে, তাহার পরিচয় পায় নাই। কে সে? কেমনটি সে? যদি সে সত্যই মেয়ে হয়? কিরণ ভয়ে শিহরিয়া উঠে! তাহাব চোখেব সম্মুখে ভাসিয়া উঠে একখানা কাতর, ক্লিষ্ট, হতাশ মুখ, বিরক্ত আর বিশ্রদ্ধ দু'টি চোখ, শ্রান্ত ও পরাজিত একটি শরীর—সে তাহার স্বামীর।

কিরণ নিজের দেহের দিকে তাকায়, যদি রক্তমাংস আর অস্থিব কোনো রন্ধ্র দিয়া দেহের অন্তঃপুরের সংবাদটা পাইতে পারে! পাড়া-পড়শীরা সকলে তাহাকে অভয় দেয়, তাহার খোকা হইবে। ভবসায কিরণেব চোখ দু'টা উজ্জ্বল ও সচকিত হইয়া উঠে। কিন্তু কিবণ যখন একলা থাকে, কিম্বা বিপিনকে দেখিতে পায়, তখনি তাহাব সমস্ত আশা ও আনন্দ নিঃশেষে ডুবিয়া যায়। তাহার আশা ও আনন্দ, কল্পনা ও উৎসাহের ভগ্নস্তূপে জাগিয়া উঠে ভীতি, লজ্জা,

দৌর্বল্য ও গ্লানির সহস্র সহস্র কণ্টকময় অঙ্কুর। তাহার বক্ষ রক্তাক্ত হইয়া যায়, যন্ত্রণায় ও বিষাক্ত দহনে সে নির্জীব ও মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়ে। শুধু মিনতিভরে কাতর হাত দু'টা যোড় করিয়া অশ্রুপ্লুত চোখে কিরণ বলে,—ভগবান্, আর যাই করো, আমার কোলে একটি সুস্থ-সবল পুত্র-সন্তান দিও! আমাদের বাঁচাও! বাঁচ্‌তে অবকাশ দাও!...

কিরণ অত্যন্ত স্তব্ধ ও গম্ভীর। বিপিনের পাশে সে আসে না প্রায়ই, যদি বা কখনো আসে, অতি নিঃশব্দে, অতি গোপনে, অতীব সংকোচে! কিরণের সর্বদা মনে হয়, বিপিনের দলিত চূর্ণিত মনটা যেন এই আকাশে-বাতাসে সর্বত্র মেলা আছে, পাছে অসাবধানে সে তাহার কোনো অংশে পা দিয়া ফেলে! মাঝে মাঝে আতঙ্কিত দু'টি চোখে অপরাধীর মতো স্বামীর মুখের দিকে সে তাকায়। কিন্তু বেশীক্ষণ তাকাইতে পারে না। যে স্বামীর সমস্ত কিছুই সে জানিত, যাহার বিপদে সে ছিল সহযাত্রী, সঙ্কটে সচিব, সংগ্রামে সঙ্গিনী, আজ সে যেন তাহার কাছে নিতান্ত পর, নিতান্ত অপরিচিত!

বিপিনের মুখের দিকে তাকাইয়া কিরণের মনে হয়, তাহার মনটা যেন অজানা একটা সমুদ্র,—অজস্র তরঙ্গ সেখানে,—ভীষণ ও দুর্যোগ-সঙ্কুল। আজ সেখানে পা বাড়াইতে কিরণের সাহস নাই। আছে শুধু ভয়, সন্দেহ, দুর্বলতা আর আর্ত-বেদনা! কিন্তু একদিন এমন ছিল, যেদিন কিরণ তাহার কুটীরের ক্ষুদ্র কক্ষের কোণটি অপেক্ষা বেশী স্পষ্ট করিয়া জানিত বিপিনের সমুদয় মনটিকে। সেদিন সে তাহার নিজের আশায় দেখিত বিপিনের বুকের মধ্যে জোয়ার জাগিয়াছে, নিজের আনন্দে দেখিত বিপিনের মনে আনন্দের ফেনিলতা ফুটিয়াছে, নিজের ব্যথায় অনুভব করিত বিপিনের অশ্রুর পাঁতি তাহার কপোল ভাসাইয়া দিতেছে।

বিপিনের মনটি সেদিন ছিল তাহারি মনের অর্ধেকটি। আজ বিপিন তাহাকে বেদনার অংশ দেয় না। কিরণের নিজেরও তাহা লইতে সাহস নাই। শত চেষ্টা করিয়াও সে এতোটুকু ক্ষীণ সাহস সঞ্চয় করিতে পারে না, ভীরু অপরাধী তাহার মন লজ্জায় ও জড়তায় সরিয়া যায়! কিরণ তাহাদের এই ভয়ঙ্কর পরিবর্তন অনুভব করে আর কাঁদে! ভগবান্,—কিরণের চোখের জলে প্রার্থনা ফুটিয়া উঠে, —আমায় এমন কিছু দাও, যাহা সম্বল করিয়া আমি স্বামীর কাছে ফিরিয়া যাইতে পারি, যাহা দিয়া আমি স্বামীর কাছে সমস্ত অপরাধেব ক্ষমা কিনিয়া লইতে পারি! ভগবান্, দয়া করো! সেটি আর কিছু নয়, একটি পুত্র,—সবল, সুস্থ একটি পুত্র-সন্তান। বার্ধক্যের সম্বল ও ভরসা, যৌবনের জয় ও গৌরব! কিরণের কাতর প্রার্থনা আর ক্রন্দন আকাশে পৃথিবীতে গুমরিয়া উঠে! কে শোনে?—হয় তো শোনে না।...

রাত্রি হইতে কিরণের কষ্ট হইতেছিল; পানুর মার চেঁচামেচিতে পাড়াব আরো দু'-এক জন বর্ষীয়সী ও কনীয়সী আসিয়া জুটিয়াছে কিবণেব পাশে। বিপিনের সমস্ত দেহটা কাঁপিতেছিল অশুভ সম্ভাবনায়। কিবণের আর্ততায় বিপিন কাতর হইয়া চুপ চাপ্ বাহিরে বসিয়াছিল, সে শুধু অস্ফুট ভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কবিল, কিরণের মঙ্গল ও পুত্র-সন্তান। কিন্তু সে এতোটুকুও কাতরতা দেখাইল না। কারণ, যখনি তাহার মনে হয়, হয় তো বা মেয়ে হইবে, তখনি নিজের অতর্কিতে নিজে বিরক্ত হইয়া উঠে। কিরণের প্রসব-বেদনায় বিপিনের সহানুভূতিটা একটা অনাসক্তি ও বিরক্তিতে পর্যবসিত হইয়া যায়। কিন্তু এই বিরক্তি ও আসক্তিহীনতাটা যে কতো স্বার্থপর ও নীচ, তাহা বিপিন জানে।

পাছে মনের সুগোপন সত্য প্রবৃত্তিগুলি কাহারো কাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাই চেষ্টা করিয়া নিজেকে সে গম্ভীর ও সংযত করিয়া তোলে—সে গাম্ভীর্য ও সংযমের অনবকাশে মনের স.কোমল বৃত্তিগুলিও বাহিরে মুক্তি পায় না। একই সঙ্গে সর্গ ও নরক তাহার মনের কারাগারে রুদ্ধ প্রাচীরের অন্তরালে কাটাকাটি হানাহানি করিয়া মরে। বিপিন যন্ত্রণা অনুভব করে ও নির্জীবের মতো বসিয়া বসিয়া কোনোরূপে তাহা সহ্য করে।

কিন্তু এমনি চুপচাপ করিয়া নিরুপায় হইয়া বসিয়া থাকিতেও বিপিনের ভালো লাগে না। সকাল হইয়া গিয়াছে। সূর্যের সোনা ধরণী-রাণীর অঙ্গে হাজার হাজার ভূষণ পরাইয়া দিয়াছে। বিপিন মাছের চুপ্‌ড়িটা লইয়া বাজারে চলিল। পাড়ার বর্ষীয়সী মেয়েদের উপর ভার দিয়া গেল কিরণের। কিরণের বিপদ-আপদ, মঙ্গল-অমঙ্গলের অপেক্ষা অজিকার বাজারে যাওয়াটাই যেন বেশী বিবেচ্য ও দায়িত্বপূর্ণ। বিপিন জড়িত পায়ে বাজারের দিকে চলিল।

বিপিন আগাইয়া চলিল মাঠের পর মাঠ আর আঁকাবাঁকা পথ পার হইয়া, কিন্তু মনটা পড়িয়া রহিল সেখানে, যেখানে একটি বিশাল প্রাণ একটি ক্ষীণ জীবনের ভারে মৃত্যুর বেদনা ভোগ করিতেছে। বিপিন দু'একবার নিজের অতর্কিতে পিছনের দিকে ফিরিয়া চাহিল। সম্মুখে শুধু মাঠ আর মাঠ, মাঝে সুদূরের ব্যবধান। বিপিন ছুটিয়া চলে, দূরে, দূরে, আরো দূরে,—যেখানে কিরণের বেদনার কোনো আভাসই আসিবে না।

কিন্তু বিপিনের নিস্তার নাই। সেই ক্ষুদ্র আঁতুড়টা যেন বিপিনের পিছনে-পিছনে মাঠের পর মাঠ পার হইয়া ছুটিয়াছে। যন্ত্রণাতুর কিরণ যেন তাহারই সম্মুখে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আর্তনাদ করিতেছে।

তাহার পাণ্ডুর গণ্ডদু'টি রক্তহীন। চোখে মৃত্যুর ছায়া। সর্ব্বাঙ্গে রক্তস্রোতহীন নির্জীবতা। নির্জ্জন নিস্তব্ধতার প্রাঙ্গণে বিপিন আর্তনাদ করিয়া উঠে। পর-মুহূর্ত্তে লজ্জায় রক্তিম হইয়া সে চারি দিকে তাকায়,—ছিঃ, এতো দুর্বল সে! এতো আতঙ্ক তাহার মনে! পৃথিবীতে হাজার হাজার কোটি কোটি প্রাণী এই সৃষ্টির বেদনা সহ্য করিতেছে। এই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার খেয়া পার হইয়াই তো বিশ্বলোক আগাইয়া চলিয়াছে একটি জীবনের প্রান্তর হইতে আর একটি জীবনের প্রান্তরে। এই তো বিধির বিধান। এতে ভয়ের কি আছে? দৌর্বল্যের কি আছে? কেন এমন কাপুরুষ সে? বিপিন নিজেকে সহজ করিয়া তুলিতে চায়। দুর্বলতা সে ভালোবাসে না, পরাজয় সে ঘৃণা করে। জগতে যে তাহার কাছে আপনার চেয়ে আপনার, প্রাণের চেয়েও প্রাণের, তাহার জন্যও সে দুর্বল হইয়া পড়িতে লজ্জা অনুভব করে।

বিপিন হাসিতে চেষ্টা করে। নিজেকে বোঝায়, কিরণের কোনো অশুভ হইবে না। বিপিনের কিন্তু মনে পড়িয়া যায় একটা ভয়ঙ্কর কথা,—সে বছর বেচু বারিকের বৌটা তো এমনি ভাবেই মারা গেল! বিপিনের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। বিপিনের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে একটা ছায়াছবির মতো সেই সমস্ত অতীতটি। সেই বেচুর কান্না, পাড়াপড়সীর চোখের জল, দূরে শ্মশানের কাঠ ফালি করিবার ঠক্-ঠক্ শব্দ, আঙ্গিনায় শব-শয্যা!

বিপিনের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। সমস্ত বুকের মধ্যিখানটা অসহ্য যন্ত্রণায় ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম করিতেছে! বিপিন ছুটিতে লাগিল! তাহার পায়ের তলায় পৃথিবীটা মাতাল হইয়া টলিতেছে! বিপিন অনুভব করিল তাহার চোখের গোড়া দিয়া সুড় সুড় করিয়া কে যেন চুপি চুপি গোপনে বাহির হইয়া পলাইতেছে! বিপিন চোখের কোণে হাত দিয়া

অনুভব করিল,—জল! অশ্রুর ফোঁটার পর অশ্রুর ফোঁটা! তাহারা যেন দল বাঁধিয়া সারি সারি মনের কারাগারের তোরণ পার হইয়া উন্মুক্ত আকাশের তলে ছুটিয়াছে! তাহাদের সে শোভাযাত্রাকে বিপিন রোধ করিতে পারিল না, বিদ্রোহী বেদনার পায়ের তলায় নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আশ-পাশের সমস্ত সৃষ্টিটা তাহার সম্মুখে অলীক ও অবাস্তব। আকাশ নাই, বাতাশ নাই, মাটি নাই, কুটির নাই, কিরণ নাই, আশা নাই, উৎসাহ নাই, ভরসা নাই! কিছুই নাই! সমস্ত শূন্য! সেই মহান্ শূন্যের কেন্দ্রে সে দাঁড়াইয়া আছে—ক্ষীণ ক্ষুদ্র একটা চেতনার বিন্দু, আর তাহার অন্তরময় ক্রন্দন, অশ্রু ও হাহাকার! সমস্ত বিশ্বে শুধু সে আছে, আর আছে তাহার অসীম অফুরন্ত কান্না। এই ক্রন্দনই তাহার জীবন ও অস্তিত্ব।

কাঁদিতে-কাঁদিতে হঠাৎ বিপিন হাসিয়া উঠিল। সে একি পাগলামি করিতেছে? কাঁদিতেছে? কেন? ছি, কিরণের কোনো অশুভ হইতে পারে তাহার অলুক্ষণে মনই বা একথা ভাবিতে পারে কিসে? বিপিন হাসিল, মৃদু হাসি। তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল কিরণের স্নিগ্ধ মধুর একটি ছবি। বিপিন সেই কল্পনালোকের শত সাধনার ছবিটিকে আবেশের সহিত দেখিতে লাগিল। কিরণ বসিয়া আছে। তাহার মুখে মৃদু মৃদু হাসি,—অধিকারের, দাবীর, গৌরবের। চোখে মমতা, সাবধানী সাহস। কোলে সুন্দর সুপুষ্ট একটি খোকা। বিপিন আবেশে পলকের জন্য চোখ বন্ধ করিল। তাহার সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল পুলক-রোমাঞ্চে।

যখন কিরণকে নববধূরূপে সে পাইয়াছিল, তখন তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াও বিপিন এমনি একটা আনন্দ পাইত। অভিনব আনন্দ, অপূর্ব অনুভূতি! আজিকার আনন্দটাও বিপিনের কাছে বড়ো অভিনব

লাগিতেছে। বিবাহের সময় বিপিন যখন কিরণকে পাইয়াছিল, তখন কিরণের সে রূপটি ছিল বিপিনের কাছে নূতন, অজানা অপরিচিত। তার পর দিনের পর দিন গিয়াছে, সে রূপটি গৃহিণীর আঁচলের তলায় কবে কোন্ দিন আত্মগোপন করিয়াছে। আজ বিপিনের কাছে কিরণের এই জননীর রূপটি একেবারে নূতন। কিরণকে বিপিন আর একবার নূতন করিয়া পাইতেছে!

বিপিন বাজারে আসিয়া পৌঁছিল।

তার পর সে যতো তাড়াতাড়ি পারিল বাজারের কাজ সারিয়া ত্বরিত পায়ে বাড়ীর পথে চলিল। বিপিন নিজেকে খুব খুশী করিয়া তুলিতে চায়। কিন্তু কোথা হইতে একটা বিষাদের ম্লান ছায়া আসিয়া বারে বারে সে আনন্দকে ঢাকিয়া দেয়।

বিপিন যতোই বাড়ীর দিকে আসিতেছিল, ততোই তাহার ত্বরিত পা-দু'টা মন্থর হইতে মন্থরতর হইতেছিল। বিপিন সাহসের সহিত কল্পনা করিতেও পারে না যে কিরণের কোনো অমঙ্গল হইতে পারে, তথাপি বুকের ভিতরে একটা দুর্বলতা মুহূর্তের পর মুহূর্ত ধরিয়া জড়ীভূত হইয়া উঠিতেছে!

হঠাৎ বিপিনের মনে হইল, যদি মেয়ে হয়? বিপিন একবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। কিন্তু বৃহত্তর আতঙ্কের কাছে ক্ষুদ্রতর আতঙ্কটা একেবারে ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হইয়া গেল। বিপিন বিড়-বিড় বলিল, কি ক্ষতি মেয়েতে? ভগবান্ যা দেবে তাই আমার সোনা, তাই আমার বুকের মণি।

বিপিন একবার চারিদিকে তাকাইল, কেহ কোথাও নাই। সে গলাটাকে একটু স্পষ্ট করিল, যেন তাহার বক্তব্যগুলি সে ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য শোনাইতে চায়। "ভগবান্ যা দেবে, তার বেশী আমাদের কি হবে? এ যে বনকুমারের দেওয়া দান, এ যে তাঁর আশীর্ব্বাদ!" বিপিন ঠাকুরকে প্রণাম করিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভয় পাইল, ছি, মাথায় যে মাছের চুপ্‌ড়ি আছে!

কিন্তু এই অপরাধের জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমা চাহিবার আগেই তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল স্বয়ং পানুর মা। সে এই দিকে গোরু বাঁধিতে আসিয়াছিল। বিপিন তাহাকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। পানুর মা হাসিয়া বলিল, "মেঠাই কই গো ?"

বিপিনও হাসিয়া বলিল, "সংবাদ কি ?"

—"ভালো। বৌটা নেতিয়ে ঘুমুচ্চে। ঘুমোবে না! কি যাতনাই না গেল। মন্দ হ'লে তো আট্‌কে যেত! তবু এতো কষ্ট সয়েও মাগীটা কিছু পেল না গো, এই যা দুঃখু!" বলিয়াই পানুর মা দাঁতে জিব কাটিল ও হাত যোড় করিয়া দুরবর্তী দেবতাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "বাবার যা ইচ্ছা!"

বিপিন কিছুই বুঝিতে পারিল না। এতো কষ্ট সহ্য করিয়াও কিরণ কিছুই পাইল না, কথাটা শুনিয়া প্রথমে হতভম্ভ হইলেও পরে সে যেন একটা অর্থ খুঁজিয়া বাহির করিল। তবে কি কিরণ মৃত সন্তান প্রসব করিয়াছে ? বিপিন কথাটা স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বুকখানাকে ভাঙিয়া চুরিয়া দিল। বিপিন চোখ দু'টাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া যেন কিসের পথ অবরুদ্ধ করিল।

পানুর মা আবার বলিল, "তবে বাবার যখন একবার ইচ্ছা হইছে, তখন আর ভয় কি ? বাবা দিলেই তো সব। আবার দু'দিন বাদেই একটা ছেলে হবে। পাড়ার হাতী-ঠাকুরঝিও তাই ব'লছিল। তারও তো এমনি ছেলে হয়নি, হয়নি, তার পর একেবারে ন'টা। এখনো পাঁচটা আছে, তিনটা ম'রে গেল কলেরায়!"

বিপিন এবার অধীর হইয়া বলিল, "কেন, কি হ'লো!"

—"মেয়েটা! উগুলা তো শত্রু, পরকে গতাতেই গতর খরচ!"

বিপিন কিছুই কহিল না। একটু আগে সে কিরণের শুভাশুভের চিন্তায় ভগবান্‌কে শোনাইবার ইচ্ছায় যে কথা বলিয়াছিল, কিরণ সুস্থ অবস্থায়

ঘুমাইতেছে শুনিয়া তাহা একেবারে ভুলিয়া গেল। বিপিন অনুভব করিল, একটা বাস্তবের চাপে তাহার বুকটা থেৎলিয়া গিয়াছে। সে শামুকের মতো মন্থর গতিতে বাড়ী চলিল।

বিপিন তাহার গৃহে পৌঁছিয়া বাহিরে দাবার উপর চুপচাপ করিয়া বসিয়া রহিল। ভিতরে যাওয়ার মতো তাহার ইচ্ছা ছিল না। শুধু ভবিষ্যতের হাজার চিন্তা মাথার মধ্যে কিল্‌বিল্‌ করিতেছে। ছেলে-মেয়ে না হইলেও বুঝি ছিল ভালো। এ যে শুধু বোঝা, শুধু ভাবনার কারণ। কিন্তু বিপিন খানিকক্ষণের মধ্যে নিজের বিরক্তি দূরে সরাইয়া মনটাকে কোনো রকমে তাজা করিয়া লইল। তাহার মনে হইল, যে নিষ্পাপ শিশু আঁতুড়-ঘরে মায়ের পাশে ঘুমাইতেছে, তাহার দোষ কি? বিপিন সোজা হইয়া দাঁড়াইল, অনুভব করিল, কে যেন একটা অন্য মানুষ তাহার বুকের ভিতর কথা কহিতেছে। সে চায় দেখিতে সেই নবজাত শিশুকে। বিপিন আর বিলম্ব না করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

পাড়ার সকলে চলিয়া গিয়াছে। দাইও। কিরণ একলা ঘরে ঘুমাইতেছিল, সেও একটু আগে জাগিয়াছে। বিপিন কিন্তু কিরণের পাশে গেল না, বাহিরে একবার চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার শুধু মনে হইতেছিল, কিরণ নিশ্চয় খুশী হয় নাই,—এই নবজাত শিশুটিকে লইয়া, যে তাহার এতো দিনের সাধনা ও স্বপ্নকে রুচি নরম দু'খানি মুঠো দিয়া ভাঙিয়া দিয়াছে!

বিপিনের পায়ের শব্দ কিরণের কাণে গিয়াছে। সে খানিকক্ষণ এমনি একটা শব্দেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল, কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কে?"

বিপিনের গলাটা শুষ্ক। সে জড়িত গলায় উত্তর দিল, "আমি।"

বিপিন উত্তর দেওয়ার সঙ্গেই ঢুকিল ঘরের মধ্যে। কিরণ তাহার দুর্বল ডান হাতটা দিয়া মাথায় ঘোমটা একটু টানিয়া দিল। সে যেন তাহার সমস্ত অপরাধ এই আঁচলের তলায় লুকাইয়া রাখিতে চায়। বিপিন এক

মুহূর্ত স্থির হইয়া ঘরের মধ্যে দাঁড়াইল। কিরণের ভাবটা সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছে। বিপিন একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া কথা কহিল, "কেমন আছ? আর কষ্ট হয়নি তো?"

—"না।"

বিপিন আর কি কহিবে খুঁজিয়া না পাইয়া কয়েক মুহূর্ত পাথরের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। কিরণ অনুভব করিতেছিল, বিপিন এখনো নবজাত শিশুর সন্ধানটাও লইল না। লজ্জায় তাহার মাথাটা মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। বিপিন কিরণের অবস্থাটা বুঝিলেও কি কহিবে স্থির করিতে পারিল না। কিরণ একবার সাহস করিয়া অপরাধীর মতো মুখ তুলিয়া চাহিল বিপিনের মুখের দিকে। কিরণের মুখের কাতর-করুণ নিরুপায় প্রকাশটি বিপিনের সমস্ত মনটাকে নাড়া দিয়া গেল। বিপিন কিসের একটা তাড়নায় কিরণের পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কই? আমার মা কই?"

কিরণ শুধু স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল। বিপিন নবজাত শিশুর দিকে চাহিয়া রহিল অপলক নেত্রে। তাহার সমস্ত দেহ-মন প্লাবিত হইয়া গেল এক পুলকের বন্যায়। বিপিন বিড়-বিড় করিয়া তাহার শিশু-কন্যাকে আদর করিতে লাগিল,—"মা আমার! সোনা আমার! দুষ্টু আমার! ··"

কিরণ অবাক্ হইয়া বিপিনের মুখের দিকে তাকাইল। সত্যই কি বিপিন তাহার কন্যাকে এমনি ভাবে আদর করিতেছে। কিরণ বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। কৃতিত্বের গৌরবময় হাসি! পৃথিবীর ভাষা-না-জানা মেয়েটার কাণের কাছে মুখ রাখিয়া চুপি চুপি বলিল, "দুষ্টু, ও যে বাবা!"

বিপিন বিশ্বের সমস্ত আনন্দ চোখে জড়াইয়া ক্ষুদ্র শিশুর পানে নিষ্পলকে চাহিয়া রহিল। তখনও কিরণের ক'টা কথা তাহার কাণে বাজিতেছে:—ও যে বাবা! বাবা!

উনচল্লিশ

সেদিন কচি শিশুটির সমস্ত অপরাধই বিপিন মুহূর্তে ভুলিয়া গেল। কিন্তু তবুও যখন এই শিশুটি তাহার চোখের আড়ালে থাকে, তখন মরা অতীতটা তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। তাহার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে, এখনো দেহে শক্তি থাকিলেও দু'দিন পরে যে তাহা আর থাকিবে না, তাহা সুনিশ্চিত। বিপিন নিজের দেহের দিকে চাহিয়া সতর্ক ও উৎসুক দৃষ্টিতে দেখে, চামড়ার উপর যেন অস্পষ্ট সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়িয়াছে। বিপিন অনেকক্ষণ সেগুলি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, হ্যাঁ, বয়সের চিহ্নই বটে। জীবনের উপর মহাকালের যে তাণ্ডব রাত্রিদিন চলিয়াছে, এ তাহারই পদাঙ্ক। বিপিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, সে বুড়া হইয়া গিয়াছে!

দূরে একটা দড়ির দোল্‌নায় ছোট মেয়েটা ঘুমাইতেছিল, তাহার দিকে চাহিয়া বিপিনের মনে হইল, সে নিজেও এমনি ছিল। এমনি কোমল, এমনি কচি। তার পর সে ধীরে ধীরে বড়ো হইল। গায়ে আসিল শক্তি আর সাহস। তাহার চারিদিকের পৃথিবী, যাহা ধরিয়া সে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, কয়েক বছরে তাহা মহাকালের পায়ের আঘাতে কোথায় ধ্বসিয়া গেল। মা গেল, বাবা গেল, দু'টা বড় ভাই, একটা দিদি। শুধু রহিল সে আর তাহার ছোট ভাই বন্ধু। বিপিন অতর্কিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। ধীরে ধীরে কোলে-পিঠে করিয়া আদর-যত্নে সে বন্ধুকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। বন্ধুর

বয়সের তুলনায় তাহার বয়স হইয়াছিল ঢের বেশী। কিরণ তখন ছিল এতোটুকু। প্রায় বন্নুরই সমবয়সী।...বিপিন এক হাতে কিরণকে আর এক হাতে বন্নুকে ধরিয়া আগাইয়া চলিল জীবনের পথে। কিন্তু বন্নুর কাছ হইতে কোনো সাহায্য পাইবার আগেই কিরণ বিপিনের পাশে আসিয়া নিজের শক্তি ও সাহস লইয়া তাহাকে অভয় দিল।

মেয়েরা শক্তি ও সাহসে পুরুষের অপেক্ষা ক্ষীণ হইলেও তাহাদের সে শক্তি ও সাহস আসে পুরুষের বহু পূর্বে। তখনও বন্নু নেহাৎ বালক। এখন জগতের অনেক কিছুই বোঝে কিরণ, কিন্তু বন্নু কিছুই জানে না। কিরণ বন্নুকে শাসন করে, সাবধান করে, মায়ের মতো আদর দেয়। সমান সময়েই কিরণ যেন অভিজ্ঞতায় বন্নু অপেক্ষা অনেক বেশী দূর আগাইয়া গিয়াছে। কিরণ ও বিপিন দু'জনেই বন্নুকে মাঝখানে লইয়া সাবধানে আগাইয়া চলিতেছিল। তাহারা উৎসাহের সহিত দেখিতেছিল, বন্নু কবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, এবং তাহাদের ক্লান্ত-কাতর দেহ দু'টিকে সাহায্য করিবে। সেই বন্নু পরিপূর্ণ হইল,—বন্ধুরূপে নয়, শত্রুরূপে। বিপিন ক্লান্তিতে তাহার কাছে সাহায্য পাইল না, পাইল আঘাত।

বিপিনের ভ্রূ দু'টি কুঞ্চিত হইল। সে আর ভাবিতে পারিল না। অতীতের একটা প্রবল স্রোত আসিয়া বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণরূপে ভাসাইয়া দিল। তাহার মনে পড়িতে লাগিল, অতীতের হাজার হাজার ক্ষুদ্র ঘটনা। সে আর কিরণ কেমন করিয়া কতো শঙ্কায় পদে পদে বন্নুকে এতো দূর অবধি লইয়া আসিয়াছে! উঃ! কি অকৃতজ্ঞ সেই বন্নু! বিপিন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অতীতটা যেন তাহার নিজের ভুল-ভ্রান্তির তালিকা! অতীতের সমস্ত স্নেহ-মমতা যেন তাহার দৌর্বল্যের প্রমাণ! বিপিন হাত দু'টাকে মুষ্টিবদ্ধ করিল—আক্ষেপে,

আক্রোশে। ঠোঁট দু'টা হইয়া গেল কুটিল, ক্রুর। বন্ধু যে সেদিন তাহাকে রাত্রির অন্ধকারে শত্রুর হাত হইতে বাঁচাইয়া দিয়াছিল, তাহা তাহার মনেও পড়িল না। মনে পড়িলেও তাহা বন্ধুর পক্ষে বিশেষ কিছু লাভজনক হইত না। বিপিন শুধু স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল।

পাশে দোল্‌নায় মেয়েটা ককাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিপিন শুনিল, তবু নড়িল না। একটা বিতৃষ্ণায় তাহার সমগ্র মন ভরিয়া গেল। কাহাকেও ভালোবাসা যেন ভুল, লালন-পালন করিয়া নিজের দেহের রক্ত দেওয়া যেন শুধু একটা যন্ত্রণাদায়ক ভয়ঙ্কর ক্ষতি। বিপিন চুপচাপ বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মেয়েটা একভাবে কাঁদিতেছে। বিপিনের সারা দেহে অনাসক্তি। ঠিক অনাসক্তি নয়, বিপিন নিজের অবচেতনাময় আত্মায় যেন একটা তৃপ্তি অনুভব করিতেছে। এ যেন তাহার প্রবৃত্তির একটা প্রতিশোধ,—তাহারি সহজাত প্রকৃতির উপর !

একটু পরেই কিরণের সাড়া বিপিনের কাণে আসিল। কিরণ মেয়েটাকে লইয়া আদর করিতেছে। হঠাৎ অত্যন্ত লজ্জা পাইল বিপিন। কিরণ যদি তাহাকে এই অবস্থায় মেয়েটার কোনো খোঁজ না লইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিতে দেখে, তবে সে কি ভাবিবে! বিপিন শুনিল, কিরণ মেয়েটার সহিত কথা কহিতে কহিতে এই দিকেই আসিতেছে। বিপিন সেখানে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, নিঃশব্দে গোপনে পলাইয়া গেল।

কিরণ কোনো রকমে এই কন্যাটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া উঠিতেছিল। বন্ধুর আশা সে একেবারে ত্যাগ করিয়াছে। সে বিবাহিত ; শুধু তাহাই নহে, তাহারো ছেলে-মেয়ে হইবে দু'-চার দিনেই। আর পুত্রলাভের আশাও ছোট এই মেয়েটা দুই পায়ে দলিয়া দিয়া আসিয়াছে পৃথিবীর বাস্তব ধূলিতে। কিরণের সমস্ত আশাগুলি ধীরে ধীরে একে একে ভাঙিয়া গিয়াছে।

সেও খুব ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কোথা দিয়া তবু দিনের পর দিন কাটিয়া চলিয়াছে, কোথা দিয়া তবু সে বাঁচিয়া আছে।

তাহার চারিদিকের জগৎটা যেন আশা-আকাঙ্ক্ষার ভগ্ন স্তূপ, চাহিয়া দেখিতেও ভয় করে। কিরণ চোখ বন্ধ করিয়া কোনো রকমে তাহারি মধ্যে নিজের বাঁচিবার মতো একটু স্থান করিয়া লইয়াছে। আগে রাত্রি-দিন বিপিনের পাশে না আসিতে পাইলে তাহার মনে হইত, বিপিন বুঝি তাহার পাশ হইতে অনেক দূরে সরিয়া গেল। সে ভীত হইত, পাছে বিপিন তাহাকে ভালো না বাসে। কিন্তু এখন আর কিরণ বিপিনের পাশে আসিবার জন্য ব্যাকুল হয় না। বিপিন যে তাহার পাশ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে পারে, এ কথাও মনে পড়ে না। একটা ক্ষুদ্র মেয়ের আগমন দিয়া কে যেন তাহাদের দু' জনকে এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে গ্রথিত করিয়া দিয়াছে।

কিরণের আরো কয়েক মাস কাটিল। সেদিন সকালেই পান্নুর মা হাঁপাইতে-হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "লক্ষ্মীর বুঝি ছেলে হবেক গো বৌ! চলো না যাই? রোগা মেয়েটা—হয়তো কতো কষ্টই পাবে!"

পান্নুর মার কথায় কিরণ কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই পান্নুর মা অন্তর্হিত হইয়া গেল। কিরণ হাতের কাজ ফেলিয়া শুধু স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কে যেন কিরণকে কোথায় দিয়া একটা আঘাত করিয়া বসিয়াছে। লক্ষ্মীর ছেলে হইবে, এই কথাটা কিরণের বুকে তীরের মতো বাজিল। কিরণ অনুভব করিল, নিজের আত্মগরিমা ও স্পর্ধার সহিত লক্ষ্মী তাহার বুকের উপর দিয়া সজোরে চলিয়া গিয়াছে!

প্রথমে যে লক্ষ্মীকে কিরণ ভালোবাসিত, ভালোবাসিতে চেষ্টা করিত; পরে তাহাকেই ভালো লাগিত না। দেখিলেও বিরক্তি হইত, রাগ হইত। মনে পড়িত, এই মেয়েটাই তাহাদের জীবনের আনন্দ-বেদনার

সবটুকু কাড়িয়া লইয়াছে। বছরের পর বছর ধরিয়া কিরণ বন্ধুকে পলে পলে এতো ভালোবাসিয়াছিল, এতো স্নেহ করিয়াছিল, কিন্তু সে স্নেহ-মমতার প্রাসাদ এই মেয়েটাই তো অবহেলায় একটি নিঃশ্বাসে ভাঙিয়া উড়াইয়া দিল! জীবনের ক্ষেত্রে সে কি নির্মম পরাজয় কিরণের! প্রেম বা স্নেহ-মমতার পরাজয়ই সমস্ত পরাজয় অপেক্ষা বেদনাময় এবং ভয়ঙ্কর। সে পরাজয়ের গ্লানি ও বেদনা আজো কিরণের সমগ্র মনে একটা দুর্যোগের মতো জাগিয়া আছে। আজ বুঝি আবার লক্ষ্মীর কাছে কিরণের হার মানিবার ভীষণ একটা পালা আসিয়াছে। লক্ষ্মীর ছেলে হইবে;—কতো খুশী হইবে সে! আর তাহার কি না একটা মেয়ে! পরাজয়ের পর পরাজয়! গ্লানির পর গ্লানি! দুঃখের পর দুঃখ!

একটা আক্রোশে কিরণের আয়ত চোখ দু'টা জ্বলিয়া উঠিল। সারা দেহে ও মনে কি বিষাক্ত দহন! কিন্তু পরমুহূর্তেই কিরণ হাসিয়া ফেলিল। ছি, কি স্বার্থপর সে! নিজের মেয়ে হইয়াছে বলিয়া বন্ধুরই বা হইবে কেন? কিরণ এই অনুভূতিটাকে সম্পূর্ণভাবে ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহিল। সে ছুটিয়া চলিল লক্ষ্মীদের ঘরের দিকে।

কিন্তু একটু গিয়াই কিরণের গতিবেগটা একেবারে হ্রাস পাইল। একটা কুটিল হাসিতে ভরিয়া গেল তাহার সারা মুখখানা। প্রসবের সময় অনেকে মারা যায়। লক্ষ্মী তো দুর্বল, রোগা। সেও যদি মরে? মন্দ কি? একটি মুহূর্তে কিরণ সম্মুখে দেখিল, আবার বন্ধু তাহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। লক্ষ্মী নাই, কেহ নাই, কোনো বাধা নাই। একটি পলকেই কিরণের মন কল্পনার পাখনায় ভর করিয়া উড়িয়া চলিল।—নূতন সংসার, নূতন আনন্দ। কিরণের মনে পড়িল, আজও তাহার বোনের বিবাহ হয় নাই। সে বন্ধুর সঙ্গে বিবাহ দিবে ফুলীর। কিরণ নিজের কল্পনার মোহে নিমজ্জিত থাকিয়া মনে মনে বলিল,

ভগবান্, লক্ষ্মী মরুক, তাহার শিশু-সন্তান মরুক। বন্ধু ফিরিয়া আসুক তাহার কাছে, একা, সম্পূর্ণ একা। সেই শিশুকালের বন্ধুর মতো।

কিরণের কল্পনাটা হঠাৎ এক চমকে ভাঙিয়া গেল। পাড়ার কে যেন বন্ধুকে ধমক দিতেছে, "তুই কেন বাপু এখানে! ব্যাটা ছেলে, বাইরে থাক্ না, এখানে ঘিস্-ঘিস্ করিস্ কেন?"

কিরণ দেখিল, বন্ধু তাহার সম্মুখ দিয়া সরিয়া গেল। সারা মুখে তাহার ভীতি-পাণ্ডুরতা।

লক্ষ্মী যন্ত্রণায় কাঁদিতেছিল। বন্ধু বিব্রত হইয়া ভিতরে যাইতে-না-যাইতে সকলেই তাহাকে ধমক দিয়াছে। তাই সে অপমানিত ভিখারীর মতো নীরবে দূরে পলাইয়া আসিল। সে যেন অতি অপ্রয়োজনীয় একটা লোক, সন্তানের সৃষ্টিতে তাহার কোনো গৌরব নাই, দাবী নাই। সহযোগিতার স্পর্ধারও অভাব। মায়ের তুলনায় বাবার ক্ষুদ্রতা অনুভব করিয়া বন্ধু রাগ করিল না বা কোনো অভিমান করিল না। কারণ, এতো সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম অনুভূতির শক্তি ছিল না তাহার। সে শুধু একটু বিরক্তির সহিত বাহিরে আসিয়া শঙ্কিত বুকে বসিয়া রহিল।

বেলা প্রায় দুপুর হইতে চলিল। ঘরে তখনো কিরণের নাগাল নাই। বিপিন সদ্যজাগরিত শিশুটিকে লইয়া বসিয়া আছে। কিরণ যে লক্ষ্মীর বাড়ী গিয়াছে, তাহা বিপিন জানে। খানিকটা বাদেই কিরণ বাড়ী ফিরিল। সারা মুখে বর্ষার মেঘের মতো কালো থম্‌থমে ভাব। সে মেয়েটার খোঁজেই বাহিরে আসিয়াছিল। এতো বেলা অবধি রান্না চড়ায় নাই, তাই ব্যস্ততাও ছিল। বিপিন স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর ভাবেই প্রশ্ন করিল, "কি?"

কি-এর অর্থ বুঝিল কিরণ। বলিল, "ব্যাটা ছেলে।"

কে যেন বিপিনের মুখে এক বালতি কালি ঢালিয়া দিল। সে গম্ভীর মুখে একটা 'হুঁ' দিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীর গম্ভীর মুখ দেখিয়াই কিরণ বুঝিল, স্বামীর ক্ষতটা কোথায়। তাহার নিজের মধ্যেও যে এমনি প্রবল যুদ্ধ চালিতেছিল! এই নির্মম পরাজয় যেন একটা শিল্পীর রূপসজ্জার কাছে আর এক শিল্পীর। কিরণ তাড়াতাড়ি স্বামীর কোল হইতে মেয়েটাকে এক-রকম ছিনাইয়া লইয়া রান্নাঘরে পলাইয়া গেল। এবং ভুম্ করিয়া তাহাকে মাটিতে বসাইয়া দিয়া কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কন্যার কান্নার একটি ক্ষীণ অংশও তাহার কাণে ঢুকিল না। বিপিনও শিবুর দোকানে গিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। শিবু সকাল-সকাল খাইয়া সেই সবে দোকানে আসিয়াছে।

রান্না-বান্না শেষ হইতে সূর্য্য হেলিয়া পড়িল পশ্চিম আকাশে। কিরণ খাইতে দিয়া লক্ষ্য করিল, বিপিন খুব গম্ভীর ভাত দিয়া কিরণ খানিকক্ষণ স্বামীর পাশে নীরবে বসিয়া রহিল। পরে বলিল, "আমি কয়েক দিন ঘুরে আসি না?"

—"কোথা থেকে?" বিপিন কিছুই না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল।

—"বাবাকে কতো দিন দেখিনি, আর ফুলীটাও—" কিরণ বক্তব্য শেষ করিল না।

—"হুঁ।" বিপিন ভাত খাইয়াই চলিল। কিরণের প্রস্তাবটা তাহার মোটেই মনঃপূত হয় নাই। কিরণও উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। অবশেষে বিপিন বলিল, "তুমি তো যাবে, আর ই-খানে ই-সংসার চ'লবে ক্যাম্‌নে?"

কিরণ কয়েক মুহূর্ত নীরবে রহিল। আজ তাহার কিছুই ভালো লাগিতেছিল না। বিপিনের কথাগুলা বিষাক্ত কাঁটার মতো বাজিল।